মানব অস্তিত্ব ও জগত- একটি হাইডেগারিয়ান দৃষ্টিকোণ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রে

এম.ফিল. উপাধি প্রাপ্তির

আবশ্যিক অংশ রূপে প্রদত্ত

সৌভিক ঘোষ

দর্শন বিভাগ

রেজি. নং – 142396 of 2017-2018

রোল নং – MPPH194015

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০ ০৩২

২০১৮ - ২০১৯

Certified that the Thesis entitled, **"মানব অস্তিত্ব ও জগত- একটি হাইডেগারিয়ান দৃষ্টিকোণ"**, submitted by me towards the partial fulfilment of the Degree of Master of Philosophy (Arts) in **Philosophy** of Jadavpur University, is based upon my own original work and there is no plagiarism. This is also certify that the work has not been submitted by me for the award of any other degree/diploma of the same Institution where the work is carried out, or to any other Institution. A paper out of this dissertation has also been presented by me at a seminar/conference at **Egra S.S.B. College** thereby fulfilling the criteria for submission, as per M.Phil Regulation (2017) of Jadavpur University.

Souvik Ghosh 14/05/2019

Name of the M.Phil Student

Exam Roll No- **MPPH194015**

University Roll No- **001700903016**

Registration no- **142396 of 2017-18**

On the basis of academic merit and satisfying all the criteria as declared above, the dissertation work of **Souvik Ghosh** entitled, **"মানব অস্তিত্ব ও জগত- একটি হাইডেগারিয়ান দৃষ্টিকোণ"**, is now ready for submission towards the parital fulfilment of the Degree of Master of Philosophy (Arts) in **Philosophy** of Jadavpur University.

P. Sarkar 14/05/19
Head
Department of Philosophy

Maitreyee Datta 14.5.19
Supervisor & Convener
of RAC

Bhattacharjee Sinha 14/5/19
Member of RAC

Head
Department of Philosophy
Jadavpur University
Kolkata-700 032

Associate Professor
Department of Philosophy
Jadavpur University
Kolkata - 700 032

Professor
Department of Philosophy
Jadavpur University
Kolkata-700 032

Certified that the Thesis entitled, "**মানব অস্তিত্ব ও জগত- একটি হাইডেগারিয়ান দৃষ্টিকোণ",** submitted by me towards the partial fulfilment of the Degree of Master of Philosophy (Arts) in **Philosophy** of Jadavpur University, is based upon my own original work and there is no plagiarism. This is also certify that the work has not been submitted by me for the award of any other degree/diploma of the same Institution where the work is carried out, or to any other Institution. A paper out of this dissertation has also been presented by me at a seminar/conference at **Egra S.S.B. College** thereby fulfilling the criteria for submission, as per M.Phil Regulation (2017) of Jadavpur University.

_____

Name of the M.Phil Student

Exam Roll No- **MPPH194015**

University Roll No- **001700903016**

Registration no- **142396 of 2017-18**

On the basis of academic merit and satisfying all the criteria as declared above, the dissertation work of **Souvik Ghosh** entitled**, "মানব অস্তিত্ব ও জগত- একটি হাইডেগারিয়ান দৃষ্টিকোণ",** is now ready for submission towards the parital fulfilment of the Degree of Master of Philosophy (Arts) in **Philosophy** of Jadavpur University.

Head Department of Philosophy	Supervisor & Convener of RAC	Member of RAC

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের এম.ফিল উপাধির জন্য এই গবেষণামূলক প্রবন্ধের উপস্থাপন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রী শ্রী মা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ এবং মা তারার শ্রীচরণে আমার প্রণাম নিবেদন করি। আমার এই প্রবন্ধটি রচনার জন্যে শ্রদ্ধেয় ও প্রিয়ভাজনদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সহযোগিতা পেয়েছি, যাদের সহযোগিতা ছাড়া আমার এই প্রবন্ধ রচনা সাফল্যমন্ডিত হয়ে উঠত না। তাদের প্রতি আমি বিনম্র চিত্তে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিবেদন করছি।

নানা প্রতিকূলতা ও দুঃসময়ের মধ্যে থেকেও যারা অসীম ধৈর্য্য ও সাহসিকতার সঙ্গে এই গবেষণা কার্যটিকে সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে সর্বদা আমাকে প্রেরণা প্রদান করেছেন এবং সর্বদা আমার পাশে থেকেছেন তারা হলেন আমার পিতা শ্রীযুক্ত পলাশ ঘোষ ও মাতা শ্রীমতী রত্না ঘোষ, তাদের চরণে রইলো আমার শতকোটি প্রণাম। এছাড়াও যে মানুষটির স্থান আমার জীবনে আমার পিতা মাতার পরেই তিনি হলেন আমার মেজদা, অধ্যাপক শান্তনু গের (দর্শন বিভাগ, রানাঘাট কলেজ)। তার সর্বতোপ্রকার সহযোগিতা, অনুপ্রেরণা, ভালোবাসা এবং সদা উৎসাহ আমাকে এই কাজ সুস্থভাবে সমাপ্ত করতে সাহায্য করেছে। আমি তার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

যার সাহায্য ছাড়া এই প্রবন্ধটি কোনভাবেই পরিসমাপ্ত হত না তিনি হলেন আমার শ্রদ্ধেয়া শিক্ষিকা, গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক এবং পথপ্রদর্শক অধ্যাপিকা মৈত্রেয়ী দত্ত মহাশয়া। তিনি নিজের অতি ব্যস্ততার মধ্যেও এই প্রবন্ধটির প্রায় প্রতিটি শব্দ খুঁটিয়ে দেখেছেন এবং প্রয়োজনীয় মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেছেন। তিনি যথাকালে যথাসময়ে সম্যক উপদেশ প্রদান করে এবং সবসময়ের জন্য আমার পাশে থেকে সময়োচিত উৎসাহ, প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও বহু গ্রন্থের অনুসন্ধান দিয়ে গবেষণা প্রবন্ধটিকে সার্থক করার জন্য আমাকে বহুপ্রকারে সহযোগিতা করেছেন। তার চরণে আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। তার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।

এছাড়াও যে মানুষটির কাছে শিখেছি কীভাবে প্রকৃত মানুষ হতে হয়, কীভাবে একটি বিষয়কে ভালোবাসতে হয়, কীভাবে একটি বিষয়কে যত্ন নিয়ে শিখতে হয় তিনি হলেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক সুবীররঞ্জন ভট্টাচার্য (অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), স্যারের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। স্যারের একটি কথা আমি সবসময় স্মরণ করি সেটি হল 'চেষ্টা করলেই হবে'।

পরবর্তী কালে মূলত যে মানুষটির জন্য আমার মনে এই বিষয়ের প্রতি ভালোবাসা ও আগ্রহ থেকে গবেষণার ইচ্ছা জেগেছিল তিনি হলেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক প্রলয়ঙ্কর ভট্টাচার্য্য (দর্শন বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)। তিনি সর্বদাই মূল লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে এবং প্রতিমুহূর্তে মূল্যবান উপদেশ দিয়ে আমার কাজে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। আমার এই কাজ সুস্থভাবে পরিসমাপ্তির জন্য আমি স্যারের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

দর্শন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এবং আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক প্রয়াস সরকার মহাশয়ের প্রতিও আমি ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি এই প্রবন্ধটিকে সুস্থভাবে সমাপ্তির জন্য নিজের অমূল্য সময় দিয়ে নানাবিধ সাহায্য করেছেন। এছাড়াও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সমস্ত অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। এছাড়াও আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বিভাগীয় গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ।

পরিশেষে, আমার স্বল্প জ্ঞানের পরিসর থেকে গবেষণামূলক প্রবন্ধটি লেখার সময় আমি আমার সাধ্যমতো যত্ন ও সতর্কতা নিয়েছি, তবুও যদি কোনোরকম কোথাও ভুল-ত্রুটি থেকে থাকে তাহলে তার দায় নিতান্তই আমার এবং তার জন্য আমি অবশ্যই ক্ষমাপ্রার্থী।

সৌভিক ঘোষ

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৩২

-: সূচীপত্র :-

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। ভূমিকা	১ - ১০
প্রথম অধ্যায়	
২। 'Being' ও তার অর্থঃ হাইডেগেরিয় অনুসন্ধান	১১ - ৩০
২.১ হাইডেগার পূর্ব 'Being' এর আলোচনা	১১ - ২১
২.২ 'Being' সম্পর্কে হাইডেগারের মত	২১ - ৩০
দ্বিতীয় অধ্যায়	
৩। 'Dasein': জগত-সম্পৃক্ত মানব অস্তিত্ব	৩১ - ৭৪
তৃতীয় অধ্যায়	
৪। মানব অস্তিত্বে জগত	৭৫ - ৯৫
৫। সিদ্ধান্ত	৯৬ - ১০১
৬। গ্রন্থপঞ্জী	১০২ - ১০৩

ভূমিকা

পাশ্চাত্য দর্শনে, সেই প্রাচীন গ্রীক দর্শন থেকে সমস্ত দার্শনিকেরা তাদের দর্শনে মানুষের জ্ঞান, নৈতিকতা, জগত ও জীবনকে নিজস্ব দার্শনিক পদ্ধতি ও তত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। ফলে তাদের দর্শনে তাঁরা সবকিছুকেই তত্ত্বের (Theory) দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। এই সবকিছুর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ উনবিংশ শতাব্দীর গোঁড়ার দিকে দর্শনের জগতে আবির্ভাব হয় অস্তিবাদী সম্প্রদায়ের। এই সম্প্রদায়ের মতে এতদিন দর্শনে সমস্ত কিছুর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে কিন্তু উপেক্ষিত হয়েছে মানব অস্তিত্বের দিকটি। অস্তিবাদী সম্প্রদায়ের উদ্ভবের পূর্বে পাশ্চাত্য দর্শনে মানব অস্তিত্বের দিকটি সম্পূর্ণভাবে অবহেলিত হয়েছিল। তাই এই সমস্ত দার্শনিক তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ উদ্ভব হয় অস্তিবাদী দর্শনের।

অস্তিবাদী দর্শনের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হল ব্যক্তি মানুষ। ব্যক্তি মানুষের সক্রিয় মূর্ত অস্তিত্ব অর্থাৎ ব্যক্তি মানুষের প্রাত্যহিক যাপিত জীবন। অস্তিবাদীদের কাছে দর্শন মানেই ব্যক্তি মানুষের দর্শন। অস্তিবাদী দার্শনিকেরা কখনও নিজেকে অস্তিবাদী সম্প্রদায়ের অর্ন্তভুক্ত বলতে রাজি ছিলেন না কারন তাঁরা বলতেন, 'আমি একজন অস্তিবাদী' বলা মানেই 'আমি অস্তিবাদ নামক এক বিশেষ শ্রেণীর সদস্য' একথা স্বীকার করা। পরিবর্তে অস্তিবাদীরা বলতে চান 'আমি আমিই এবং তোমরা আমাকে যে বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছো তা আমি আদৌ পছন্দ করি না'। সুতরাং অস্তিবাদীরা

কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে রাজি নন। তাদের কাছে প্রধান হল ব্যক্তি। অস্তিবাদীদের কাছে কেন্দ্রীয় বিষয় হল মানুষ। তারা বিষয়ীর (Subject) উপর জোর দিয়েছেন, বিষয়ের (Object) উপর নয়।

অস্তিবাদীদের তিনটি মূল বক্তব্য হল – 1. Individual is higher than universal.
2. Ontology is prior to epistemology.
3. Existence precedes essence.

এরমধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ 'Individual is higher than universal' এটা কিয়ের্কেগার্ডের কথা। এটির অর্থ হল সব কিছু ব্যক্তি থেকে আসে। কারন ব্যক্তিই সব কিছুর সৃষ্টি করেছে। মানুষের জীবনকে, জীবনের সাথে জগতের সম্পর্ককে বুঝতে গেলে ব্যক্তিকে বাদ দেওয়া যায় না। ব্যক্তি হল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। তাই 'Universal' বা সামান্যকে বুঝতে গেলে ব্যক্তির বা 'Individual' এর মাধ্যমে বুঝতে হবে। 'Universal' একটা বিমূর্ত ধারণা তাকে বুঝতে গেলে আগে 'Individual' বা মূর্ততাকে বুঝতে হবে।

দ্বিতীয়টি অর্থাৎ 'Ontology is prior to epistemology' এটা হাইডেগারের কথা। তিনি বলেছেন সত্তাতত্ত্ব জ্ঞানতত্ত্বের পূর্ববর্তী। তিনি বলেছেন জ্ঞানতত্ত্ব মানুষের প্রাত্যহিক জীবন যাপনকে ধরতে পারে না। তাই তিনি সত্তাতত্ত্বকে জ্ঞানতত্ত্বের পূর্ববর্তী বলেছেন। হাইডেগার জ্ঞাতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর কাছে

জগত জ্ঞানের বিষয় নয়। তাঁর মতে মানুষের জীবনের প্রাথমিক ও মুখ্য উদ্দেশ্য হল স্বনির্বাচিত এক সম্ভাবনাময় জীবনকে যাপন করা। এবং তার মাধ্যমে জগতের সঙ্গে এক আবশ্যিক অন্তঃজাত সম্পর্কে আবদ্ধ থেকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলা। এই জন্য তিনি মনে করেন মানুষের সত্তা সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি জ্ঞান সংক্রান্ত প্রশ্নগুলির পূর্বগামী।

তৃতীয়টি অর্থাৎ 'Existence precedes essence' এটা সার্ত্রে এর কথা। তিনি বলেন অস্তিত্বের কোনো ধারণা হয় না। অস্তিত্ব ব্যাপারটি যাপন করতে হয়। অস্তিত্ব হল যাপনকারী অস্তিত্ব। এখানে অস্তিত্ব বলতে ব্যক্তি মানুষের সক্রিয়, মূর্ত, প্রাত্যহিক অস্তিত্বকে বোঝানো হয়েছে। বিভিন্ন অস্তিত্ব দেখে আমরা কোন এক ধারণা তৈরী করতে পারি, কিন্তু ধারণার মাধ্যমে অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করা যায় না। অস্তিবাদী দর্শনের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল- প্রথমত, যাপিত জীবনের মধ্যে স্বাধীনতা একটা বিষয়। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তির সাথে জগতের প্রাত্যহিক সম্পর্ক। তৃতীয়ত, ব্যক্তির দায়বদ্ধতা, আবেগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অস্তিবাদী দর্শনের সূচনা আমরা দেখতে পাই কিয়ের্কেগার্ডের এর দর্শন থেকে। এর পরে সার্ত্রে অস্তিবাদী দর্শনের আলোচনার প্রসার ঘটান। আমি আমার এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে মানব অস্তিত্ব সম্পর্কে হাইডেগারের দৃষ্টিভঙ্গিকে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করবো। তাই হাইডেগারের জীবনী সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে কিছু

তথ্য আলোচনা করছি যা তাঁর পরবর্তী দর্শন আলোচনার সাথে সম্পর্কিত। হাইডেগার ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে ২৬শে সেপ্টেম্বর Messkirch শহরে একটি গোঁড়া ক্যাথলিক পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতা ছিলেন ক্যাথলিক গীর্জার একজন কর্মচারী। তারপর ১৯০৯ থেকে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মবিজ্ঞান ও দর্শনের পাঠ গ্রহন করেন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে তিনি ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেনোমেনোলজির জনক হুসার্লের সহকারী হিসেবে নিযুক্ত হন এবং হুসার্লের সাথে ঘনিষ্ঠ হন। কিন্তু পরবর্তীকালে হুসার্ল সারসত্তার (essence) উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করায় তিনি হুসার্লের বিরুদ্ধাচারন করেন। তারপর হুসার্লের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে এসে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, গ্রন্থটি হল *Being and Time*। হাইডেগারের *Being and Time* প্রকাশিত হয় ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে। এই *Being and Time* এই তিনি মানব অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে হাইডেগার নিজেকে কখনও অস্তিবাদী দার্শনিক বলেননি, বরং অস্তিত্বের দার্শনিক বলেছেন। এবার মনে হতে পারে কেন আমি হাইডেগারের দর্শনে মানবসত্তাকে নিয়ে আলোচনা করতে গেলাম।

আমি আমার এম. ফিল গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে হাইডেগারের দর্শনকে বেছে নিয়েছি। কারণ আমার মনে হয়েছে হাইডেগারের দর্শন চর্চার মধ্যে একটা অভিনবত্ব আছে যা তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিকদের মধ্যে ছিল না। তাঁর দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয় হল সত্তাতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব নয়। কিন্তু তাঁর পূর্বে অধিকাংশ দার্শনিকই জ্ঞানতত্ত্বকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অন্যদিকে তিনি বলেছেন জগতের সাথে

মানুষের সম্পর্ক হল ব্যবহারিক সম্পর্ক, কিন্তু তাঁর পূর্বে জগতকে জ্ঞানের বিষয় রূপে দেখা হত। তাঁর পূর্বে মানুষের সাথে জগতের সম্পর্ককে জ্ঞানীয় সম্পর্ক বলে মনে করা হতো, কিন্তু তিনি বলেছেন মানুষের সাথে জগতের সম্পর্ক কখনই জ্ঞানীয় সম্পর্ক হতে পারে না, তা হল ব্যবহারিক সম্পর্ক। এছাড়াও তাঁর পূর্বে জগতকে বস্তু হিসেবে দেখা হতো কিন্তু তিনি বলেছেন জগত কোন বস্তু নয়, জগত হল যন্ত্ররূপ। এই সকল বৈশিষ্ট্যের জন্য অর্থাৎ হাইডেগারের দার্শনিক চিন্তাভাবনা আমার মনে তাঁর দর্শন সম্পর্কে আগ্রহের সঞ্চার ঘটায় এবং তাঁর দর্শন আমার ভীষণ পছন্দের।

হাইডেগারের *Being and Time* এর মূল আলোচ্য বিষয় হল 'Being' এর অর্থের সমস্যা। সেই প্রাচীন গ্রীক দর্শন থেকে 'Being' কে একটা 'concept' বা 'প্রত্যয়' রূপে দেখা হতো। হাইডেগার বলেছেন এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারনা। কারণ তিনি বলেছেন সত্তাকে প্রত্যয় রূপে দেখা হলে কখনই মানব সত্তার ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। তাই পরবর্তী কালে তিনি 'Being' এর অর্থের যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ গ্রহন করেছেন। তিনি 'Being' এর অর্থ নিরূপন করেছেন। তাঁর কাছে 'Being' ও 'Existence' একই কথা। কারণ অস্তিত্বকে সত্তা না বলে বিধেয় হিসেবে ব্যবহার করলে সমস্যা হবে। কারণ সত্তার অস্তিত্ব আছে একথা বলা যায় না, বলতে পারি কোন কিছুর সত্তা আছে অর্থাৎ সেটা অস্তিত্বশীল। তিনি এখানে অস্তিত্ব বলতে মূলত মানব অস্তিত্বকেই বুঝিয়েছেন। তিনি তাঁর সমগ্র বই জুড়ে মানব অস্তিত্ব বোঝাতে এক বিশেষ জার্মান শব্দ ব্যাবহার করেছেন, সেটি হল 'Dasein'। সাধারণত এর

ইংরেজি আনুবাদ করা হয় 'Being-in-the-World'। অর্থাৎ তিনি 'Being' এর সাথে 'জগত'কেও যুক্ত করেছেন। এটা থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে তাঁর দর্শনে মানব অস্তিত্বের ক্ষেত্রে জগতের ভূমিকা রয়েছে। তাই আমি আমার এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে এটা দেখানোর চেষ্টা করেছি হাইডেগার কীভাবে মানব অস্তিত্বের অর্থ দিয়েছেন। এবং তিনি কেন 'Dasein' শব্দটি ব্যবহার করলেন, এই শব্দটি ব্যবহার করে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন অর্থাৎ কেন তিনি মানব অস্তিত্বের সাথে জগতকে যুক্ত করলেন। মানব অস্তিত্বের ক্ষেত্রে জগত কি কোন ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও তিনি মানব অস্তিত্বের সাথে জগতের একপ্রকার সম্পর্কের কথা বলেছেন, তাই আমি এই প্রবন্ধে এটাও দেখানোর চেষ্টা করেছি যে মানব অস্তিতের সাথে এই জগতের সম্পর্ক কিরূপ এবং তিনি কীভাবে জগতকে দেখেছেন। আমার মনে হয়েছে এই সমস্ত বিষয়গুলিই তাঁর দর্শনের প্রধান ভিত্তিভূমি। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে যদি সম্যক জ্ঞান আমাদের না থাকে তাহলে তাঁর দর্শনকে সঠিকভাবে বোঝা অসম্ভব হয়ে যাবে। তাই এই বিষয়গুলি আলোচনার মাধ্যমে আমি তাঁর দর্শনকে বোঝার চেষ্টা করেছি। এই বিষয়গুলি আলোচনা করার জন্য আমি আমার এই গবেষণাপত্রটিকে তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করে নিয়েছি। এই তিনটি অধ্যায় হল- ১. 'Being' ও তার অর্থঃ হাইডেগেরিয় অনুসন্ধান, ২. 'Dasein': জগত-সম্পৃক্ত মানব অস্তিত্ব, ৩. মানব অস্তিত্বে জগত, এবং সব শেষে আমার সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়গুলি আমি সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করছি।

এই বর্তমান ভূমিকা অংশটিতে আমি কেন এই বিষয়টিকে গবেষণামূলক প্রবন্ধের জন্য পছন্দ করলাম তার আলোচনা করেছি। যেহেতু হাইডেগার অস্তিত্বকে প্রাধান্য দিয়েছেন তাই খুব সংক্ষেপে অস্তিবাদী দর্শন সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছি।

প্রথম অধ্যায়ে অর্থাৎ 'Being ও তার অর্থঃ হাইডেগেরিয় অনুসন্ধান' এই অধ্যায়টির আলোচনাকে আমি মূলত দুটি অংশে ভাগ করে নিয়েছি। এই দুটি অংশ হল- ১. হাইডেগার পূর্ব 'Being' এর আলোচনা, এবং ২. 'Being' সম্পর্কে হাইডেগারের মত। এর মধ্যে প্রথম অংশে 'Being' সম্পর্কে হাইডেগারের পূর্বে যে আলোচনা হয়েছে তা সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। 'Being' সম্পর্কে হাইডেগারের পূর্বে যে তিন প্রকার পূর্বস্বীকৃতি ছিল সেগুলিকে আলোচনা করেছি এবং হাইডেগার কীভাবে সেগুলিকে খণ্ডন করেছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। এছাড়াও 'Being' সম্পর্কে Solomon তাঁর *From Rationalism to Existentialism* বই এ যে তিন প্রকারের প্রশ্নের কথা বলেছেন তা আলোচনা করেছি। পরে এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে 'Being' সম্পর্কে হাইডেগারের মতটি আলোচনা করেছি। এছাড়াও হাইডেগার 'Being' এর অর্থের অনুসন্ধানে যে 'hermeneutic phenomenology' পদ্ধতির ব্যবহার করেছেন তা খুব সংক্ষেপে আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্থাৎ 'Dasein: জগত-সম্পৃক্ত মানব অস্তিত্ব' এই অধ্যায়টিতে আমি হাইডেগার কর্তৃক ব্যবহৃত 'Dasein' শব্দটির ব্যবহারের কারণ এবং প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছি। হাইডেগারের 'Dasein' শব্দটি মূলত মানবসত্তাকে বোঝানোর জন্যই ব্যবহার করেছেন। এখানে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি 'Dasein' শব্দটি ব্যবহারের ফলে কীভাবে বিষয়ী ও বিষয়ের দ্বৈততা দূরীভূত হয়। এবং হাইডেগার যে 'Ontical existence' এবং 'Ontological existence' এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন তা আলোচনা করেছি। তিনি যেভাবে 'Dasein' এর 'Care' এর আলোচনা করেছেন তা খুব সংক্ষেপে দেখানোর চেষ্টা করেছি। এছাড়াও মানুষের অস্তিত্বের তিন প্রকার অস্তিত্বমূলক কাঠামোর- 'Existenz', 'Facticity', ও 'Fallenness' এর আলোচনার মাধ্যমে মানব অস্তিত্বের দুটি মৌলিক দিক- যথার্থ অস্তিত্ব (Authentic existence) ও অযথার্থ অস্তিত্বকে (Inauthentic existence) সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। সবশেষে তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিক কিয়ের্কেগার্ড যেভাবে অস্তিত্বের তিন প্রকার স্তর- নান্দনিক স্তর, নৈতিক স্তর এবং ধর্মীয় স্তরের ব্যাখ্যার মাধ্যমে মানব অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। এই আলোচনার পর হাইডেগার এবং কিয়ের্কেগার্ডের মানব অস্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনার মধ্যে খুব সংক্ষেপে সাধারন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পার্থক্য করার চেষ্টা করেছি। এই পার্থক্যই হাইডেগারের দর্শনের অভিনবত্বকে প্রকাশ করে।

তৃতীয় অধ্যায়ে অর্থাৎ ‘মানব অস্তিত্বে জগত’ এই অধ্যায়টিতে আমি মূলত মানব অস্তিত্বের ক্ষেত্রে জগতের যে ভূমিকা তা আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। জগতের সাথে মানুষের যে ব্যবহারিক সম্পর্ক তা হাইডেগারকে অনুসরণ করে দেখানোর চেষ্টা করেছি। হাইডেগার কেন জগতকে যন্ত্র বলেছেন তা আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। তিনি যন্ত্রের সাথে নিছক বস্তুর যে তফাত করেছেন তা আলোচনা করেছি। এছাড়া কি কি বাঁধা পেলে একটি ব্যবহারযোগ্য যন্ত্র নিছক বস্তুতে পরিণত হতে পারে তা সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। সবশেষে তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিক হুসার্ল জগতকে যে বন্ধনীর মধ্যে রেখেছেন সেই বিষয়টি আলোচনা করেছি। তারপর জগত সম্পর্কে হাইডেগার এবং হুসার্লের মতের একটি তুলনামুলক আলোচনা করে এটি দেখানোর চেষ্টা করেছি যে মানব অস্তিত্বের ক্ষেত্রে জগত অপরিহার্য, জগতকে কখনই বন্ধনীর মধ্যে রাখা যাবে না।

সবশেষে এই সবকিছুর আলোচনা থেকে আমার মতটি খুব সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। এই সম্পূর্ণ আলোচনা থেকে আমার মনে হয়েছে হাইডেগারের দর্শনে মানব অস্তিত্বের সাথে জগত যেমন সম্পৃক্ত হয়ে আছে, ঠিক তেমনই নৈতিকতাও সম্পৃক্ত হয়ে আছে। অর্থাৎ তাঁর দর্শন থেকে নৈতিকতাকে আলাদা করা যায় না। তাঁর কাছে মানবসত্তা মানেই নৈতিকতা সম্পৃক্ত মানবসত্তা। এছাড়াও তাঁর দর্শনে যথার্থ ও অযথার্থ অস্তিত্বের সাথে ‘Personal Identity’ বা ‘ব্যক্তিগত অভিন্নতা’র যে দার্শনিক সমস্যা তার হয়তো কোন সম্পর্ক থাকতে পারে বলে আমার

মনে হয়েছে। এছাড়াও তিনি 'Dasein' শব্দটিকে যে অর্থে ব্যবহার করেছেন তাতে তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিকদের সাথে তাঁর দর্শনের পার্থক্য খুব সহজেই আলোচনা করা যায় বলে আমার মনে হয়েছে।

এভাবেই মানব অস্তিত্ব সম্পর্কে হাইডেগারের যে দৃষ্টিভঙ্গি তা সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

প্রথম অধ্যায়

‘Being’ ও তার অর্থঃ হাইডেগেরিয় অনুসন্ধান

প্রথম অধ্যায়

‘Being’ ও তার অর্থঃ হাইডেগেরিয় অনুসন্ধান

২.১ হাইডেগার পূর্ব ‘Being’ এর আলোচনাঃ

হাইডেগারের মূল গ্রন্থ *Being and Time* প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। এই বই এর সমগ্র অংশ জুড়ে তিনি মানব অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর বই এর শুরুতেই বলেছেন- “Do we in our time have an answer to the question of what we really mean by the word ‘being’ ?”[1]। অর্থাৎ তিনি প্রথমেই বলেছেন আমাদের ‘Being’ সম্পর্কে পুনরায় নতুন করে প্রশ্ন উত্থাপন করতে হবে। এই প্রশ্ন হবে ‘Being’ এর অর্থ সম্পর্কে। তিনি আরও বলেছেন সেই প্রাচীন গ্রীক দর্শন থেকে ‘being’ সম্পর্কে যে আলোচনা প্রসার লাভ করেছিল সেখানে ‘being’ এর অর্থ বিষয়ক আলোচনাটি সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হয়েছে। ‘being’ এর অর্থ নিয়ে কোনপ্রকার আলোচনাই সেখানে হয়নি। হাইডেগার বলেছেন, “On the basis of the Greeks’ initial contributions towards an Interpretation of Being, a dogma has been developed which not only declares the question about the meaning of Being to be superfluous, but sanctions its complete neglect.”[2] অর্থাৎ তাঁর পূর্বে ‘being’ এর অর্থ সম্পর্কে

[1] John Macquarrie & Edward Robinson, *Being and Time*, trans. (New York: Hasper & Row Publishers, 1962), 19.
[2] Ibid., 21.

কোন যথার্থ ব্যাখ্যা কেউই দিতে পারেননি, বরং বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে। তাই তিনি মনে করেন এটিই দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত।

হাইডেগার তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিকদের মতগুলিকে পড়েছেন, বুঝেছেন এবং তার পরে সে বিষয়ে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন তাঁর পূর্বে 'being' সম্পর্কে তিনপ্রকার পূর্বস্বীকৃতি বা কুসংস্কার ছিল, যে কারনে তারা 'being' এর যথার্থ অর্থটিকে অনুধাবন করতে পারেননি। এই তিন প্রকার পূর্বস্বীকৃতি হল- i) First, it has been maintained that 'Being' is the 'most universal' concept;- অর্থাৎ being কে একপ্রকার concept বা ধারনা রূপে দেখা হতো।

ii) It has been maintained secondly that the concept of 'Being' is 'Indefinable'.- অর্থাৎ being এর ধারনাটি সংজ্ঞাযোগ্য নয়, সংজ্ঞাতীত।

iii) Thirdly, it is held that being is of all concepts the one that is self-evident.- অর্থাৎ being হল সমস্ত কিছুর এমন এক প্রকার ধারনা যাকে প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই, যা স্বতঃপ্রমানিত।

হাইডেগার এই তিন প্রকার পূর্বস্বীকৃতিকেই অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন being কে 'most universal' concept' বলার অর্থ হল তাকে একপ্রকার বিমূর্ত ধারনা রূপে দেখা। বিভিন্ন প্রকারের টেবিল দেখে সেখান থেকে যেমন আমরা

টেবিলত্বের ধারণা পাই, ঠিক তেমনই জগতে প্রতিটি বস্তুকে দেখে তাদের মধ্যে থেকে being বা সত্তার বিমূর্ত ধারণা গঠন করি। হাইডেগারের পূর্বে being কে একপ্রকার ধারণা রূপেই দেখা হয়েছে। অর্থাৎ being এর সমস্যাটিকে বড়ো করে দেখা হয়েছে, আলোচিত হয়েছে বিমূর্ত সত্তাতাত্ত্বিক দিকটি। হাইডেগার বলেছেন being কে 'most universal concept' বললেই তা যে স্বচ্ছ হবে তা বলা যায় না। ফলে being এর প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে স্বচ্ছতার অভাব রয়েই গেছে। তিনি মনে করেছেন তাঁর পূর্ববর্তী কোন দার্শনিকই being এর প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে স্বচ্ছ কোন ধারনা দিতে পারেননি। তাই তিনি বলেছেন, "So if it said that 'Being' is the most universal concept, this cannot mean that it is the one which is clearest or that it needs no further discussion. It is rather the darkest to all"[3]

দ্বিতীয়ত, মনে করা হতো 'Being' is 'Indefinable' অর্থাৎ being সংজ্ঞাতীত, কোন প্রকার সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। কারণ যখন আমরা কোন কিছুর সংজ্ঞা দিই তখন সেটিকে কোন সামান্যের অন্তর্গত করে সংজ্ঞা দিই। যেমন- যখন আমরা মানুষের সংজ্ঞা দিই তখন তাদের মনুষ্যত্বের অন্তর্গত করে সংজ্ঞা দিই। যেহেতু পূর্বেই বলা হয়েছে being হল 'most universal concept' তাই তার আর সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। আবার being কে entity বা অন্যান্য সত্তার দ্বারাও ব্যাখ্যা করা যায় না, সুতরাং being সংজ্ঞাতীত। কিন্তু হাইডেগার বলেছেন being সংজ্ঞাতীত বলে তার

[3] Macquarrie & Robinson, *Being and Time*, 23.

সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না, এমন দাবি করা যায় না। তিনি বলেছেন, "The indefinability of Being does not eliminate the question of its meaning; it demands that we look that question in the face."[4]

তৃতীয়ত, মনে করা হতো, 'Being is self-evident'- অর্থাৎ being স্বপ্রকাশিত। হাইডেগার এই মতটিকেও অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন being যেহেতু একটা concept তাই being কখনই self-evident হতে পারে না। being যদি self-evident হতো তাহলে তার অর্থটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হতো। যেহেতু being এর অর্থ আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়, তাই তাকে self-evident বলা যাবে না। এই সমস্ত কারনের জন্য আমাদের পুনরায় being এর অর্থ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করতে হবে।

এবার মনে হতে পারে being সম্পর্কে প্রশ্ন তো সেই গ্রীক দর্শন থেকে তোলা হয়েছে, তাহলে হাইডেগার যে পুনরায় নতুন করে প্রশ্ন তোলার কথা বলেছেন সেক্ষেত্রে তিনি being সম্পর্কে কি প্রকার প্রশ্নে আগ্রহী। Solomon তাঁর *From Rationalism to Existentialism* বই এ being সম্পর্কে তিন প্রকার প্রশ্নের কথা

[4] Macquarrie & Robinson, *Being and Time*, 23.

বলেছেন- 1. The analytic question: “What is the meaning (in English/ German) of the expression, ‘Being’(Sein)?”

2. The metaphysical question: “What is being?” or “What is the ground of being?”

3. The theological question: “Why is there Being (rather than nothing at all)?”[5]

Solomon বলেছেন এই তিন প্রকার প্রশ্নের মধ্যে প্রথম প্রকার প্রশ্নটি অর্থাৎ analytic বা বিশ্লেষণমূলক প্রশ্নটি খুবই সাধারন এবং এর উত্তর দেওয়া খুবই সহজ। এবং তিনি আরও বলেন এই ধরনের প্রশ্ন পাশ্চাত্য দর্শনের অধিকাংশ দার্শনিকই করেছেন। এক্ষেত্রে যখন আমরা দেখি কোন জিনিসের অস্তিত্ব আছে তখন সেই জিনিস সম্পর্কে কি বলি? সেক্ষেত্রে সম্ভবত আমরা কতগুলি নির্ণায়ক নির্ধারণ করি এবং সেগুলির সাহায্যে বলি সেটি আছে না নেই? কিন্তু এক্ষেত্রে এ বিষয়টিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হয় যে জিনিসটি আসলে কি বা কি প্রকারের।

দ্বিতীয় প্রকারের প্রশ্নটি হল, metaphysical question: “What is being?”। অর্থাৎ being কাকে বলবো? অথবা being এর ভিত্তি কি? হাইডেগার বলেছেন being এর কোনরূপ সংজ্ঞা দেওয়া যাবে না। এমনকি আমাদের সাধারন

[5] Robert C. Solomon, *From Rationalism to Existentialism* (New York: Haspers & Row Publishers, 1972), 191.

ভাষায় যে সব শব্দ ব্যবহৃত হয় তার দ্বারা being এর স্বরূপকে বোঝা যাবে না এবং ব্যাখ্যা করাও যাবে না। তাই আমাদের নতুন করে শব্দকোষ গঠন করতে হবে। তাই Solomon বলেছেন, "In his later writings, the thesis that our everyday language cannot capture essential truths about Being becomes generalized to the thesis that language cannot capture these truths."[6]

তৃতীয় প্রকারের প্রশ্নটি হল- theological question: "Why is there Being? অর্থাৎ being এর উৎস কি? Being এর ভিত্তি কি? ধর্মতত্ত্বে being এর ভিত্তিকে ঈশ্বর বলা হয়। কিন্তু হাইডেগার নিরীশ্বরবাদী। এই বিষয়ে Barrett বলেছেন, "Heidegger has experienced the death of God, and this death casts a shadow over all his writings;..."[7] তাঁর কাছে মানুষের জীবন জগতে নিক্ষিপ্ত জীবন, এবং এই নিক্ষিপ্ততা থেকেই মানুষের জীবন শুরু হয়। নিক্ষিপ্ত হওয়ার আগে সে কি ছিলো বা কীভাবে ছিলো তা মানুষ কখনই জানতে পারবে না। এই কারনে হাইডেগার being সম্পর্কে কোন ধর্মতাত্ত্বিক প্রশ্নেও আগ্রহী নন। হাইডেগার being সম্পর্কে সত্তাতাত্ত্বিক প্রশ্নে আগ্রহী।

[6] Solomon, *From Rationalism to Existentialism*, 191-192.
[7] William Barrett, *Irrational Man* (London: Heinemann, 1961), 186.

হাইডেগারের পূর্বে being সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়েছে। তাঁর পূর্বে Permenides, Aristotle, Hegel প্রমুখরা being সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। হাইডেগার বলেছেন সেই সকল কোনপ্রকার আলোচনাই being এর অর্থ সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। ইলিয়াটিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা Permenides 'Being' বা সত্তা সম্পর্কে সর্বপ্রথম আলোচনা শুরু করেছিলেন। Permenides বলেছেন being ই একমাত্র সৎ সত্তা। এ প্রসঙ্গে Coplestone লিখেছেন- "His doctrine in brief is to the effect that Being, the one, is and that becoming, change is illusion."[8]। অর্থাৎ সত্তা, একম্ হল অস্তিত্ববান এবং সত্তা হয়ে ওঠা, পরিবর্তন হল ভ্রান্তি। এক কথায়- "For Permenides one is real, and, manyness and changes are unreal."[9]। অর্থাৎ Permenides এর কাছে সত্তা হল এক এবং বহুত্ব ও পরিবর্তনশীলতা হল অসত্তা। সুতরাং being বা সত্তা সম্পর্কে Permenides এর মূল বক্তব্য হল- i) সত্তা হল এক এবং বহুত্ব হল অসত্তা। ii) সত্তা হল নিরঙ্কুশভাবে বাস্তব। iii) সত্তার কোন পরিবর্তন নেই তা চিরস্থায়ী। iv) সত্তা কালাতীতভাবে অস্তিত্বশীল। v) সত্তা অবিভক্ত, অবিভাজনযোগ্য এবং আত্ম অভিন্ন (self-identical)। অতএব Permenides ও being কে একপ্রকার concept বা ধারনারূপেই দেখেছেন।

[8] Frederick Copleston, *A History of Philosophy* (New York: Bantam Dell Publishing Group, Inc., 1993), 65.
[9] Y. Masih, *A CriticaL History of Western Philosophy* (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 2016), 12.

পরবর্তীকালে গ্রীক দর্শনে Aristotle ও being সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি being সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন মানুষের সমস্ত প্রত্যয় বা ধারনার মধ্যে being বা সত্তা হল সার্বিকতম। Aristotle এর পূর্ববর্তী দার্শনিক Plato ও being বা সত্তা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। প্লেটোর মতে একমাত্র পরাজাগতিক সত্তাগুলিই বাস্তব (real) এবং এই জগতের প্রতিটি বস্তু পরাজাগতিক সত্তাগুলির অনুলিপি বা প্রতিকৃতি বা copy মাত্র। প্লেটোর কাছে সত্তা মাত্রই পরাজাগতিক সৎ সত্তা। অন্যদিকে Aristotle কিন্তু being বা সত্তা কে পরাজাগতিক বলেননি। Aristotle এর মতে, সত্তা কোন সামান্য ধর্ম নয় যা জগতের সমস্ত কিছুতে সমান ভাবে বিদ্যমান। তিনি বলেছেন সব কিছুরই সত্তা আছে কিন্তু, এই সব কিছুর সত্তা একই রকমের সত্তা নয়। পূর্ণ সত্তা বা প্রকৃত সত্তা হল দ্রব্য সত্তা। অন্যান্য সত্তা, যেমন- গুণ, সম্বন্ধ, কর্ম ইত্যাদি হল দ্রব্যাশ্রয়ী। সুতরাং Plato এবং Aristotle উভয়ই being বা সত্তা কে concept বা ধারণারূপেই দেখেছেন।

Aristotle এর পরবর্তী জার্মান দার্শনিক হেগেল ও being বা সত্তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। হেগেল ছিলেন একজন পরম ভাববাদী দার্শনিক। তিনি being সম্বন্ধে বলেছেন- being হল সমস্ত ধারণার মধ্যে একেবারে শূন্যতম প্রত্যয়। সুতরাং হেগেলও being কে প্রত্যয় রূপেই দেখেছেন। অতএব হাইডেগারের পূর্বে being কে concept বা ধারণারূপেই দেখা হয়েছে। কেউই being কে ‘to be’ অর্থে দেখেননি। অর্থাৎ, “What is called “being”? Freely paraphrased, it might be

rendered as: what do we mean by "to be"?"[10] হাইডেগারের কাছে 'Being' এবং 'to be' একই কথা।

এবার মনে হতে পারে কেন হাইডেগার being এর অর্থ কে নতুন খুঁজতে চাইছেন? তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিকদের সত্তাতত্ত্বের মধ্যে কি প্রকার অসুবিধা ছিল যার জন্য তিনি আবার নতুন করে একপ্রকার সত্তাতত্ত্ব করছেন। তার উত্তরে বলা যায়, তাঁর পূর্বে অস্তিত্বের আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে- যখন একটি বস্তু অস্তিত্বশীল হয় তখন সেই অস্তিত্বশীল বস্তু সম্পর্কে আমরা কি বলি? এর উত্তরে আমরা বলি যে, সেই বস্তুটি বাস্তবে অন্যান্য বস্তুর মধ্যে আছে, এটিকে প্রত্যক্ষ করা যায় এবং এটিকে সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে কোথাও না কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে। এবং যখন আমরা 'Reality' বা সত্তার কথা বলি তখন আমরা এমন কোন কিছুর কথা বলি যা সমস্ত বস্তুর (things) মধ্যে বর্তমান। এই 'Reality' বা সত্তাই ব্যাপক অর্থে central concept বা কেন্দ্রীয় ধারণা ছিল তাঁর পূর্ববর্তী সত্তা তত্ত্বের আলোচনাই। এই 'Reality' বা সত্তার সাধারন বৈশিষ্ট্য হল 'Substantiality'। তাই Magda King তাঁর *Heidegger's Philosophy* গ্রন্থে লিখেছেন- "The reality of *res* (thing) in a very wide sense may be called the central conception if being

[10] Magda King, *Heidegger's Philosophy* (New York: The Macmillan Company,1964), 5.

in traditional ontology. The basic character of reality is substantiality."[11]

কিন্তু আমরা আমাদের পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখতে পাবো সেখানে দ্রব্য সম্পর্কে নানা প্রকারের ব্যাখ্যা আছে। দ্রব্য বলতে কি বোঝায়? অথবা কোন বৈশিষ্ট্যের জন্য একটি শ্রেণীর বস্তুদের দ্রব্য বলবো? এই সকল প্রশ্নের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে নানা মতভেদ লক্ষ্য করা যায় পাশ্চাত্য দর্শনে। কখনও দ্রব্যকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে জড় পদার্থ রূপে, কখনও জড়দেহ রূপে, কখনও সারসত্তা রূপে, কখনও সংখ্যা হিসেবে, কখনও ধারণা বা আকার হিসেবে, কখনও বা ধারণা ও উপাদানের সমন্বয় রূপে। এদের প্রতিটি বিকল্প একে অপরের বিপরীত হলেও এদের ভিত্তি কিন্তু এক- 'Substantial Reality'। সুতরাং তাঁর পূর্বে যেভাবে সত্তাতত্ত্ব করা হয়েছে সেখানে যে কোন সমস্যাকেই 'substantiality' এর ক্ষেত্র থেকে দেখা হতো। কিন্তু এইপ্রকার ব্যাখ্যাকে হাইডেগার খুবই সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ বলেছেন। হাইডেগার বলেছেন তিনি যেভাবে being বা সত্তাকে বুঝতে চান তার কোনরকম ব্যাখ্যাই তাঁর পূর্বের সত্তাতত্ত্ব দিতে পারেনি। অর্থাৎ তাঁর পূর্বে যে সত্তাতত্ত্ব করা হয়েছে সেই সত্তাতত্ত্বের দ্বারা কখনই মানব সত্তার অস্তিত্বের অনন্যতা দেখানো যাবে না। শুধু তাই নয় মানব সত্তার অস্তিত্ব যে অন্যান্য সকল সত্তার অস্তিত্ব থেকে আলাদা তাও দেখানো যাবে না। যখন মানুষ যথার্থ রূপে অস্তিত্বশীল হয় তখন তার being বা সত্তাটি তার

[11] King, *Heidegger's Philosophy,* 15.

কাছে সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয় এবং যা তার একান্ত নিজের। যে মুহূর্তে তার being বা সত্তা তার কাছে সুস্পষ্ট হয় তখন সে বলে 'I am' বা আমি আছি বা আমি হই বা আমি বিদ্যমান। *Being and Time* গ্রন্থের সমগ্র অংশ জুড়ে হাইডেগার এটা দেখানোর চেষ্টা করবেন মানব সত্তার অস্তিত্বের গঠন কাঠামো ও অর্থ অন্যান্য সকল বাস্তব অস্তিত্বশীল সত্তা থেকে আলাদা- "Sein und Zeit" will show that the whole meaning and structure of being we express by the *am* is totally different from the real existence of a thing"[12] সুতরাং মানব সত্তার অস্তিত্বের যথার্থ ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য তিনি নতুন করে এক ভিন্ন ধরনের সত্তাতত্ত্ব করেছেন, এবং সেই অনুযায়ী তিনি being এর অর্থের অন্বেষণ করেছেন।

২.২ 'Being' সম্পর্কে হাইডেগারের মতঃ

হাইডেগার being সম্পর্কে তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিকদের মতগুলি পড়েছেন, বুঝেছেন এবং তার পর তিনি দেখিয়েছেন যে তাঁর পূর্বে 'being' এর যথার্থ ব্যাখ্যা কোন দার্শনিকই দিতে পারেননি। হাইডেগার পূর্ব আলোচনাই being একপ্রকার entity বা concept রূপেই থেকে গেছে, তারা কেউই being কে 'to be' অর্থে

[12] King, *Heidegger's Philosophy*, 16.

গ্রহন করেননি। হাইডেগারই প্রথম being কে 'to be' অর্থে গ্রহন করেছেন। এইভাবে তিনি being এর অর্থ করেছেন সম্পূর্ণ এক নতুন ভাবে, এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে।

যখন কোন বিষয় সম্পর্কে আমরা কোন কিছু অনুসন্ধান করি বা জানতে চাই, তখন সেই বিষয় সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট ধারনা আমাদের থাকে। সেই অস্পষ্ট ধারনা থেকে শুরু করে ক্রমশঃ সেই বিষয় সম্পর্কে আমাদের অনুসন্ধান সম্পূর্ণ হয়। যেহেতু 'being' এর অর্থের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য পূর্বোক্ত কোন প্রকার ধারনাই যথাযথ নয় সেহেতু আমাদের being এর এক প্রকার যথাযথ শ্রেণী (proper class) তৈরি করতে হবে যার আলোকে 'being' এর অর্থ সম্পর্কে আমরা অবহিত হব। এবং এই প্রকার শ্রেণী হল জগতে অবস্থিত বিভিন্ন বস্তুগুলি বা entity গুলি। সুতরাং being কে জানতে গেলে entity গুলির মাধ্যমেই জানতে হবে। এই 'Question of Being' টা একদিক থেকে দেখতে গেলে সব কিছুর প্রশ্ন আবার অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে এটা আবার কোন কিছুই নয়, nothing। এটা সব কিছুর প্রশ্ন কারণ আমরা সব কিছুর being কেই খুঁজছি, আবার অন্যদিক থেকে এটা কোন কিছু এ নয়, nothing কারণ এই সব কিছুকে বাদ দিয়ে being বলে কিছু হয় না। হাইডেগারের কাছে being কোন universal being বা being এর সামান্য ধারনা নয়। তাঁর দর্শনে universal being বা being এর সামান্য ধারনা বলে কিছু হয় না। being মানেই কোন না কোন entity র being। প্রত্যেকটি entity র being টা আলাদা আলাদা। একটি entity বা বস্তুর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে being কোন একটি বৈশিষ্ট্য নয়।

being কোন গুনও নয়। being কি তার থেকে সোজা being কি নয় তা বলা। being কোন শ্রেণী বা প্রজাতি নয়, কোন বিশেষ বস্তুর নামও নয় এবং কোন বিশেষ গুণকেও নির্দেশ করে না, যাতে একে সাধারন বিশেষণের আখ্যায় ভূষিত করা যেতে পারে। অতএব being কে বুঝতে গেলে entity বা বস্তুর মাধ্যমেই বুঝতে হবে। being কে বাদ দিয়ে entity বা বস্তু গুলোকে বোঝা যায় না। কারণ being ই entity বা বস্তু গুলোকে বস্তু বানায়। একটি বস্তুর অসংখ্য গুণ আছে এবং এই গুণ গুলোকে ছাড়া বস্তুটি থাকতে পারে, কিন্তু being কে ছাড়া বস্তুটি থাকতে পারে না। কারণ being কে ছাড়া বস্তুগুলির আর কোন অস্তিত্ব থাকে না। এটিকেই being এর 'peculiar characteristics' বলা হয়। অর্থাৎ হাইডেগারের কাছে entity বা বস্তুকে বাদ দিয়ে being এর কোন বিমূর্ত ধারনা হয় না। being মানেই কোন না কোন বিশেষ entity বা বস্তুর being। এই অর্থে হাইডেগারের কাছে being ও অস্তিত্ব বা Existence একই অর্থ বহন করে। আমরা এমন কিছুর কল্পনা করতে পারিনা, যার being বা সত্তা আছে কিন্তু Existence বা অস্তিত্ব নেই। তাই অস্তিত্ব বা Existence কে বিধেয় হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। যদি বলা হয় 'জল অস্তিত্বশীল'- তাহলে এই অস্তিত্বশীল বিধেয়টি অতিরিক্ত ভাবে ব্যবহার করা হবে, কারণ জল উদ্দেশ্য পদটির দ্বারাই জলের বাস্তব অস্তিত্ব বোঝায়। তাই হাইডেগারের কাছে being সত্তা ও অস্তিত্ব বা Existence একই কথা।

হাইডেগার being এর অর্থের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সম্পূর্ণ একটি নতুন পদ্ধতি গ্রহন করেছেন। এই পদ্ধতির প্রয়োগ তাঁর *Being and Time* গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। অতীত অভিজ্ঞতার ছায়াপথ ধরে বিপদসঙ্কুল পথে অনন্ত সম্ভাবনাময় অনাগত ভবিষ্যতের একটি রূপরেখা অঙ্কন করলে, বর্তমান ব্যক্তিজীবন সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা অনুসরণ করতে পারে এবং একে হাইডেগার বলেছেন স্বরচিত ইতিহাস। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি হুসার্লের প্রতিভাস বিজ্ঞানের পদ্ধতির (phenomenological method) কিছুটা পরিবর্তন সাধন করে তাকে অস্তিবাদের উপযোগী করে নিয়েছেন। হাইডেগার এবং হুসার্ল দুজনেই স্বীকার করতেন 'phenomena' হল তাই যা নিজের কাছে নিজে প্রকাশিত। এই 'phenomena' যেহেতু আবির্ভাব বা অবভাস নয়, সেহেতু তার পিছনে বা আড়ালে কিছু নেই। হাইডেগার এবং হুসার্ল উভয়েই মনে করেন যে, বস্তু বা বিষয় আসলে যে রকম তাকে সেভাবেই জানতে হবে। কোন জ্ঞানগত আরোপ সেখানে থাকবে না। কিন্তু এই পধতি ব্যবহারের বিষয়ে দুজনের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। হুসার্ল তাঁর সমগ্র দর্শন শুরুই করেছেন প্রতিভাসবাদী পধতি 'Epoche' বা 'বন্ধনীকরন' দিয়ে। হুসার্ল স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বন্ধনীভুক্ত করে অস্তিত্বের সম্পর্কে সমস্ত অবধারণকে স্থগিত রাখতে চেয়েছেন এবং সারধর্মের অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছেন। এর অর্থ হল, অস্তিত্ব নিয়ে প্রতিভাস বিজ্ঞানের কোন আগ্রহ নেই। কিন্তু হাইডেগার মনে করেন অস্তিত্বকে এভাবে অবহেলা করা যায় না। তিনি বলেছেন এভাবে সারতত্ত্বে আগ্রহী হলে মানবসত্তার ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। কারণ মানব অস্তিত্বের কোন সারতত্ত্ব হয় না। তাই তিনি এই পরিবর্তিত ফেনোমেনোলজির

নাম দিয়েছেন 'hermeneutic phenomenology'। তাই Dreyfus বলেছেন, "Heidegger developed his hermeneutic phenomenology in opposition to Husserl's transcendental phenomenology."[13] অর্থাৎ এ হল জগত-সম্পৃক্ত মানবজীবনের প্রনয়ন। 'Hermeneutic' কথাটির সাধারন অর্থ হল 'ভাষাবিদ্যা'। কিন্তু হাইডেগার 'ভাষাবিদ্যা' কথাটি প্রয়োগ করেছেন ব্যাপক অর্থে, যা অন্তর্ভুক্ত করে সকল মানব অস্তিত্বের দার্শনিক ব্যাখ্যাকে। তিনি মনে করেন মানব অস্তিত্বের বর্ণনা বা ব্যাখ্যা ভাষার অধীন, কেননা বাস্তব ঘটনা বা 'phenomena' নির্দেশ করে একটি আবৃত সত্যকে, যাকে ভাষাবিদ্যামূলক পদ্ধতি ছাড়া বোঝা যাবে না। তাই তাঁর দর্শনে 'Phenomenology' শব্দটির দ্বারা বাস্তব ঘটনাকে বোঝায় এবং সেই পদ্ধতিটি অস্তিত্বশীল যথার্থ বা সার্থক সত্তার (authentic being) বা যথার্থ মানব সত্তার উপর প্রযুক্ত হলে তা হয় 'hermeneutic phenomenology', অর্থাৎ যা অস্তিত্বশীল মানবিক জীবনপ্রবাহের তাৎপর্য নিরূপক বা স্বরূপের প্রকাশক। হুসার্ল কতৃক চেতনার সারধর্ম নিরূপণের পদ্ধতিকে হাইডেগার প্রয়োগ করেছেন জগত-সম্পৃক্ত মানুষের সকল ব্যবহারিক কাজকর্মের এবং জাগতিক বস্তু ও ব্যক্তি সম্পর্কে চিন্তাধারার উপর।

হাইডেগার বলেছেন আমরা যখন কোন একটা জিনিষকে বুঝি তখন সেই বোঝাটা কি সেটাকে বোঝা হল being কে বোঝা, 'understanding of being

[13] Hubert L. Dreyfus, *Being-in-the-World* (Cambridge: The MIT Press, 1972), 2.

within the understanding.' তবে হাইডেগারের কাছে 'understanding' বা বোঝা কোন 'cognitive understanding' বা জ্ঞানীয় অর্থে বোঝা নয়। তাঁর কাছে 'understanding' বা বোঝা হল অস্তিত্বের আকার, 'understanding is a mode of existence'। আমরা যখন কোন একটি entity বা বস্তুকে বুঝতে চাইছি তখন জানছি তার being এর দ্বারা, আবার যখন তার being এর অর্থ জানতে চাইছি তখন আবার entity বা বস্তুর সাহায্য নিচ্ছি। এভাবেই তিনি being এর অর্থের অন্বেষণের ক্ষেত্রে hermeneutic পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন।

কিন্তু being কে যেভাবেই বর্ণনা করা হোক না কেন, শেষপর্যন্ত হাইডেগারকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়েছে যে, কোন ভাষাই being কে প্রকাশ করার জন্য পর্যাপ্ত নয়। তিনি বলেছেন being সম্পর্কে যথাযথভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করতে অক্ষম, কারণ যে ধারনাগুলির সাহায্যে বিধিবদ্ধ প্রশ্ন বা উত্তর প্রস্তুত হবে সেই ধারনাগুলি সম্বন্ধেই আমরা সম্যকভাবে অবহিত নই। আমরা এতদিন এলোমেলোভাবে বা অবিন্যস্তরূপে যাকে being বলে অভিহিত করেছিলাম, সেই সম্পর্কে প্রাঞ্জল ব্যখ্যার জন্য নবরূপে সজ্জিত একটি শব্দকোষের (vocabulary) প্রয়োজন। কারণ শুধু যে এ সম্পর্কে সুপ্রযোজ্য শব্দ আমাদের জানা নেই তা নয়, ভাষার ব্যাকরণগত জ্ঞান ও আমাদের নেই। সুতরাং আমাদের একটি যথাযথ প্রত্যয়গত পরিকাঠামো (conceptual scheme) থাকা দরকার। দর্শন প্রকৃতপক্ষে প্রাক্‌শাব্দিক তাত্ত্বিক পরিকাঠামোর শাব্দিক প্রকাশ মাত্র। দার্শনিক তত্ত্বগুলির মধ্যে যে ভ্রান্তি দেখা যায়, তাও

প্রাক্‌শাব্দিক স্তরের ভ্রমবশতই ঘটে। তাই হাইডেগার দর্শনের জন্য এক নতুন ব্যাকরণ ও শব্দকোষ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তিনি আরও মনে করেছিলেন, আমাদের তত্ত্ববিদ্যা সেই ভাষার দ্বারা নির্ধারিত হয় যা আমরা কথায় প্রকাশ করি। কোন কিছুকে অস্তিত্বশীল বলে বিশ্বাস করার জন্য তার কোন কিছুকে নির্দেশ করার ক্ষমতার উপর নির্ভর করতে হবে। তিনি বলেন, 'Language is the house of Being'. প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত সাধারন এবং চিন্তার মধ্যে যুক্তি বা বুদ্ধির ছাপ থাকলেও তা কখনই প্রকৃত দার্শনিক সত্যকে আনুধাবন করতে পারে না। এমনকি প্রথাগত দার্শনিক ভাষাও এ কাজে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। হাইডেগার চান যে দর্শন ভাষার আবিষ্কারক হোক। এদিক থেকে কাব্য এবং দর্শনের সাযুজ্য খুব স্পষ্ট। তাই হাইডেগার মনে করেছেন being এর স্বরূপ যথাযথ রূপে প্রকাশের জন্য নতুন শব্দকোষ সমন্বিত একটি ভাষার প্রয়োজন। এবং তিনি being এর অর্থের যথার্থ ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য নতুন শব্দকোষ তৈরি করেছেন। এটিই তাঁর দর্শন চর্চার বিশেষত্ব ও অভিনবত্ব।

হাইডেগারের মূল আপত্তি ছিল দুটি বিষয়ের বিরুদ্ধে- (ক) প্লেটোর সত্তাতত্ত্বের উপর এবং (খ) দেকার্ত এর কার্তেসিয়ান তত্ত্বের উপর। তিনি বলেছেন, সক্রেটিস থেকে কান্ট পর্যন্ত প্রায় সমস্ত দার্শনিকই মনে করতেন আমাদের জ্ঞানতত্ত্বের পিছনে থাকা পূর্বস্বীকৃতিগুলোকে স্পষ্টভাবে জানতে হবে, তাহলেই আমাদের জ্ঞান যথার্থ হবে। হাইডেগার বলবেন এটা কখনও সম্ভব তো নয়ই, এমনকি কাম্যও নয় আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষেত্রে। এভাবে কখনই আমাদের প্রাত্যহিক অস্তিত্বকে

ব্যখ্যা করা যায় না। হাইডেগার বলেছেন তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিকেরা এভাবে সবকিছুকে ব্যাখ্যা করাকে একপ্রকার পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহার করেছেন। তিনি মনে করেন এটিকে কোন কোন সময় ব্যবহার করা গেলেও এটিকে পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহার করা অর্থাৎ সবসময় ব্যবহার করা যায় না। কারণ এভাবে কখনই মানব অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। তাই হাইডেগার মানব অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য hermeneutic পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে প্রতিভাস বিজ্ঞান হলো পদার্থসমূহের (entities) সত্তার বিজ্ঞান। হাইডেগার যে ভিত্তিমূলক সত্তাতত্ত্বের (Foundational ontology) কথা বলেছেন তার বিষয়বস্তু হবে এমন যা জীবনগতভাবে এবং সত্তাগতভাবে বিশেষত্বময়, এবং তা হবে মনুষ্যসত্তা। তাই তিনি বলেছেন একমাত্র মানব সত্তাই তার being সম্পর্কে সচেতন। Dreyfus বলেছেন, "...wants to distinguish several different ways to being and then show how they are all related to human being..."[14] সুতরাং স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে অন্যান্য being এর সাথে মানব সত্তা বা human being এর পার্থক্য আছে। এই জগতে একমাত্র মানুষই সবকিছুর পরিবর্তনকে বুঝতে পারে, সব কিছুকে জানার চেষ্টা করে, প্রশ্ন তুলতে পারে। হাইডেগার বলেছেন একটি চেয়ার হয় বা আছে, একটি টেবিল হয় বা আছে, একটি পেন হয় বা আছে কিন্তু একমাত্র মানব সত্তাই যথার্থ অর্থে অস্তিত্বশীল হতে পারে।

[14] Dreyfus, *Being-in-the-World,* 1.

মানবসত্তা হল এমন এক সত্তা যার অস্তিত্বের সম্ভাবনা রয়েছে এবং যা সত্তা ও অস্তিত্ব সংক্রান্ত প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে। তিনি তার সমগ্র বই জুড়ে মানবসত্তা বোঝাতে একটি বিশেষ ধরনের জার্মান শব্দ ব্যবহার করেছেন, সেটি হল, 'Dasein'। হাইডেগার বলছেন যেহেতু মানব সত্তাই একমাত্র অন্যান্য সত্তাকে বুঝতে পারে, পরিবর্তনকে ধরতে পারে তাই আমরা যদি মানবসত্তার 'understanding' এর গঠনগত কাঠামোকে বুঝতে পারি তাহলেই আমরা 'being' এর যথার্থ অর্থকে বুঝতে পারবো। এদিক থেকে হাইডেগারের আর একপ্রকার অভিপ্রায় হল- মানব অস্তিত্বের 'understanding' এর গঠনগত কাঠামোকে জানা। তাঁর কাছে এই 'understanding' এর আকারটি কোন জ্ঞানীয় আকার (cognitive structure) নয়, সেটি হল অস্তিত্বমূলক বা existential। তাঁর পূর্বে 'understanding' কে একপ্রকার জ্ঞানীয় বৃত্তি হিসাবে দেখা হতো, যেখানে বিষয়ী বিষয়কে জানে। কিন্তু অস্তিবাদীরা কোন প্রকার দ্বৈততাকে স্বীকার করেননি। তাই 'understanding' হাইডেগারের কাছে অজ্ঞানীয় এবং অস্তিত্বমূলক। তাই হাইডেগারের কাছে 'understanding of the meaning of being' এর অর্থই হল being এর অর্থের ব্যাখ্যা অস্তিত্বের দিক থেকে। তাঁর কাছে মানব অস্তিত্বের যথার্থ লক্ষণ হল সমস্ত প্রকার সম্ভাবনা কে স্বীকার করা, বোঝা এবং সেগুলির বাস্তব রূপায়নের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহন করা।

সুতরাং being সম্পর্কে হাইডেগারের মূল বক্তব্য হল- being কোন concept বা ধারণা বা প্রত্যয় নয়, কোন শ্রেণী ধারণা বা class concept নয়, ঈশ্বর

নয়, মানব সত্তা নয়, জাগতিক কোন বস্তু ও নয়, কোন মানসিক অবস্থাও নয়, দ্রব্য নয় আবার দ্রব্যের গুনও নয়। being হল একপ্রকার আলোকরশ্মি, যার আলোকে আমরা আলোকিত। being হল আমাদের সমস্ত জ্ঞানের ভিত্তি স্বরূপ। আরও একটু স্পষ্ট করে বলতে গেলে being হল আমাদের মধ্যে থাকা একপ্রকার মৌলিক প্রবনতা যা আমাদের প্রশ্ন উত্থাপন করতে সাহায্য করে, এবং সর্বদাই কিছু না কিছু হতে সাহায্য করে। being মানুষকে তার সম্ভাবনার অভিক্ষেপণ ঘটাতে প্রণোদিত করে। সুতরাং being এর সম্পর্ক আছে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সাথে। being মানুষকে সাহায্য করে তার সমস্ত সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে যেতে। হাইডেগার এই জগতে পাঁচরকম সত্তা মেনেছেন, যার মধ্যে অন্যতম হল মানবসত্তা। এই পাঁচরকম সত্তা হল- (i) Human being (ii) Things (iii) Equipment (iv)Paratory bodies (v) Mathematical number। তিনি বলেছেন এই পাঁচরকম সত্তার মধ্যে একমাত্র মানবসত্তাই তার being সম্পর্কে সচেতন। শুধুমাত্র মানবসত্তাই তার being সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে পারে, কারণ একমাত্র মানুষের মধ্যেই আত্ম অন্বেষণ আছে যা অন্য কোন সত্তার মধ্যে নেই। একমাত্র মানবসত্তাই তার সমস্ত সম্ভাবনাগুলিকে স্বীকারের মধ্যে দিয়ে কিছু হয়ে উঠতে চায়। মানবসত্তার এই প্রকার মৌলিক প্রবনতা অন্যান্য সকল সত্তা থেকে তার পার্থক্যকে সূচিত করে। হাইডেগার বলেছেন যেহেতু মানবসত্তা হল কাল সাপেক্ষ তাই তার সমস্ত সম্ভাবনাগুলিও কাল সাপেক্ষ এবং এই কারনে being কালাতীত নয়, being ও কাল সাপেক্ষ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

‘Dasein’: জগত-সম্পৃক্ত মানব অস্তিত্ব

দ্বিতীয় অধ্যায়

'Dasein': জগত-সম্পৃক্ত মানব অস্তিত্ব

হাইডেগার তাঁর *Being and Time* এর সমগ্র অংশ জুড়ে মানব অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু সেই মানবসত্তাকে বোঝাতে, 'মানুষ', 'consciousness' ইত্যাদি কোনপ্রকার শব্দই তিনি ব্যবহার করেননি। তিনি তাঁর সমগ্র বই জুড়ে মানবসত্তাকে বোঝাতে একটি বিশেষ শব্দ ব্যবহার করেছেন, সেটি হল- 'Dasein'। এটি মূলত একটি জার্মান শব্দ। 'Dasein' শব্দটিকে ভাঙলে দুটি শব্দ পাওয়া যায়- 'Da' ও 'Sein'। এর মধ্যে 'Sein' শব্দটির অর্থ হল 'to be' বা 'being' বা সত্তা, এবং 'Da' শব্দটির অর্থ হল কোন একটি স্থান যা এই জগতের মধ্যে অবস্থিত। সুতরাং 'Dasein' শব্দটির অর্থ হল একপ্রকার সত্তা যা এই জগতের মধ্যে রয়েছে। এই অর্থে 'Dasein' এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয় 'Being-in-the-world' অর্থাৎ জগত-সম্পৃক্ত সত্তা। এই বিষয়ে M. King তাঁর *Heidegger's Philosophy* গ্রন্থে 'Dasein' এর অর্থের বিশ্লেষণটি খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "Purely linguistically considered, *Da-sein* is a compound of two words, whose second component, *sein*, means simply *to be* or *being*. This *to be*, since it expresses the being of man, must be understood as the infinitive of the *am*, and not of the *is* of a thing. The first component, the *Da*, indicates a place, a here and there, and this is

why in some translations *Dasein* is rendered by "being-here" and in others by "being-there." In fact, *Da* is neither here nor there, but somewhere between the two..."[1]

হাইডেগার 'Dasein' বলতে প্রাথমিকভাবে বুঝিয়েছেন মানবিক অস্তিত্ব বা 'human existence' কে। তিনি বলেছেন মানুষ যা ভাবে, যা করে, যা পরিকল্পনা করে- মানুষ তাই। অর্থাৎ মানুষ এমন এক সত্তা যা বাইরে রয়েছে বা "সেখানে রয়েছে" (being there)। এবার মনে হতে পারে কেন তিনি 'মানুষ' শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে 'Dasein' কে ব্যবহার করলেন? কারণ মানুষ শব্দটি একটি নামপদ (noun) যার ব্যবহার অন্যান্য নামপদ, যেমন-ঘোড়া, কুকুর, গাছ, টেবিল ইত্যাদির মতোই। এই নামপদ গুলি যেমন একটি শ্রেণী বা প্রজাতির অন্তর্গত সকল সদস্যকে নির্দেশ করে, ঠিক তেমনি 'মানুষ' নামপদটিও মানুষ শ্রেণীকে সূচিত করে। কিন্তু হাইডেগার মনে বলেছেন মানবসত্তার কোন শ্রেণী হয় না, যার সাহায্যে মানব সত্তার ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে। মানব অস্তিত্বই তার সারকে সূচিত করে। তাই তিনি 'Dasein' শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন। এ বিষয়ে M. King বলেছেন, "A man can never be merely a case or a sample of the species *man*, because what makes it possible for him to exist as man is not his species, but his understanding of

[1] Magda King, *Heidegger's Philosophy* (New York: The Macmillan Company,1964), 66-67.

itself in his being."[2] হাইডেগার এই 'Dasein' শব্দটি ব্যবহার করে সমস্ত প্রকার দ্বৈততাকে (dualism) দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। তিনি দেকার্তের দ্বৈতবাদকে অস্বীকার করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জনক দেকার্তের দর্শনে আমরা মানবসত্তা বলতে 'consciousness' বা 'pure ego' বা 'I' কে পেয়েছি। এবং এই 'I' হল বিশুদ্ধ বিষয়ী বা 'pure consciousness' বা 'pure ego'। অন্যদিকে জগত হল বিশুদ্ধ বিষয় বা 'pure object'। এবং এই বিষয় এবং বিষয়ীয় মধ্যে যে সম্পর্ক অর্থাৎ এই 'I' এর সাথে জগতের যে সম্পর্ক তা হল 'জ্ঞানীয় সম্পর্ক' বা 'cognitive relation'। সুতরাং দেকার্তের দর্শনে মানুষ জগতকে জানে জ্ঞানের দ্বারা, জগতের জ্ঞান হয়। অন্যদিকে হাইডেগার মানব অস্তিত্ব বোঝাতে যে 'Dasein' নামক শব্দটি ব্যবহার করেছেন সেটির অর্থই হল মানুষ হল 'জগত-সম্পৃক্ত সত্তা' (Being-in-the-world)। তিনি 'Dasein' শব্দটি ব্যবহার করে এটা বোঝাতে চেয়েছেন যে মানুষ ও জগতের মধ্যে কোন প্রাচীর নেই, বরং বলা চলে মানুষ প্রকৃত পক্ষে হল জগতে সমৃদ্ধ মানুষ। হাইডেগার বলেন, আমার সত্তা এমন কোন জিনিস নয় যা আমার চামড়ার ভিতরে রয়েছে অথবা চামড়ার ভিতরে অবস্থিত কোন অবস্থাময় দ্রব্যের ভিতরে রয়েছে; আমার সত্তা একটি ক্ষেত্র বা পরিধিতে ছড়িয়ে আছে যে ক্ষেত্র হল এই সত্তার আগ্রহের জগত। এ বিষয়ে Barrett বলেছেন- "My being is not something that takes place inside my skin (or inside an immaterial

[2] King, *Heidegger's Philosophy,* 66.

substance inside that skin); my Being, rather, is spread over a field or region which is the world of its care and concern."[3]

William Barrett বলেছেন হাইডেগারের এই তত্ত্বকে 'ক্ষেত্রতত্ত্ব' বলা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, "Heidegger's theory of man (and of Being) might be called the Field Theory of Man (or the Field Theory of Being) in analogy with Einstein's Field Theory of Matter, provided we take this purely as an analogy..."[4] অর্থাৎ Barrett বিজ্ঞানী Einstein এর দ্রব্য সম্পর্কে ক্ষেত্রতত্ত্বের সাথে হাইডেগারের মানবসত্তা সম্পর্কিত ক্ষেত্রতত্ত্বের তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন বিজ্ঞানী Einstein দ্রব্যকে বুঝতে গিয়ে চুম্বকতত্ত্বের অথবা শক্তির ক্ষেত্রের কথা বলেছেন ঠিক তেমনিভাবে হাইডেগার মানুষকে পরমসত্তার (Being) একটি ক্ষেত্র বা পরিমণ্ডল বলেছেন। একটি বস্তুকে যেমন চুম্বক শক্তির একটি ক্ষেত্রের মাধ্যমে ভাবা যেতে পারে, তেমনি একজন মানুষকে পরমসত্তার একটি পরিমণ্ডলের মাধ্যমে ভাবা যেতে পারে। এই পরিমণ্ডলে সদা পরিবর্তন ঘটে চলেছে। কাজেই মানুষ নামক এই পরিমণ্ডল কোন স্থায়ী ও নির্দিষ্ট বিষয় নয়। কারণ তিনি বলেছেন মানুষ সর্বদাই কিছু না কিছু হতে চাই। প্রশ্ন হল মানুষ কি হতে চাই? উত্তরে

[3] William Barrett, *Irrational Man* (London: Heinemann, 1961), 194.
[4] Ibid., 194.

বলা যায়, মানুষ যা নয়, সে তাই হতে চায়। অর্থাৎ -'Man becomes'। মানুষের সর্বদাই কিছু হতে চাওয়ার জন্য এই পরিমণ্ডল সদা পরিবর্তনশীল।

হাইডেগারের মতে 'Dasein' বা 'জগত-সম্পৃক্ত সত্তার' সারসত্তা নিহিত আছে তার অস্তিত্বের মধ্যেই। তিনি বলেছেন 'Dasein' বলতে যে সত্তাকে বোঝানো হচ্ছে তা সবসময় 'আমার' সত্তা হবে। আমার এই সত্তা সর্বদাই নানাবিধ সম্ভাবনায় পূর্ণ। এই প্রকার সম্ভাবনা কখনই হাতের কাছে উপস্থিত 'বর্তমান-কালিন-সত্তার' (present-at-hand) সাথে তুলনীয় নয়। হাইডেগারের ভাষায়, "'Dasein' is always my own 'Dasein'. It cannot be ontologically grasped as the case or the example of a genus of beings, as can be done with things that are "vorhanden"... 'Dasein' is in its Being concerned about its Being behaves towards its own its Being as towards its own possibility." [5] অর্থাৎ 'Dasein' হল অনন্ত সম্ভাবনায় ভরপুর ফলে সে যেকোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। হাইডেগার আরও বলেছেন অন্যান্য বস্তুর বা সত্তার সাথে 'Dasein' এর একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। অন্যান্য সত্তাকে যখন আমরা বর্ণনা করি তখন বিশেষ কোন গুনের সাহায্যে বর্ণনা করি কিন্তু 'Dasein' বা মানবসত্তাকে কখনই গুনের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না। এমনকি 'Dasein' কোন প্রকার গুনও নয়। এটি কোন প্রকার সারসত্তা বা সামান্য ধর্মকেও বোঝায় না। তাই হাইডেগার বলেছেন, "

[5] Werner Brock, *Existence and Being*, trans. (London: Vision Press, 1968), 29.

of all the things that are "vorhanden" it can be started that they are of a special "genus", e.g. a house or a tree, and that they have special "qualities". In other words: their "essence" is always ascertainable. In contrast to them, the characteristics of "Dasein" are not "qualities", but possible ways of "Being". Therefore, the term "Da-sein" is to express not its "essence', but its "Being", it means "Being-there"."[6] অর্থাৎ 'Dasein' কখনই সারধর্মকে বোঝায় না, প্রকাশ করে তার সম্ভাবনাগুলিকে এবং যে সম্ভাবনাগুলি সবই জগত-সম্পৃক্ত। সুতরাং 'Dasein' হল 'জগত-সম্পৃক্ত সত্তার' অনন্ত সম্ভাবনা।

হাইডেগার তাঁর দর্শনে 'মানুষ' এবং 'চেতনা' শব্দদুটিকে কোন পর্যায় শব্দরূপে ব্যবহার করেননি, কারণ তাহলে কার্তেজীয় দ্বৈতবাদ তাঁর দর্শনে অবাঞ্ছিতভাবে থেকে যেত। Barrett তাঁর *Irrational Man* বই এ একটি উদাহরণ দিয়েছেন, যার সাহায্যে হাইডেগারের এই ধারণাটিকে স্পষ্ট ভাবে বোঝা যাবে। একটি ছোট্ট শিশুকে নাম ধরে ডাকা মাত্রই সাড়া দিচ্ছে। কিন্তু তাকে যদি বলা হয় বা জিজ্ঞেস করা হয় ওই নামটি কাকে বোঝায় অথবা ওই নামটি কার, তাহলে সে তার মা অথবা বাবাকেই দেখিয়ে দিচ্ছে। কিছুদিন পর ওই শিশুটিকেই তার নামের কথা বললে নিজেকে দেখিয়ে দেবে। এই অবস্থার পূর্বে শিশুটি তার নাম বলতে তার দেহ-মন

[6] Brock, *Existence and Being*, 29.

অথবা নিজেকে বুঝতো না, কিন্তু ওই নামটি যে একটি বিশেষ ক্ষেত্রকে বা সত্তার ক্ষেত্রকে বোঝায় তা সে জানতো। Barrett বলবেন শিশুটির ওই প্রাথমিক অবস্থান অর্থাৎ শিশুটির প্রতিক্রিয়া (নাম ধরে ডাকলে সাড়া দেওয়া) যথার্থ ছিল। কারণ কোন নামের অর্থ তার দেহ বা মন নয়- নামের অর্থ একটি বিশেষ ক্ষেত্র বা সত্তার একটি বিশেষ ক্ষেত্র। 'আমি' বলতে প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত একাধিক বিষয়ের একটি পরিমণ্ডলকে বোঝায়, তবে অবশ্যই এই পরিমণ্ডলের কেন্দ্রবিন্দুতে কোন আত্মা বা ব্যক্তিত্ব নেই। এই পরিমণ্ডলের মূল বিষয় হল আমার-আমিত্ব। শিশু বয়স থেকে আমরা যখন ধীরে ধীরে বেড়ে উঠি তাখন বাইরে থেকে আসা অনেক সামাজিক রীতি-নীতি, পছন্দ-অপছন্দ, ইচ্ছা-আকাঙ্খা, আদর্শ ইত্যাদি আমার এই নিরেট আমিত্বের সঙ্গে উপাধিযুক্ত হয়ে যায়। Barrett বলেছেন এভাবেই হাইডেগার আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোণ থেকে মানব অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করেছেন। Barrett আরও বলেছেন যে হাইডেগারের পূর্বে দার্শনিকেরা আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে মেনে নিয়ে অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা করেছেন, এর ফলে বর্হিজগত সম্পর্কে তাদের সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কিন্তু হাইডেগারের দর্শনে মানুষের অস্তিত্ব এবং জগত ভিন্ন নয়। আমাদের কেউই এমন কোন ব্যক্তিত্ব নয় বা আমিত্ব নয়, যা অপারপর ব্যক্তি এবং বর্হিজগত থেকে বিচ্ছিন্ন। সুতরাং হাইডেগারের কাছে মানবসত্তা বা 'Dasein' কোন জগত থেকে বিচ্ছিন্ন সত্তা নয়, 'জগত-সম্পৃক্ত সত্তা'।

হাইডেগার 'Dasein' এর অস্তিত্বমূলক কাঠামো বিশ্লেষণ করার জন্য দুই প্রকার অস্তিত্বের মধ্যে পার্থক্য করেছেন- i) Ontical existence ও ii) Ontological existence। 'Ontical' হল তাই যা দৈনন্দিন অস্তিত্বকে বোঝায়। অপরদিকে 'Ontological'- 'Dasein' এর সেই বিশেষ দিকটিকে নির্দেশ করে যেখানে 'Dasein' তার সত্তা বা being সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপণ করতে পারে। হাইডেগার বলেছেন একমাত্র 'Dasein' এরই 'Ontological existence' আছে। কারণ একমাত্র মানব সত্তাই নিজের সত্তা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে পারে। অন্যদিকে মানুষ এবং মানুষ ছাড়া জগতে আর যা কিছু তাদের অস্তিত্ব হল 'Ontical existence'। তাই হাইডেগার বলেছেন, "Dasein is ontically distinctive in that it is ontological."। এ বিষয়ে Solomon তাঁর *From Rationalism to Existentialism* বই এ বলেছেন, "Only Dasein is ontological, although everything that exist is ontic. "Dasein's ontological structure" refers to the particular characteristic of Dasein such that it asks question about Being."[7]।

'Ontical existence' সম্পর্কে M. King তাঁর *Heidegger's Philosophy* গ্রন্থে বলেছেন, "The adjective "ontic" is the counterpart to "ontological": it characterizes beings, not their being. Anything that

[7] Robert C. Solomon, *From Rationalism to Existentialism* (New York: Haspers & Row Publishers, 1972), 199.

in any way "exists" is ontic. The synonym for ontic is "existent," the word to be understood in the traditional sense of real existence, and not in Heidegger's special sense. Approximations to ontic are: real, concrete, empirical, given in experience... Heidegger uses the word *ontic* constantly, applying it to man as well as to things."[8] অর্থাৎ 'ontic' হল 'Ontological' এর বিশেষণ। এবং এই জগতে যা কিছু অস্তিত্বশীল তাদের সকলের ক্ষেত্রে 'ontic' বিশেষণটি প্রযোজ্য। হাইডেগারের পূর্বে 'ontic' এর সমার্থক শব্দ হিসেবে প্রয়োগ করা হতো 'existent' কে। কিন্তু তিনি 'existent' কে 'ontic' এর সমার্থক হিসেবে প্রয়োগ করতে আগ্রহী নন। তিনি 'ontic' এর সমার্থক শব্দ হিসেবে 'Existentiell' কে ব্যবহার করেছেন যা শুধুমাত্র মানবসত্তার 'ontical' অস্তিত্বকে সূচিত করে- "*Existentiell* is only approximately parallel to ontic and has a much more restricted meaning, applying only to man."[9]। সুতরাং হাইডেগার 'Ontical existence' কে মানুষ এবং জগতে অন্যান্য সত্তার প্রতি প্রয়োগ করেছেন, যারা কোন না কোন ভাবে অস্তিত্বশীল।

এই দুই প্রকার অস্তিত্ব সম্পর্কে হাইডেগারের মূল কথা হল, মানুষ ছাড়া এই জগতে আর যে সব সত্তা আছে তাদের অস্তিত্ব হল 'Ontical existence'। মানুষ

[8] King, *Heidegger's Philosophy*, 64.
[9] Ibid., 64.

ছাড়া আর জগতে আর যেসব সত্তা আছে তাদের সকলেরই কেবলমাত্র একটা আকারগত বৈশিষ্ট্য আছে। অন্যদিকে কেবলমাত্র মানবসত্তারই 'Ontical existence' তো আছেই আবার 'Ontological existence' ও আছে। একমাত্র মানবসত্তাই নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে পারে। একমাত্র মানবসত্তাই প্রশ্ন উত্থাপনের মাধ্যমে কিছু হতে চায়। এবং এই মানবসত্তাই একমাত্র নিজের সাথে জগতের আবশ্যিক, প্রয়োগিক সম্পর্ক বিষয়ে অবহিত হতে পারে। তাই মানবসত্তার 'Ontical' এবং 'Ontological' দুই প্রকার অস্তিত্বই আছে। তাই M. King বলেছেন, "Heidegger frequently applies the simple terms ontology and ontic to man."[10]

হাইডেগার আর এক দিক থেকে 'Ontical existence' এবং 'Ontological existence' এই দুই প্রকার অস্তিত্বের ধারণার সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত আরও দুটি ধারণার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। এই দুই প্রকার ধারণা হল- 'Existentielle' এবং 'Existential'। প্রথম প্রকার ধারণাটি অর্থাৎ 'Existentielle' এটি 'Ontical' এর সাথে যুক্ত এবং এটি 'Dasein' এর বিশেষ প্রয়োগকে সূচিত করে। 'Existentielle' বৈশিষ্ট্যটি 'Dasein' এর অ-অনিবার্য (non-essential) বৈশিষ্ট্যসমূহকে নির্দেশ করে। অপরদিকে 'Existential' ধারণাটি 'Ontological' ধারণার সাথে যুক্ত। এই 'Existential' ধারণাটি 'Dasein' এর সাথে প্রযুক্ত হলে তা

[10] King, *Heidegger's Philosophy*, 65.

সবসময় পরাতাত্ত্বিক সত্তার বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে। এই পরাতাত্ত্বিক সত্তার বৈশিষ্ট্য হল তার স্বরূপগত ধর্ম। 'Dasein' এর অস্তিত্বমূলক কাঠামোই তার স্বরূপগত ধর্ম।

সুতরাং 'Dasein' বা মানবসত্তাকে বিষয়ী বলা যায় না। যখন জগতে অবস্থানকারী সত্তা হিসাবে বর্ণনা করা হয় তখন তা বিষয়ী এবং বিষয়ের পার্থক্যকে অতিক্রম করে যায়। হাইডেগারের কাছে এটা সম্ভব নয় যে আমরা নিজেদেরকে একভাবে চিনি আর জগতকে অন্যভাবে চিনি। প্রকৃতপক্ষে আমরা জগতকে এবং নিজেদেরকে উভয়কেই জানি এবং এই দুটি জ্ঞান অভিন্ন, কারণ আমরা আর আমাদের জগত এই দুই এর সমন্বয়ে একটি একক প্রাতিভাসিক জগত (Phenomenon World) গড়ে উঠেছে। হাইডেগারের ভাষায়, "The compound expression "Being-in-the-world" indicates in the very way we have coined it, that it stands for a unitary phenomenon."। অতএব হাইডেগারের কাছে 'Dasein' এর অর্থ হল সত্তারূপে সেই মানুষ যে তাৎক্ষণিকভাবে জগতে উপস্থাপিত এবং যাকে জগতের সাথে অপ্রতিরোধ্য সম্পর্কে বেঁচে থাকতে হবে। 'Dasein' বিষয়ী নয়, বিষয়ও নয়, অভিজ্ঞতা-ঊর্ধ্বও নয়, অভিজ্ঞতামূলকও নয়।

হাইডেগার কৃত 'Care' এর আলোচনা

Being and Time গ্রন্থে হাইডেগার 'Dasein' কে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করতে গিয়ে তাকে জাগতিক বস্তুর প্রতি 'যত্ন সমৃদ্ধ আগ্রহ' বা 'Care' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন 'Dasein' এর অন্যান্য কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য, যেমন- জগত-সমৃদ্ধ সত্তা, মৃত্যু, স্বাধীনতা ইত্যাদি 'Care' থেকে এসেছে। 'Care' হিসেবে 'Dasein' এর প্রকৃতি হুসার্লের চেতনার বিষয়মুখিনতা (intentionality) তত্ত্বের সাথে তুলনীয়। কারণ হুসার্লের মতো হাইডেগারও মনে করতেন 'Dasein' সর্বদাই জগতে কোন না কোন বিষয়ের সম্মুখীন হয়। কিন্তু উভয়ের মতের মধ্যে পার্থক্য আছে। Solomon বলেছেন হাইডেগারের 'Care' অনেক বেশি ব্যবহারিক এবং অ-জ্ঞানজ- "Care is intentionality, but with a new emphasis on the more 'practical' and 'non cognitive' acts which were neglected by Husserl."[11] সুতরাং হাইডেগারের কাছে 'Care' হল 'Dasein' এর সমস্ত প্রকার গঠন কাঠামো। তাই Solomon বলেছেন, "In *Being and Time*, Dasein is further defined as *care* (*Sorge*); all other structures of Dasein are introduced as structures of *care*."[12]। এ বিষয়ে হাইডেগার তাঁর *Being and Time* এ বলেছেন, "Care, as a primordial structural totality, lies 'before' ["vor"] every factical 'attitude' and 'situation' of Dasein, and it does so

[11] Solomon, *From Rationalism to Existentialism*, 207.
[12] Ibid., 207.

existentially *a priori*; this means that it always lies *in* them."[13]। অর্থাৎ 'Care' হল 'Dasein' এর একটি পূর্বতঃসিদ্ধ আকার, যা 'Dasein' এর বাস্তব অবস্থা ও আচরণকে নির্দেশ করে।

হাইডেগার তাঁর *Being and Time* এ 'Care' এর গঠনকে একটি সুত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। সূত্রটি হল- "...the Being of Dasein means ahead-of-itself-Being-already-in-(the world) as Being-alongside (entities encountered within-the-world)."। এটি অত্যন্ত জটিল একটি সূত্র, এবং এই সূত্রের মাধ্যমেই তিনি মানব অস্তিত্বের কাঠামোকে ব্যাখ্যা করেছেন। 'ahead-of-itself' শব্দটি 'Dasein' এর 'Ontological existence' এর দিকটিকে নির্দেশ করে। এটিকে নির্দেশ করে যে, মানবসত্তা নিছক কোন বস্তু নয়, মানবসত্তা অনন্ত সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। এই মানুষই একমাত্র সত্তা যে কিছু হতে চায়, 'to be'। সুতরাং 'ahead-of-itself' শব্দটি ব্যবহার করে তিনি এটা বোঝাতে চেয়েছেন যে একমাত্র মানবসত্তাই কিছু হতে চায়, 'to be', তার সম্ভাবনাগুলিকে স্বীকারের মাধ্যমে। এখানে 'ahead-of-itself' কে 'Dasein' এর ভবিষ্যৎ কাল ভাবা যেতে পারে। অন্যদিকে 'Being-already-in' এই শব্দটি এই অর্থকে প্রকাশিত করে যে মানুষ জগতের মধ্যে বাস করে, নিজেকে জগতের মধ্যে একটি বিশেষ পরিবেশে খুঁজে পায় যার কোনটিই ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী নয়। এখানে 'already' শব্দটি 'নিক্ষিপ্ততা' বা 'thrownness' কে বোঝায়। এখানে

[13] John Macquarrie & Edward Robinson, *Being and Time*, trans. (New York: Hasper & Row Publishers, 1962), 19.

'Being-already-in' কে 'Dasein' এর অতীত কাল ভাবা যেতে পারে। শেষে 'entities encountered within-the-world' এই শব্দটিকে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে রাখা হয়েছে কারণ এখানে যেসব সত্তার (entity) কথা বলা হয়েছে তারা মানবসত্তা বা 'Dasein' থেকে ভিন্ন। কারণ এদের শুধুমাত্র 'Ontic existence' আছে। সবশেষে 'Being-alongside' শব্দটি 'Dasein' এর পতনকে বোঝায়। যখন 'Dasein' জগতে অন্যান্য সত্তার মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলে, নিজের সত্তা সম্পর্কে সচেতন থাকে না তখন তার পতন ঘটে।

হাইডেগার বলেছেন মানুষের 'Care' বা 'যত্ন সমৃদ্ধ আগ্রহ' শুধুমাত্র জগতের অন্যান্য বস্তুর প্রতি সীমাবদ্ধ নয়, মানুষ নিজের সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলে। একমাত্র মানুষেরই নিজের সত্তা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার ক্ষমতা আছে। যখন মানুষ প্রশ্ন তোলে 'আমি কে?' তখন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে প্রত্যেক মানুষ নিজের মধ্যে থাকা তিনপ্রকার অস্তিত্বমূলক কাঠামোকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। এই তিন প্রকার অস্তিত্বমূলক কাঠামো হল- i) 'Existenz' বা অনন্ত সম্ভাবনাময় অস্তিত্ব, ii) 'Facticity' বা বাস্তবতা বা তথ্যতা এবং iii) 'Fallenness' বা নৈতিক পতন। তিনি এগুলিকে অস্তিত্বের একপ্রকার পূর্বতঃসিদ্ধ কাঠামো বলেছেন। তিনি বলেছেন এগুলিকে কখনই 'categories' বলা যাবে না। কারণ categories বা বৌদ্ধিক প্রকারগুলি পূর্বতঃসিদ্ধ হলেও সেগুলি কিন্তু এই জগতে 'Dasein' ব্যতীত অন্যান্য সত্তার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। ফলে ওই তিন প্রকার অস্তিত্বমূলক কাঠামোকে 'Categories' বা বৌদ্ধিক প্রকার বলা

যায় না। এগুলি হল 'Dasein' এর পূর্বতঃসিদ্ধ কাঠামো। এই তিন প্রকার কাঠামোকে হাইডেগার কখনো কখনো 'Existentialia' বলেছেন আবার কখনো 'Existentials' বলেছেন। এবিষয়ে Solomon বলেছেন, "These three structures are called *existentialia* or sometimes *existentials* as well as "*existential structures.*" They are a priori characteristics of Dasein; they are not to be confused with *categories* which are also a priori characteristics but which apply to objects or entities within the world other than Dasein."[14]। এই তিন প্রকার অস্তিত্বমূলক কাঠামোকে 'Dasein' এর বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করা যাবে না। বরং এগুলিকে অস্তিত্বের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ বলা যেতে পারে, যার মাধ্যমে 'Dasein' অস্তিত্বমণ্ডিত হয় বা তার অস্তিত্বকে ধরে রাখে। হাইডেগার বলেছেন 'Dasein' এর এই তিন প্রকার গঠনগত কাঠামোকে বিশ্লেষণের মাধ্যমেই মানব অস্তিত্বের প্রকৃত স্বরূপকে জানা যাবে। এবার এই তিন প্রকার অস্তিত্বমূলক কাঠামো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে।

i) 'Existenz' বা অনন্ত সম্ভাবনাময় অস্তিত্বঃ

Solomon বলেছেন, "The concept of *Existenz* refers to that a priori or existential structure of Dasein that is a "projection of

[14] Solomon, *From Rationalism to Existentialism*, 209.

possibilities"."[15]। অর্থাৎ 'Existenz' বলতে হাইডেগার 'Dasein' এর কতকগুলি পূর্বতঃসিদ্ধ আকারকে বোঝেন যা 'Dasein' এর কতকগুলি পূর্বতঃসিদ্ধ সম্ভাবনাকে অভিক্ষেপণ করে। সুতরাং এই সম্ভাবনাগুলি এবং তাদের অভিক্ষেপণের প্রকৃতি অনুসন্ধানের দ্বারাই আমরা 'Dasein' এর অস্তিত্বের প্রকৃত স্বরূপ আবিষ্কার করতে সক্ষম হব। তাই তিনি বলেছেন, "The essence of Dasein consists of its *Existenz*"[16] অর্থাৎ 'Dasein' এর সারসত্তা নিহিত আছে তার অনন্ত সম্ভাবনাময় অস্তিত্বের মধ্যে। সুতরাং হাইডেগার 'Existenz' বলতে বুঝিয়েছেন 'Dasein' এর মধ্যে থাকা অনন্ত সম্ভাবনাকে এবং সেই সম্ভাবনাগুলিকে বেছে নেওয়ার ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন।

তিনি আরও বলেছেন 'Dasein' জগতকে নিছক জানে না, কিংবা অজান্তে সে জগতে ক্রিয়া করে না। সে জগতকে পরিবর্তন করার পরিকল্পনা করে এবং তা বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট হয়। এ বিষয়ে জগতে অন্যান্য সত্তার সাথে 'Dasein' এর পার্থক্য আছে। তিনি বলেছেন 'Dasein' এর মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা রয়েছে সেই সম্ভাবনাগুলির ভিন্নতার জন্যই বিভিন্ন মানুষের প্রকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাই বলা হয়েছে, "Dasein is ("in each case," that is, for each person) "its own possibility." This means that we should not expect to find a general

[15] Solomon, *From Rationalism to Existentialism*, 210.
[16] Ibid., 210.

set of potentialities or capacities for all human beings."[17] হাইডেগার বলেছেন মানুষের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা থাকলেও তাদের মূলত দুটি মৌলিক শ্রেণীর অন্তর্গত করা যেতে পারে- যথার্থ বা সার্থক অস্তিত্বের সম্ভাবনা এবং অযথার্থ বা অসার্থক অস্তিত্বের সম্ভাবনা।

Solomon তাঁর *From Rationalism to Existentialism* বইএ বলেছেন, হাইডেগারের সেই বিখ্যাত উক্তি- "The essence of Dasein consists of its Existenz"- এটি থেকেই সার্ত্রে তাঁর বিখ্যাত উক্তিটি- "Existence precedes essence" এটি নিয়েছেন। অর্থাৎ সার্ত্রের বিখ্যাত উক্তি- "Existence precedes essence" এটি হাইডেগারের থেকে নেওয়া। তবে পরবর্তীকালে হাইডেগার তাঁর *Latter on Humanism* গ্রন্থে সার্ত্রের এই উক্তিটি বর্জন করেছেন, সেখানে তিনি বলেছেন সার্ত্রে তাঁর উক্তিতে 'Existence' শব্দটিকে প্রথাগত অর্থে ব্যবহার করেছেন, যার ফলে 'Existence' শব্দটি যে কোন বস্তু বা বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে। কিন্তু হাইডেগারের কাছে 'Existence' শব্দটির একটি স্পষ্ট ও বিশেষ অর্থ আছে। হাইডেগারের কাছে 'Existence' শব্দটি কেবলমাত্র মানবসত্তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই তিনি বলেছেন, "The Existenz of man is his essence."। অর্থাৎ মানবসত্তার সারসত্তা হল তার অনন্ত সম্ভাবনা বা 'Existenz'। তাই হাইডেগারের দর্শনে মানব সত্তাকে বুঝতে গেলে মানুষের মধ্যে থাকা অনন্ত সম্ভাবনাকে বুঝতে হবে।

[17] Solomon, *From Rationalism to Existentialism*, 210.

এবার মনে হতে পারে এই যে বারবার অনন্ত সম্ভবনার কথা বলা হচ্ছে, এই সম্ভাবনাগুলি কি প্রকারের। এ বিষয়ে হাইডেগার মানুষের মধ্যে থাকা তিন প্রকারের সম্ভাবনার কথা বলেছেন-

১. 'Posiible Possibility' বা সম্ভাব্য সম্ভাবনা, ২. 'Impossible Possibility' বা অসম্ভাব্য সম্ভাবনা এবং ৩. 'Necessary Possibility' বা আবশ্যিক সম্ভাবনা। এই তিন প্রকার সম্ভাবনা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

১. 'Posiible Possibility' বা সম্ভাব্য সম্ভাবনাঃ সম্ভাব্য সম্ভাবনা হল মানুষের জীবনে সব সাধারন সম্ভাবনা অর্থাৎ মানুষ সাধারন ভাবে যা হয়ে উঠতে চায়। এই সম্ভাবনাগুলি অনেক রকম হতে পারে। এই সম্ভাবনাগুলো সবই সম্ভব। যেমন- কেউ কবি হতে চায়, কেউ জ্ঞানী হতে চায়, কেউ শিক্ষক হতে চায় ইত্যাদি। এই সকল সম্ভাবনা মানুষের ক্ষেত্রে হয়ে ওঠা সম্ভব।

২. 'Impossible Possibility' বা অসম্ভাব্য সম্ভাবনাঃ যে ধরনের সম্ভাবনাগুলি মানুষের ক্ষেত্রে কখনই হয়ে ওঠা সম্ভব নয় তা হল অসম্ভাব্য সম্ভাবনা। যেমন- মানুষ অমরত্ব লাভ করতে চায়, পূর্ণকে জানতে চায়, এগুলো কখনই মানুষের ক্ষেত্রে হওয়া সম্ভব নয়। তাই এগুলি সব অসম্ভাব্য সম্ভাবনা।

৩. 'Necessary Possibility' বা আবশ্যিক সম্ভাবনাঃ এটা এমন এক ধরনের সম্ভাবনা যা সম্ভাব্য ও নয় আবার অসম্ভাব্য ও নয়, এটা হল আবশ্যিক সম্ভাবনা। এই প্রকার সম্ভাবনা কোন ব্যক্তির চাওয়া বা না চাওয়ার উপর নির্ভর করে না। এই প্রকার সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নেওয়াই মানব জীবনের চরম কর্তব্য। মানব জীবনের এই আবশ্যিক সম্ভাবনাটি হল মৃত্যু। মৃত্যু হল সকলের আবশ্যিক সম্ভাবনা। মৃত্যু সকলের জীবনে আসবেই, কেউ তাকে স্বীকার করুক বা নাকরুক। মৃত্যুকে স্বীকার করে নেওয়াই যথার্থ অস্তিত্বের বড় লক্ষন বলে হাইডেগার মনে করেন। হাইডেগার বলেছেন মৃত্যু নিশ্চিত কিন্তু মৃত্যু কাল অনিশ্চিত। মানুষ সর্বদা এই নিশ্চয়তা ও অনিশ্চয়তার দোলাচলে থাকে। মৃত্যুর মতো উদ্বেগ মানুষের জীবনে আর কিছু নেই। মৃত্যু এমন এক আবশ্যিক সম্ভাবনা যার মাধ্যমে সকল সম্ভাব্য সম্ভাবনার বিনাশ ঘটে। কিন্তু মৃত্যুকে আমরা মেনে নিতে পারিনা। মৃত্যু আমার নিজস্ব একার সম্ভাবনা। মৃত্যু আমাকে সবার থেকে আলাদা করে দেয়, একা করে দেয়।

অনেকে মনে করেন 'সম্ভাবনা' (possibility) এবং 'বোধ' (understanding) এই দুটির সাহায্যে প্রথম প্রকার কাঠামো অর্থাৎ 'Existenz' কে ব্যাখ্যা করা যায়। একমাত্র 'বোধ' (understanding) এর সাহায্যেই সম্ভাবনা গুলির অভিক্ষেপণ সম্ভব। কান্টের মতো হাইডেগারও তাঁর দর্শনে 'বোধশক্তিকে' একটি বিশেষ স্থান দিয়েছেন। হাইডেগার, কান্ট এবং হুসার্লের দর্শন থেকে জ্ঞান সম্পর্কীয় প্রত্যয় বা মতগুলি গ্রহন করেছেন এবং তাতে 'ব্যবহারিক আগ্রহের' (Practical concern)

ধারনাটি যুক্ত করেছেন। এই বোধশক্তিই আমাদের সম্ভাবনাগুলির বাস্তব রূপায়নের জন্য ভবিষ্যৎ এর একটি ছক তৈরি করে। অর্থাৎ ভবিষ্যতের যে ছক আমরা তৈরি করি তা আমাদের মৌলিক সম্ভাবনাগুলিরই একটি সম্ভাব্য রূপ। মানুষ যখন স্বয়ং কোন একটি বিশেষ কাজ করার জন্য বা অন্যের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার জন্য বা নিজের সম্ভাবনাগুলির বাস্তব রূপায়নের জন্য কতকগুলি উপকরণকে (tools) কাজে লাগায়, তখনই জগত সম্পর্কে ব্যক্তির 'বোধ' (understanding) জেগে ওঠে। মানুষ তখন বুঝতে পারে এই জগতে মানুষ শুধু অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান লাভই করে না, নানারকম পরিকল্পনা গ্রহন করতে হয় তাকে। সুতরাং এই জগতের সাথে মানুষের এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। তাই এই 'বোধ' (understanding) কে কোন প্রকার প্রত্যয়ের (concept) পর্যায়ে ফেলা যায় না। হাইডেগার স্বীকৃত বোধশক্তি হল 'ব্যবহারিক বোধশক্তি'। এই 'ব্যবহারিক বোধশক্তি'র দ্বারাই মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী গড়ে উঠবে, গড়ে উঠবে ব্যক্তির স্বাধীন নির্বাচন ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের মাধ্যমে। তাই *Being and Time* এ তিনি বলেছেন, "Dasein always understands in terms of its Existenz- in terms of a possibility of itself to be itself or not itself. Dasein has either chosen these possibilities itself or got itself into them or grown up them already. Only the particular Dasein decides it Existenz, wheather it does so."

'Existenz' বলতে হাইডেগার বোঝাতে চেয়েছেন মানুষের মধ্যে থাকা অনন্ত প্রকারের সম্ভাবনা, যে সম্ভাবনাগুলির দ্বারা মানুষ ভবিষ্যতের আকার গঠন করে। এই সম্ভাবনাগুলির সম্বন্ধে অবহিত হওয়া এবং সেগুলির রূপায়নের জন্য তিনি মানুষের মধ্যে থাকা 'ব্যবহারিক বোধশক্তি'র প্রাধান্যকে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন এই সম্ভাবনাগুলির অভিক্ষেপণের সময়ই মানুষ জগত সম্পর্কে সচেতন হয় এবং জগতের সাথে মানুষের সম্পর্ক বিষয়ে অবহিত হয়। তাই হাইডেগার বলেছেন এই অনন্ত সম্ভাবনাই মানুষের সারধর্ম গঠন করে।

ii) Facticity বা বাস্তবতাঃ

জগত-সম্পৃক্ত সত্তা হিসাবে 'Dasein' এর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল 'Facticity' বা 'বাস্তবতা'। 'Dasein' একটি বিশেষ জগতে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত বসবাস করে। অস্তিত্বের এই প্রকার গঠনমূলক কাঠামোর মাধ্যমে 'Dasein' নিজেকে জগতের মধ্যে খুঁজে পায়। 'Dasein' জগতে বাস করে- কোন বিশেষ জগতে, কোন স্থানে, কোন সময়ে- তার একটি স্থিতিকাল আছে। হাইডেগার বলেছেন একটি বিশেষ জগতে অস্তিত্বশীল বলে নিজেকে স্বীকৃতি না দিয়ে আমরা আমাদের নিজেদের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিতে পারিনা। জগতের মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে সনাক্ত না করে শুধুমাত্র 'আমার অস্তিত্ব আছে' এমন দাবি করা হলে তা সম্পূর্ণ অর্থহীন হবে।

Macquarrie তাঁর Existentialism বই এ 'Facticity' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন- "*Facticity* does not mean the same as *Factuality*"[18]। অর্থাৎ 'Factuality' বলতে যা বোঝায় সেই একই অর্থ 'Facticity' কে নির্দেশ করে না। Macquarrie বলেছেন যখন আমরা কোন কিছুকে 'Factual' বলি তখন আমরা বোঝাতে চাই সেই সমস্ত বস্তুসমূহকে যেগুলিকে এই জগতের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। অন্যদিকে 'Facticity' বলতে বোঝায় 'Factuality' এর অন্তর্নিহিত অর্থকে। 'Facticity' কোন প্রত্যক্ষণমূলক বিষয় নয়, এটি হল একপ্রকার অস্তিত্বমূলক সচেতনতা যার দ্বারা কোন ব্যক্তি তার নিজের সত্তার সম্পর্কে সচেতন হয়। 'Facticity' হল একপ্রকার অস্তিত্বমূলক সচেতনতা যার দ্বারা সত্তা তার অস্তিত্বের সম্পর্কে সচেতন হয়।

হাইডেগার বলেছেন 'Dasein' নিজেকে অনিবার্যভাবে একটি বিশেষ (particular), অসীমিতকরনযোগ্য (irreducible), এবং অ-বন্ধনীকরনযোগ্য (unbracketable) জগতের মধ্যে পায়। তাই হাইডেগার হুসার্লের জগতকে বন্ধনীভুক্ত করার বিষয়টিকে তীব্র ভাবে নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন 'Facticity' বা বাস্তবতার অর্থ শুধু এটা নয় যে, ব্যক্তি নিজেকে জগতে প্রত্যক্ষ করে। হাইডেগার 'Facticity' বা বাস্তবতা বলতে বিশেষ ভাবে বুঝিয়েছেন যে, ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট জাগতিক পরিবেশে নিজেকে প্রত্যক্ষ করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে সে জন্মেছে,

[18] John Macquarrie, *Existentialism* (New York: Penguin Press, 1972), 191.

একটি বিশেষ পরিবারের পিতা মাতার সন্তান হিসেবে তার পরিচয় দেওয়া সম্ভব, তার একটি শারীরিক গঠন বৈশিষ্ট্য আছে এবং একটি বিশেষ সামাজিক পরিবেশে সে বড় হয়ে উঠেছে। এগুলি কোনটিই 'Dasein' এর 'Existenz' এর অংশ নয়, এগুলি সবই 'Dasein' এর 'Facticity' র অংশ। তাই Macquarrie বলেছেন, "Facticity may be considered as the opposite to possibility."[19]। 'Dasein' এর একটি বিশেষ জগতে নিজেকে প্রত্যক্ষ করার অবস্থানটিকে তিনি বলেছেন 'প্রক্ষিপ্ততা' বা 'thrownness'। এ প্রসঙ্গে Macquarrie বলেছেন, "Martin Heidegger has used the expression *thrownness* (*Geworfenheit*) as a some what vivid metaphor for man's factical condition."[20]। অর্থাৎ নিজেকে যেন কেউ এ জগতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। হাইডেগার বলেছেন আমার সমস্ত অতীতকেই 'প্রক্ষিপ্ত' বলা যায়, কারণ আমার শারীরিক গঠন, পিতৃমাতৃ পরিচয়, একটি বিশেষ স্থানে জন্মানো, একটি বিশেষ সামাজিক পরিবেশে বড় হওয়া- এগুলির কোনটিই আমার পছন্দ মতো হয়নি। এগুলির কোনটিই আমার মনোনয়নের দ্বারা হয়নি। এই অবস্থাকেই তিনি বলেছেন 'নিক্ষিপ্ত হওয়া' (thrownness)। হাইডেগার বলেছেন আমার সমগ্র অতীত হল আমার বাস্তবতা বা 'Facticity'। এমনকি আমার বিশেষ দেহটাও আমার 'বাস্তবতা' বা 'Facticity'। Solomon এ বিষয়ে বলেছেন, "My entire *past* is my facticity, for it is a set of *facts* about which I have no choice. My bodily presence in the world is part of my facticity; I can leave this

[19] Macquarrie, *Existentialism*, 191.
[20] Ibid., 191.

place, this country, even this planet, but I am stuck with my body."[21]। অর্থাৎ নিজেকে এই 'প্রক্ষিপ্ত' অবস্থায় আবিষ্কার করে আমি আমার বর্তমান বাসস্থান, দেশ এমনকি পৃথিবীও ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু আমার দেহের মধ্যে আমি বন্দি। আমার অস্তিত্ব আমার সম্মুখে প্রদত্ত বিষয় সমূহের দ্বারা পূর্বনির্ধারিত। আমার 'Existenz' নামক বৈশিষ্ট্যটি সর্বদা আমাকে প্রদত্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি এবং নির্দিষ্ট কর্মধারা নির্বাচন করতে পরামর্শ দেয়।

তিনি বলেছেন আমার দেহটা আমার কাছে প্রদত্ত হলেও আমি আমার দেহটাকে পুজা করতে পারি, ঘৃনা করতে পারি অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যের জন্য তাকে তৈরি করতে পারি। আমি মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মাতে পারি, কিন্তু আমি আমার সেই অবস্থা থেকে আরও উন্নত অবস্থায় পৌঁছাতে পারি অথবা সেই অবস্থায় থেকে যেতে পারি অথবা সেই অবস্থা থেকে আরও নিম্নমানের জীবন যাপন করতে পারি। আমার পরিবেশ বা 'বাস্তবতা' বা 'Facticity' সর্বদায় আমার নিকট পূর্বেই প্রদত্ত, সেই বিষয়ে আমার কোন নির্বাচন নেই। কিন্তু এই 'প্রক্ষিপ্ত' হওয়া অবস্থা থেকে আমার ভবিষ্যৎ কীভাবে গঠিত হবে সে ব্যাপারে কর্মপন্থা নির্বাচন করার অধিকার এবং ক্ষমতা কেবলমাত্র আমারই আছে। 'Facticity' আমার কাছে অতীত যা আমার নির্বাচিত বিষয় নয়, কিন্তু 'Existenz' বা অনন্ত সম্ভাবনা হল আমার ভবিষ্যৎ। এই ভবিষ্যৎ বা 'Existenz' বা সম্ভাবনাকে বেছে নেওয়ার ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ ভাবে স্বাধীন।

[21] Solomon, *From Rationalism to Existentialism*, 214.

কেবলমাত্র স্বাধীনই নই, আমার ভবিষ্যৎ বা সম্ভাবনাগুলিকে স্বীকার বা অস্বীকার করার দায় কেবলমাত্র আমারই। এভাবে উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে বোঝানো যেতে পারে- একজন ব্যক্তির একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে, নির্দিষ্ট পিতামাতার কাছে, একটি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহন করাটা তার স্বাধীন নির্বাচন নয় বরং এটিই তার 'বাস্তবতা' বা 'Facticity'। অপরদিকে অন্য একজন ব্যক্তির একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে, নির্দিষ্ট পিতামাতার কাছে, একটি ধনী পরিবারে জন্মগ্রহন করাটা তার স্বাধীন নির্বাচন নয় বরং এটিও তার কাছে 'বাস্তবতা' বা 'Facticity'। সুতরাং কোন ব্যক্তির ধনী পরিবারে জন্মগ্রহন করা এবং কোন ব্যক্তির দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহন করা কোনটিই তাদের স্বাধীন নির্বাচন নয়, সবকিছুই তাদের কাছে পূর্বেই প্রদত্ত। কিন্তু তারা উভয়েই তাদের বর্তমান অবস্থা থেকে আরও উন্নততর জীবনযাপন করতে পারে অথবা আরও নিম্নমানের জীবনযাপন করতে পারে, সেগুলি সম্পূর্ণভাবে তাদের স্বাধীন নির্বাচনের উপর নির্ভর করে। তাই এই 'Facticity' বা অতীত বিষয়ে মানুষ স্বনিয়ন্ত্রিত নয় বরং তা প্রদত্ত তার কাছে। কিন্তু 'Existenz' বা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মানুষ স্বনিয়ন্ত্রিত। তাই Solomon বলেছেন, "My *Existenz* is always a range of possibilities regarding facticity." [22]

[22] Solomon, *From Rationalism to Existentialism*, 214.

iii) Fallenness বা নৈতিক পতনঃ

'Dasein' অনন্ত সম্ভাবনাকে বা 'Existenz' কে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলে বা অবহেলা করলে দেখা দেয় 'Fallenness' বা নৈতিক পতন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ তার অনন্ত সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করার চেষ্টাই করেনা, দৈনন্দিন জীবনের সহজ কাজকর্ম এবং সমস্যা গুলো নিয়েই মগ্ন থাকে। এই অনন্ত সম্ভাবনাময় অস্তিত্বকে অবহেলা করার ফলে তার নৈতিক পতন দেখা দেয় এবং এই নৈতিক পতনের অবস্থা থেকেই অযথার্থ বা অসার্থক অস্তিত্বের জন্ম নেয়। হাইডেগার বলেছেন জগতের মধ্যে মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে গিয়ে জগতের মধ্যে থাকা নানা উপকরন সামগ্রীকে ব্যবহার করে এবং সেগুলিই তখন তার জীবনের পক্ষে অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সে তার প্রকৃত অস্তিত্বের স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন করার ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়। ফলে সে তখন নিজেকে জনতার (public) অংশ হিসেবেই চেনে এবং মনে করে সে এই সমগ্র মনুষ্যজাতির একজন। এই অবস্থাকে হাইডেগার *das Man* রূপে বর্ণনা করেছেন, যে প্রকৃত অর্থে যথার্থ মানুষও নয় আবার সঠিক অর্থে অযথার্থ মানুষও নয়। এ বিষয়ে Solomon বলেছেন, "It is this average everydayness which forms the basis for Heidegger's "preliminary analysis of Dasein." And man is first to be disclosed to us insofar as he is simply "*das Man*," this undifferentiated man who is not yet a real (authentic) human being, but neither is he an inauthentic being."[23]। ফলে জগত-

[23] Solomon, *From Rationalism to Existentialism*, 215.

সম্পৃক্তির প্রথম ধাপে ব্যক্তি জগতকে কিছু উপকরনের সমষ্টি হিসাবে চেনে। ক্রমে ক্রমে এই উপকরণগুলি তার দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করতে শেখে, কিন্তু কখনই এগুলির প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে চিন্তা করে না। ফলে সে সমাজের মধ্যে একটি সামাজিক জীব হিসাবেই ডুবে থাকে এবং দেখা দেয় নৈতিক পতনের। হাইডেগার বলেছেন, মানুষকে সামাজিক সম্পর্কের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পুনরায় নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে অর্থাৎ নিজের অনন্ত সম্ভাবনাময় অস্তিত্বের স্বরূপ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হতে হবে, যা অত্যন্ত কঠিন কাজ। সুতরাং মানুষ যখন জগত-সম্পৃক্ত সত্তা হিসাবে তার এই অনন্ত সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করতে ব্যার্থ হয় তখন তার নৈতিক পতন দেখা দেয়।

এভাবেই হাইডেগার 'Dasein' এর তিনপ্রকার অস্তিত্বমূলক কাঠামো- 'Existenz', 'Facticity' এবং 'Fallenness' কে ব্যাখ্যা করেছেন। হাইডেগার 'Dasein' এর এই তিনপ্রকার অস্তিত্বমূলক কাঠামো বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানব দুই প্রকার মৌলিক দিককে খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এই দুই প্রকার দিক হল- সার্থক অস্তিত্ব এবং অসার্থক অস্তিত্ব। অস্তিত্বের এই প্রকারগুলি মানুষের নিজের সাথে নিজের সম্পর্ককে নির্দেশ করে। এখানে হাইডেগার 'অস্তিত্ব' বলতে মানুষের বর্তমান কাল বা বর্তমান অবস্থানকে বোঝাতে চেয়েছেন। তাঁর কাছে 'Existenz' বা 'অনন্ত সম্ভাবনা' হল মানুষের ভবিষ্যৎ এবং 'Facticity' বা 'বাস্তবতা' হল মানুষের অতীত। তিনি বলেছেন এই অতীত এবং ভবিষ্যতের দ্বন্দ্বেই মানুষের বর্তমানটা তৈরি হয়। অর্থাৎ সে বর্তমানে সার্থক অস্তিত্বকে বেছে নেবে না অসার্থক অস্তিত্বকে বেছে নেবে

তা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তির নির্বাচনের উপর নির্ভর করে। সার্থক বা যথার্থভাবে অস্তিত্বশীল মানুষ নিজের সত্তা সম্পর্কে পর্যাপ্ত উপলব্ধি আছে, সে জানে তার প্রকৃত স্বরূপ কি। অর্থাৎ সার্থক বা যথার্থভাবে অস্তিত্বশীল মানুষ নিজের অতীতকে গ্রহন করে ভবিষ্যতের সম্ভাবনাগুলিকে স্বীকারের মাধ্যমে সেগুলির বাস্তব রুপায়নের জন্য যথাযথ উপায় অবলম্বন করে। অপরদিকে অসার্থক বা অযথার্থভাবে অস্তিত্বশীল মানুষে নিজের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে চায় না, অন্ধভাবে দিনযাপন করে। অযথার্থভাবে অস্তিত্বশীল মানুষ নিজের কাজের বা সিদ্ধান্তের দায় স্বীকার করার ভার গ্রহনে রাজি থাকে না। কারণ নিজের কাজের দায়কে স্বীকার করার ক্ষমতা সেই মুহূর্তে লুপ্ত হয় নিজের সম্ভাবনাগুলিকে অস্বীকারের মাধ্যমে। সে শুধুমাত্র নিজের সম্ভাবনাগুলিকে অস্বীকার করে তাই নয়, সে তার বাস্তব অবস্থাকেও অস্বীকার করে। হাইডেগার বলেছেন 'Dasein' এর তিনপ্রকার অস্তিত্বমূলক কাঠামো- 'Existenz', 'Facticity' এবং 'Fallenness' সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকলে তবেই মানুষ যথার্থ বা সার্থক অস্তিত্বময় জীবনকে যাপন করার যোগ্যতা অর্জন করে। অন্যদিকে অযথার্থ বা অসার্থক অস্তিত্বের ক্ষেত্রে মানুষ তার অসীম সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে, এবং নৈতিক পতনের সম্মুখীন হয়।

অযথার্থ বা অসার্থক অস্তিত্বের ক্ষেত্রে মানুষ নিজের স্বরূপকে চেনার যে পরিশ্রম তা থেকে বিরত থাকে এবং দৈনন্দিন কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এককথাই সে *das Man* এ পরিণত হয়। এই *das Man* এ পরিণত হতে পারলেই যেন সে

তৃপ্তি লাভ করে। কারণ এই অবস্থায় ব্যক্তিকে তার অস্তিত্বের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে হয় না, সে অনায়াসেই বহু মানুষের মধ্যে বাস করে। বহু মানুষের সিদ্ধান্তকেই সে সাদরে গ্রহন করে এবং অপরকে অনুকরন করে। ফলে সে অসার্থক অস্তিত্বের মোহজালে আবৃত্ত থাকে। তাই হাইডেগার *das Man* কে সার্থক অস্তিত্বের শত্রু বলেছেন। কিন্তু হাইডেগার বলেছেন, মানুষ তার সারাজীবন *das Man* হয়ে কাটিয়ে দিতে পারেনা। অর্থাৎ মানুষ সর্বদাই অসার্থক অস্তিত্বময় জীবনকে ভোগ করতে পারে না। অসার্থক অস্তিত্বের গ্লানি ব্যক্তিকে গ্রাস করে ফেলে। সেই সময় ব্যক্তি একপ্রকার 'শঙ্কা' বা 'আতঙ্কের' দ্বারা তাড়িত হয়। এই 'আতঙ্ককে' বোঝাতে হাইডেগার 'dread' নামক শব্দটি ব্যবহার করেছেন। হাইডেগার ভয় বা 'fear' এবং 'শঙ্কা' বা 'আতঙ্ক' বা 'dread' এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাঁর কাছে 'ভয়' এবং 'আতঙ্ক' এক নয়। 'ভয়' হল কোনকিছু থেকে ভয়, এবং এই 'ভয়' এর বিষয় আমাদের বাইরে অবস্থিত। অন্যদিকে 'আতঙ্কের' বিষয় বাইরে থাকে না, এই আতঙ্ক ব্যক্তির ভিতর থেকে সৃষ্টি হয়। এই 'dread' এর ধারণার মধ্যে ব্যক্তির কতকগুলি বিশেষ উদ্বেগের ধারণাও আছে। এই উদ্বেগ হল ব্যক্তির মৃত্যুর উদ্বেগ। এবং এই সময় ব্যক্তি উপলব্ধি করে যে যথার্থ অস্তিত্বকে উপেক্ষা করে একপ্রকার অনিশ্চয়তার দোলাচলের মধ্যে রয়েছে। এই অনিশ্চয়তা হল ব্যক্তির মৃত্যু কালের অনিশ্চয়তা। তাই ব্যক্তি এইপ্রকার অনিশ্চয়তার (মৃত্যুর) উদ্বেগ থেকে মুক্তি পেতে সার্থক অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয়। তাই Solomon বলেছেন, "The uncertainty of death makes an authentic attitude

towards death..."[24]। এই মৃত্যু হল মানুষের সমস্ত সম্ভাবনার 'শেষ' বা 'end'। হাইডেগার এই 'শেষ' বা 'end' শব্দটিকে তাঁর *Being and Time* গ্রন্থে দুই ভাবে ব্যবহার করেছেন। প্রথম অর্থে 'শেষ' বা 'end' বলতে কালিক শেষকে বোঝানো হয়েছে যেখানে মানুষের দৈহিক মৃত্যু ঘটে। অন্যদিকে 'শেষ' বা 'end' শব্দটিকে হাইডেগার "'goal' of life" বা জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করেছেন। এটিকে তিনি জীবনের 'goal' বা লক্ষ্য বলেছেন কারণ তিনি মনে করতেন মৃতুকে স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যে দিয়েই মানুষের সার্থক বা যথার্থ অস্তিত্ব সূচিত হয়। শুধু তাই নয়, অধিকাংশ মানুষ মৃত্যুকে স্বীকার করে না। কারণ এই মৃত্যু সর্বদা ব্যক্তির নিজের মৃত্যু, *das Man* এর মৃত্যু নয়- "Death always claims the individual, not *das Man,*"[25]। এই মৃত্যুর উদ্বেগের মাধ্যমেই ব্যক্তি অসার্থক অস্তিত্বের মোহজাল ত্যাগ করে সার্থক অস্তিত্বকে সাদরে গ্রহন করে। তাই হাইডেগার বলেছেন এটি জীবনের 'goal' বা লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাই Solomon বলেছেন, "In one sense, it signals the end of our *Ezisenz*, but it also frees us from the tyranny of *das Man*"[26]।

Willam Barrett তাঁর *Irrational Man* গ্রন্থে হাইডেগার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, অস্তিত্ব যথার্থ হোক বা অযথার্থ মানব অস্তিত্বের

[24] Solomon, *From Rationalism to Existentialism*, 226.
[25] Ibid., 227.
[26] Ibid., 227.

তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল- (i) mood of feeling (ii) understanding (iii) speech। হাইডেগার এই তিনটিকে অস্তিত্বের উপাদান এবং কখনও অস্তিত্বের আকার বলেও অভিহিত করেছেন। এগুলিকে হাইডেগার কখনও 'Existentialia' ও বলেছেন। এ বিষয়ে Barrett বলেছেন, "Wheather it be fallen or risen, inauthentic or authentic, counterfeit copy or genuine original, human existence is marked by three general traits: (1) mood or feeling; (2) understanding; (3) speech. Heidegger calls these existentilia and intends them as basic categories of existence."[27]। হাইডেগার বলেছেন এই 'mood' বা 'feeling' বা মেজাজ আমাদের সমগ্র অস্তিত্বকে জুড়ে থাকে। এই মেজাজ বা mood বলতে হাইডেগার বুঝেছেন আনন্দ, দুঃখ, ভয় ইত্যাদিকে। তিনি বলেছেন মানুষের মূল মেজাজ হল উদ্বেগের (Anxiety বা *Angst*) মেজাজ। এই উদ্বেগ মানুষের মধ্যে প্রকাশিত হয় মৃত্যুর ধারণার মধ্যে দিয়ে। মৃত্যু চিন্তার মধ্যে দিয়ে মানুষ নিজেকে আরও স্পষ্ট ভাবে খুঁজে পায়। তিনি বলেছেন এই মৃত্যুকে আমরা মেনে নিতে পারিনা। এবং এই মৃত্যুর উদ্বেগের মধ্যে আমরা নিক্ষিপ্ত হই। মৃত্যু হল মানুষের অন্তিম এবং একান্ত নিজের সম্ভাবনা। এই 'Anxiety' বা উদ্বেগকে মূল মেজাজ বলার কারণ হল একমাত্র এই উদ্বেগের মধ্যেই মানুষ নিজেকে নিজের কাছে উপস্থিত করে এবং তার নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারে অর্থাৎ মানুষ তার প্রকৃত স্বরূপকে জানতে পারে। দ্বিতীয়ত, 'understanding'

[27] Barrett, *Irrational Man*, 196.

বা ‘বোধ’ বলতে হাইডেগার আমাদের কোন সাধারন বোধকে বোঝেননি। সাধারণত কোন বিষয়কে বুদ্ধির সাহায্যে জানাকেই বোধ বলা হয়। কিন্তু হাইডেগার বলেছেন আমরা কোন বিষয়ের ‘বোধ’ লাভ করার পর বুদ্ধির প্রয়োগ করি। Willam Barrett তাঁর *Irrational Man* বইএ বোধের একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন- কোন একজন ব্যক্তি তার উদ্ভাবিত তত্ত্বের কথা আমাকে বোঝাচ্ছেন। তার কথা শোনা মাত্রই আমার এই প্রকার বোধ হচ্ছে যে তার তত্ত্বটি ঠিক নয়। কিন্তু এরপর যদি কেউ আমায় জিজ্ঞেস করে কেন তত্ত্বটি আমার ভ্রান্ত মনে হচ্ছে তখন আমি আমার বুদ্ধির সাহায্যে যুক্তি খোঁজার চেষ্টা করি এই তত্ত্বটির ভ্রান্ত হওয়ার সাপেক্ষে। সুতরাং ‘বোধ’ হল সরাসরি বিষয়কে জানা বা বোঝা। বোধের ক্ষেত্রে বহির্জগত যেন আমাদের কাছে নিজেকে প্রকাশিত করে। Barrett বলেছেন, সকালে ঘুম ভেঙ্গে চোখ মেলার সঙ্গে সঙ্গে জগত যেন আমাদের কাছে নিজেকে প্রকাশিত করে। বস্তু বা বিষয়কে আমরা সরাসরি জেনে থাকি কারণ আমাদের অস্তিত্ব বস্তু বা বিষয়ের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তৃতীয়ত, ভাষা বা ‘speech’ কেউ হাইডেগার অস্তিত্বের সাথে যুক্ত করেছেন। ভাষা শুধু শব্দের সমষ্টি নয়। হাইডেগার মনে করেছেন ভাষা মানুষের অস্তিত্বের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই তিনি মানব অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করার জন্য নতুন করে শব্দকোষ সৃষ্টি করেছেন।

সুতরাং ব্যক্তি যখন তার নিজস্ব স্বাধীন, স্বতঃস্ফূর্ত নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে তার সমস্ত সম্ভাবনাগুলিকে স্বীকার করে, সেই সম্ভাবনাগুলির বাস্তব রূপায়নের জন্য

যথার্থ উপায় অবলম্বন করে এবং নিজের অস্তিত্বের নানা দিক সম্পর্কে সচেতন হয়, তখন ব্যক্তির সেই প্রকার অস্তিত্ব হল সার্থক বা যথার্থ অস্তিত্ব (Authentic existence)। অন্যদিকে ব্যক্তি যখন তার সম্ভাবনাগুলিকে স্বীকার করেনা, সম্ভাবনাগুলির বাস্তব রূপায়নের জন্য যথার্থ উপায় অবলম্বন করে না, এবং নিজের অস্তিত্বের নানা দিক সম্পর্কে সচেতন হয় না, কেবলমাত্র অন্যদের মাঝে ডুবে থাকে তখন ব্যক্তির সেই প্রকার অস্তিত্ব হল অসার্থক বা অযথার্থ অস্তিত্ব (Inauthentic Existence)। তিনি বলেছেন যথার্থ অস্তিত্বের ক্ষেত্রে মানুষ কিছু হতে চায়। অপরদিকে অযথার্থ অস্তিত্বের ক্ষেত্রে মানুষ কিছু হতে চায় না, কেবলমাত্র অপরকে অনুসরণ করে। হাইডেগার বলেছেন কেবলমাত্র মানব সত্তাই যথার্থ অস্তিত্বকে অর্জন করতে পারে। মানুষ ছাড়া অন্যান্য সত্তার মধ্যেও সম্ভাবনা আছে কিন্তু তারা তাদের সেই সম্ভাবনা সম্পর্কে সম্যক ভাবে অবহিত নয় অথবা সেই সম্ভাবনাগুলির বাস্তব রূপায়নের জন্য যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহনে অক্ষম। মানুষই একমাত্র সত্তা যার দুটোই আছে- সম্ভাবনা এবং সেগুলি রূপায়নের সক্ষমতা। তিনি বলেছেন মানুষই একমাত্র সত্তা যে যথার্থ অস্তিত্বকে অর্জন করতে পারে তার সম্ভাবনাগুলিকে স্বীকারের মাধ্যমে। এই ভাবে হাইডেগার মানব অস্তিত্বের দুটি দিককে খুব সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

হাইডেগার যেমন মানব অস্তিত্বের তিন প্রকার পূর্বতঃসিদ্ধ কাঠামোর (Existenz, Facticity, Fallenness) মাধ্যমে মানব অস্তিত্বের দুটি মৌলিক দিক- যথার্থ এবং অযথার্থ অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করেছেন তেমনই তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিক

কিয়েৰ্কেগার্ডও মানব অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মানব অস্তিত্বের তিন প্রকার স্তরের কথা বলেছেন। কিয়েৰ্কেকার্ড ছিলেন অস্তিবাদী দর্শনের জনক। তাঁর মূল কথা হল- "Individual is higher than Universal"। অর্থাৎ কিয়েৰ্কেগার্ডও ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি মানব অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মানুষের অস্তিত্বের তিনটি স্তরের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, মানুষ নিজের সমগ্র জীবনযাপন করতে গিয়ে একপ্রকার অস্তিত্বমূলক দ্বান্দ্বিকতার (existential dialectic) মধ্যে দিয়ে যায়। এর ফলে মানব অস্তিত্বের তিন প্রকার স্তর লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে Solomon বলেছেন, "In the existential dialectic, we confront three alternative ways of life, three fundamental commitments, for as Keirkegaard elsewhere title them, "views of life," "existential categories," "spheres of existence," "mode of existence," and "stages on life's way."[28]। অর্থাৎ এগুলিকে "views of life" বলা যেতে পারে, "existential categories" বলা যেতে পারে, "spheres of existence" বলা যেতে পারে, "mode of existence" বলা যেতে পারে অথবা "stages on life's way" ও বলা যেতে পারে। কিয়েৰ্কেগার্ড মানব অস্তিত্বের এই তিন প্রকার স্তরের ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাঁর দ্বন্দ্বতত্ত্বের (dialectical method) দ্বারা। তিনি বলেছেন মানুষ তার নিজের স্বাধীন নির্বাচনের মাধ্যমে অস্তিত্বের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আসে। অস্তিত্বের প্রথম স্তরের মধ্যে থাকা অসম্পূর্ণতা, অসঙ্গতি ব্যক্তিকে অস্তিত্বের দ্বিতীয় স্তরে নিয়ে যায়।

[28] Solomon, *From Rationalism to Existentialism*, 91.

Solomon তাঁর *From Rationalism to Existentialism* বই এ বলেছেন, কিয়েৰ্কেগার্ডের মতে কোন ব্যক্তি সারাজীবন একটি স্তরের মধ্যে নিজের সম্পূর্ণ জীবন কাটিয়ে দিয়ে পারে, বা প্রত্যেক স্তরের অসম্পূর্ণতা, অসঙ্গতি ব্যক্তিকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যেতে পারে। অস্তিত্বের এই তিন প্রকার স্তর হল- i) Aesthetic satge বা নান্দনিক স্তর, ii) Ethical Stage বা নৈতিক স্তর, iii) Religious stage বা ধর্মীয় স্তর।

Aesthetic satge বা নান্দনিক স্তরঃ

এই স্তর হল মানব অস্তিত্বের প্রাথমিক স্তর বা প্রথম স্তর। এই স্তরে মানুষ শুধু সুখের অনুসন্ধান করে। এই স্তরে ব্যক্তির জীবনের মূল মন্ত্র হল- 'Pursuit of pleasure' অর্থাৎ সুখকে অনুসন্ধান করা এবং সুখকে নিশ্চিত করা। এই আদর্শই নান্দনিক স্তরকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই স্তরে ব্যক্তির যা কিছু ভাললাগা, যা কিছু ব্যক্তিকে সুখ দেয় তাকেই ব্যক্তি পেতে চাই। এই সুখ হল তাৎক্ষণিক সুখ। এই স্তরে ব্যক্তি তাৎক্ষণিক সুখের পিছনে দৌড়ায়। তাই এই স্তরকে Solomon বলেছেন, "The aesthetic mode of existence is the life of pure 'immediacy'."[29]। অর্থাৎ এই নান্দনিক স্তর হল 'life of pure immediacy' বা সম্পূর্ণ তাৎক্ষণিকতার স্তর। এই স্তরে মানুষ কেবলমাত্র স্থূল সুখের পিছনেই ছোটে। এই স্তরকে একই সাথে তিনি বলেছেন '' বা 'অ-অনুধ্যানমূলক' কারণ এই স্তরে মানুষের মধ্যে কোনরকম অনুচিন্তন

[29] Solomon, *From Rationalism to Existentialism*, 93.

বা অনুধ্যান লক্ষ্য করা যায় না। তাই এই স্তরে কোনরকম নৈতিক আদর্শ বা নৈতিক অনুজ্ঞা স্বীকৃত নয়। কোনপ্রকার নৈতিক অনুচিন্তন মানুষের মধ্যে এই স্তরে না থাকায় কর্তব্য, অনুজ্ঞা, পরহিত ইত্যাদি কোন প্রকার ধারনাই মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। তাই বলে এই স্তরকে 'অবৌদ্ধিক' বা 'Unintelligent' বলা যায় না। কারণ এই স্তরে মানুষ অনেক কিছুই সৃষ্টি করতে পারে, যেমন- সাহিত্য, শিল্প, কবিতা, সঙ্গীত, চিত্র এমনকি দর্শনও সৃষ্টি করতে পারে। কারণ তাৎক্ষণিক সুখের অনুভূতি থেকে অনেক কিছুই উপলব্ধি ও সৃষ্টি করা সম্ভব। এই বিষয়ে Solomon বলেছে, "The aesthetic life, although essentially unreflective, need not be unintelligent, for it may consists in the enjoyment or even creation of music (Mozart) or poetry, or even philosophy, as long as there are enjoyed purely for their immediate satisfaction."[30]।

কিন্তু এই নান্দনিক স্তরে ব্যক্তি সারাজীবন থাকতে পারেনা। অধিকাংশ ব্যক্তিই এই স্তরকে অতিক্রম করে পরবর্তী স্তরে পৌঁছায় এবং অনেকে এই স্তরেই তার সমগ্র জীবন কাটিয়ে দেয়। এই স্তরে থাকতে থাকতে ব্যক্তি সত্তা সংকটের বিষয়টিকে অস্বীকার ও উপেক্ষা করতে পারে না। এই জীবনের পরিনতি স্বরূপ ব্যক্তি এক বিশেষ সংকটের সম্মুখীন হয়। এই সংকট হল তার নান্দনিক জীবনের একঘেয়েমি, অসন্তোষ, অপূর্ণতা ইত্যাদির সংকট। কেবলমাত্র সুখের অন্বেষণ করতে

[30] Solomon, *From Rationalism to Existentialism*, 93.

গিয়ে ব্যক্তি হতাশ হয়ে পরে এবং কোনপ্রকার কাঙ্খিত সন্তোষজনক অবস্থায় সে পৌছাতে পারে না। কোন প্রকার নৈতিক আদর্শ না থাকায় তার জীবন বিশৃঙ্খল ও অবিন্যস্ত হয়ে পড়ে। এবং এই হতাশা, অপূর্ণতা, একঘেয়েমি, বিরক্তি থেকে মুক্ত হবার জন্যই ব্যক্তি নৈতিক স্তরকে বেছে নেয়। ব্যক্তি মনে করে যে- শুভ-অশুভ, কল্যাণ-অকল্যাণ, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি পার্থক্য গুলো মেনে নেওয়ার মধ্যে দিয়েই সে এক সন্তোষজনক জীবনযাপন করতে পারবে। এভাবেই ব্যক্তি নান্দনিক স্তর থেকে নৈতিক স্তরে উপনিত হয়। কিয়ের্কেগার্ড মনে করেছেন এটিই ব্যক্তির স্বাধীন নির্বাচন।

Ethical Stage বা নৈতিক স্তরঃ

নান্দনিক স্তরের একঘেয়েমি, বিরক্তি, অসন্তোষ ইত্যাদি থেকে মুক্তি পাবার জন্য ব্যক্তি স্বাধীনভাবে বেছে নেই নৈতিক স্তরকে। এই স্তরকে বলা হয় ‘Reflective life’ বা ‘অনুধ্যানমূলক জীবন’। কারণ এই স্তরে ব্যক্তির অনুধ্যান বা অনুচিন্তন লক্ষ্য করা যায়। এই স্তরে ব্যক্তি ভাল-মন্দ, শুভ-অশুভ, কল্যাণ-অকল্যাণ, ন্যায়-অন্যায়, নৈতিক-অনৈতিক ইত্যাদি ধারনাগুলির মধ্যে পার্থক্য করার মধ্যে দিয়ে নিজের জীবনকে কল্যাণ বা মঙ্গলের ধারনার উপর প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। এ বিষয়ে Solomon বলেছেন, “Unlike aesthetic life, the ethical life is

characterized by reflection and self-appraisal, and with reflection one can appraise the meaningfulness of his life."[31]

কিয়ের্কেগার্ড এই স্তরে মানুষ নিজেকে একপ্রকার সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে চেনে। এবং এই স্তরে ব্যক্তি একটি নৈতিক আদর্শকে অবলম্বন করে একটি আদর্শনিষ্ঠ জীবনযাপনে আগ্রহী হয়। এই জন্য এই স্তরকে অনেক সময় সামাজিক জীবন বলে মনে করা হয়। এই স্তরে মানুষ নিজের আন্তঃজীবন নিয়ে চিন্তাভাবনা করে অর্থাৎ তার চিন্তাভাবনাই থাকে সে কতটা উন্নত জীবনযাপন করতে পারবে, কতটা পরিশীলিত জীবনযাপন করতে পারবে ইত্যাদি। এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ব্যক্তি উপলব্ধি করে যে, নৈতিক আদর্শকে অনুসরণের মধ্যে দিয়ে সে এক পরিশীলিত জীবনযাপন করতে পারবে। এই কারণে সে সামাজিক সত্তা হিসেবে নিজের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয়। সে স্বীকার করে সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে সে অন্যান্য সত্তার সাথে, অন্যান্য মানুষের সাথে এই সমাজে বাস করছে এবং অন্যান্য অপরের প্রতি তার একটা দায় আছে। এই দায় হচ্ছে তার 'নৈতিক দায়' বা 'Moral responsibility'। তাই মানুষ তার প্রতিটি আচরণকে নিয়ে অনুচিন্তন করে অর্থাৎ বিশ্লেষণ করে। পরিশীলিত, আদর্শনিষ্ঠ জীবনের প্রতি ব্যক্তির একটি আগ্রহ তৈরি হয় কারণ সে এক আনন্দময়, সন্তোষময় সুখের জীবনকে লাভ করতে চায়, পেতে চায়। এবং এই স্তরেই ব্যক্তি একপ্রকার দায়িত্ব অনুভব করে, যে দায়িত্ব শুধু তার নিজের প্রতি নয়, সমাজের প্রতি।

[31] Solomon, *From Rationalism to Existentialism*, 95.

এই নৈতিক আদর্শ বিষয়ে কান্টের নৈতিক দর্শনের সাথে কিয়েৰ্কেগার্ডের নৈতিক দর্শনের অনেক মিল পাওয়া যায়। কান্টও বলেছিলেন তাঁর নৈতিক দর্শন হল নৈতিক আদর্শ অনুযায়ী জীবনযাপন, এবং এই নৈতিক আদর্শকে হতে হবে সার্বিক এবং বিষয়গত বা 'objective' এবং তা হবে 'categorical' বা শর্তাধীন। কিন্তু কান্টের নীতি দর্শনে এই নৈতিক আদর্শ গুলির আদর্শ হল বুদ্ধি। তাই কান্ট যে নৈতিক আদর্শগুলির ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা হল বৌদ্ধিক ব্যাখ্যা বা Rational explanation । কিন্তু অস্তিবাদীরা মনে করেন এই নৈতিক মুল্যের উৎস আবেগও হতে পারে। আবেগও নৈতিকতার সৃষ্টি করতে পারে। মানুষের আবেগই ভাল-মন্দ, শুভ-অশুভ, কল্যাণ-অকল্যাণ, ন্যায়-অন্যায়, নৈতিক-অনৈতিক ইত্যাদি বোধগুলিকে সরাসরি ধরতে পারে। তাই অস্তিবাদীরা মনে করেন এগুলির উৎস হল 'Human emotion' বা মানুষের আবেগ। অন্যদিকে কান্ট মনে করতেন এই নৈতিক বোধ গুলির উৎস হল মানবীয় বুদ্ধি।

কিয়েৰ্কেগার্ড ব্যক্তিগত জীবনের তিনটি সম্পর্কের কথা বলেছেন, যার মাধ্যমে আমরা দায়, দায়িত্ব, নৈতিকতা, ন্যায়, অন্যায় ইত্যাদি বোধগুলি সম্পর্কে সচেতন হই। এই তিনপ্রকার সম্পর্ক হল- i) বন্ধুত্ব, ii) বৈবাহিক সম্পর্ক এবং iii) নিয়োগকর্তা ও নিয়োগীর সম্পর্ক। এই তিনপ্রকার সম্পর্কের মধ্যে তিনি বন্ধুত্বকে প্রথম রেখেছেন। তিনি বলেছেন বন্ধুর জন্য বন্ধুর দায়বদ্ধতা থাকে। দায়বদ্ধতার উপরই বন্ধুত্বের সম্পর্ক দাঁড়িয়ে থাকে। এই বন্ধুত্বের সম্পর্ক থেকেই পারস্পরিক বিশ্বাস, দায়বদ্ধতা, কর্তব্য,

ভাললাগা ইত্যাদি বোধগুলি আরও ভালভাবে জেগে ওঠে। দ্বিতীয়ত, তিনি বৈবাহিক সম্পর্কের কথা বলেছেন, কারণ বৈবাহিক সম্পর্কও দাঁড়িয়ে থাকে একে অপরের প্রতি বিশ্বাস, কর্তব্য ও দায়িত্বের উপর। তৃতীয়ত, তিনি নিয়োগকর্তা ও নিয়োগীর সম্পর্কের কথা বলেছেন কারণ এই প্রকার সম্পর্কও পারস্পারিক সম্মান, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, কর্তব্যের উপর দাঁড়িয়ে থাকে।

কিয়ের্কেগার্ড বলেছেন এই তিনটি সম্পর্কের কোন একটির মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি গেলেই সে নৈতিক আদর্শ ও কর্তব্য সম্পর্কে বুঝতে পারে। এবং এর মাধ্যমেই ব্যক্তি প্রাথমিকভাবে দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হয়। তিনি বলেছেন এই নৈতিক স্তরের মধ্যেও ব্যক্তি যেন সম্পূর্ণভাবে সুখী হতে পারেনা, কারণ বিশুদ্ধ নৈতিক জীবনযাপন করা বাস্তবে সম্ভব নয়। নানা রকম দ্বান্দ্বিকতা ব্যক্তির মধ্যে এই স্তরে লক্ষ্য করা যায় ফলে ব্যক্তি বাধ্য হয় পরবর্তী স্তরে প্রবেশ করতে। অস্তিত্বের এর পরবর্তী স্তর হল ধর্মীয় স্তর।

Religious stage বা ধর্মীয় স্তরঃ

কিয়ের্কেগার্ড বলেছেন ধর্মীয় স্তর হল মানব অস্তিত্বের সর্বোচ্চ এবং সর্বশেষ বা চরম স্তর। এই স্তরের পূর্বে নৈতিক স্তরে ব্যক্তি একপ্রকার আদর্শনিষ্ঠ জীবনযাপনে আগ্রহী হয়ে পড়ে। এই আদর্শনিষ্ঠ জীবন থেকেই ব্যক্তি অবসাদগ্রস্থ হয়ে

পড়ে, এই অবসাদ থেকে মুক্তি পাবার জন্য সে আর উচ্চতর কোন নীতির কথা ভাবতে পারে না। তখন ব্যক্তি এক অসীম ও পূর্ণ সত্তার কথা ভাবতে শুরু করে। এবং মনে এই এই পূর্ণ সত্তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলেই সে হয়তো পূর্ণতার স্বাদ উপলব্ধি করতে পারবে। তাই ব্যক্তি স্বাধীনভাবে ধর্মীয় জীবনকে নির্বাচন করে। এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মূল ভিত্তি হল 'বিশ্বাস' ও 'পাপবোধ'। নিজের সম্পর্কে পাপবোধ জাগলে তবেই ব্যক্তি ঈশ্বরের সম্মুখীন হয়। তাই ধর্মীয় স্তরকে বলা হয় পাপবোধের স্তর। এই পাপবোধ থেকেই ব্যক্তির ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস জন্মায়। এই বিশ্বাস থেকেই ব্যক্তি নিজেকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে। এই বিশ্বাস হল বা ব্যক্তিগত। কিয়ের্কেগার্ড বলেছেন নৈতিক আদর্শ ও বিশ্বাসের মধ্যে যদি দ্বন্দ্ব হয় তাহলে একজন ধর্মীয় স্তরে অবস্থানরত ব্যক্তির নৈতিক আদর্শকে উপেক্ষা করে বিশ্বাসকেই গ্রহন করতে হবে। বাইবেল থেকে একটি উদাহরন দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে- আব্রাহামের ছেলে ছিলেন ইজাক। আব্রাহাম তাঁর সমগ্র জীবন ঈশ্বরের নিকট সমর্পণ করেছিলেন। আব্রাহাম ঈশ্বরের দ্বারা আদিষ্ট হয়েছিলেন যে তার সন্তানকে ঈশ্বরের নিকট সমর্পণ করতে হবে। এই অবস্থায় আব্রাহাম একটি বিশেষ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। একদিকে একজন পিতা এবং সাধারন মানুষ হিসাবে তাঁর নৈতিক কর্তব্য তাঁর সন্তানকে রক্ষা করা, অপরদিকে একজন প্রকৃত ঈশ্বর বিশ্বাসী হিসেবে তাঁর উচিত তাঁর সন্তানকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করা। এই অবস্থায় আব্রাহাম যেহেতু ঈশ্বরের কাছে তাঁর সমগ্র জীবন সমর্পণ করেছেন তাই তিনি তাঁর সন্তানকে হত্যা করেন।

তাই কিয়েৰ্কেগার্ড বলেছেন ব্যক্তি যখন তার স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী ধর্মীয় জীবনকে বেছে নেয় এবং ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাশীল হয় তখন সে ভাল-মন্দ, শুভ-অশুভ, কল্যাণ-অকল্যাণ, ন্যায়-অন্যায়, নৈতিক-অনৈতিক ইত্যাদি দ্বন্দ্বগুলিকে অতিক্রম করে যায়। ধর্মীয় জীবনে ব্যক্তির সমগ্র ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমে অতিবাহিত হয়। ফলে এই স্তরে যে কোন নৈতিক আদর্শ ব্যক্তির কাছে অ-প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। একেই কিয়েৰ্কেগার্ড বলেছেন 'Teleological suspention of the Ethical' বা 'নৈতিকতার উদ্দেশ্যমূলক স্থিতিকরন'। কিয়েৰ্কেগার্ড বলেছেন একমাত্র 'বিশ্বাস' বা 'faith' এবং 'কষ্ট' বা 'suffering' মধ্যে দিয়ে আমি একা উপলব্ধির জগতে ঈশ্বরের সম্মুখীন হতে পারি। এই স্তরে ব্যক্তি তার যে কোন সংকল্পকে বিশ্বাসের জন্য ত্যাগ করতে রাজি থাকে। এই কারনে এই স্তরকে 'Life of faith and subjectivity' বলা হয়েছে। তিনি বলেছেন মানুষের সর্বশেষ লক্ষ্য হওয়া উচিত ঈশ্বরের নিকট নিজেকে সমর্পণ। অর্থাৎ তিনি ধর্মীয় জীবনকে ভীষণভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন।

মানব অস্তিত্ব সম্পর্কে হাইডেগার এবং কিয়েৰ্কেগার্ড এর এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে আমার আপাত দৃষ্টিতে কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে খুব সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে বলে মনে হয়েছে। যে পার্থক্য গুলি হাইডেগারের দর্শনের অভিনবত্ব প্রদান করে। প্রথমত, কিয়েৰ্কেগার্ড ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন। কিন্তু হাইডেগার এমনভাবে তাঁর বক্তব্যকে উপস্থাপন করেছেন যেখানে ঈশ্বর সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। দ্বিতীয়ত,

কিয়েৰ্কেগার্ড এবং হাইডেগার উভয়েই মানুষের স্বাধীনতা এবং বোধশক্তির (Understanding) উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু আমার মনে হয়েছে কিয়েৰ্কেগার্ডের দর্শনের ধর্মীয় স্তরে, যা মানুষের অস্তিত্বের সর্বোচ্চ স্তর, এই বোধশক্তি কোথাও যেন একপ্রকার বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। যেখানে মানুষের কোন প্রকার বিচার করার সামর্থ্য থাকে না। কিন্তু হাইডেগার মানুষের মধ্যে বোধশক্তির গুরুত্বকে কখনই অস্বীকার করেননি। বরং হাইডেগার মনে করতেন একজন অযথার্থ ভাবে অস্তিত্বশীল ব্যক্তিও এই বোধশক্তির দ্বারা অস্তিত্বের যথার্থ স্তরে ফিরে আসতে পারে, যথার্থ অস্তিত্বকে যাপন করতে পারে। তৃতীয়ত, হাইডেগার মানব অস্তিত্বকে বোঝাতে 'Dasein' শব্দটি ব্যবহারের ফলে মানব অস্তিত্বের সাথে জগতের একপ্রকার আবশ্যিক সম্পর্ককে নির্দেশ করেছেন। অর্থাৎ হাইডেগারের দর্শনে মানব অস্তিত্বের ক্ষেত্রে জগতের ভূমিকা স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু কিয়েৰ্কেগার্ডের দর্শনে মানব অস্তিত্বের সাথে জগতের কোনপ্রকার আলোচনা সেভাবে দেখা যায়নি। ফলে হাইডেগারের জগত-সম্পৃক্ত সত্তা হিসেবে মানব অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দেওয়াটিকে একটি অভিনব এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে আমার মনে হয়েছে। চতুর্থত, এই বিষয়টি ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়েছে যে, কিয়েৰ্কেগার্ডের দর্শনে ব্যক্তি যখন নিজের স্বরূপকে জানতে পারে, অর্থাৎ নিজের অপূর্ণতার উপলব্ধি হয়, নিজের কৃত কর্মের জন্য পাপবোধ হয় তখন ব্যক্তি এক পূর্ণ সত্তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে, সঁপে দেয়। অন্যদিকে হাইডেগারের দর্শনে ব্যক্তি যখন নিজের স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হয় অর্থাৎ যখন ব্যক্তিকে অযথার্থ অস্তিত্বের গ্লানি গ্রাস করে, মৃত্যুর উদ্বেগ তাকে তাড়া করে, তখন ব্যক্তি *das Man* কে পরিত্যাগ করে প্রকৃত অস্তিত্বের

স্তরে বা যথার্থ অস্তিত্বের স্তরে উপনিত হয়। এইভাবে দুই দার্শনিক তাদের দর্শনে মানব অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে আমার মনে হয় কিয়ের্কেগার্ডের ব্যাখ্যার তুলনায় হাইডেগারের ব্যাখ্যা অনেক বেশি অভিনবত্ব প্রদান করে এবং অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ।

জগত-সম্পৃক্ত সত্তা হিসেবে মানব অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দেওয়া হাইডেগারের দর্শনের অভিনবত্ব প্রদান করে। তিনি যেভাবে মানুষের অস্তিত্বের জন্য জগতের ভূমিকাকে ব্যাখ্যা করেছেন তা পরবর্তী অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়

মানব অস্তিত্বে জগত

তৃতীয় অধ্যায়

মানব অস্তিত্বে জগত

হাইডেগারের কাছে প্রধান সমস্যা হল সত্তার অর্থের সমস্যা। তিনি মনে করেছিলেন সত্তার প্রকৃত অর্থের স্বরূপ অনুধাবন করা যাবে মানবসত্তার অস্তিত্বের কাঠামোর গঠনগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এই মানবসত্তাকে বোঝাতে তিনি এক বিশেষ শব্দ তাঁর *Being and Time* এ ব্যবহার করেছেন, তা হল 'Dasein'। 'Dasein' একটি জটিল শব্দ যার অর্থ হল, এমন এক সত্তা যা জগতের মধ্যে রয়েছে বা এই অর্থে 'Being-in-the-world'। এই 'Being-in-the-world' কে 'জগত-সম্পৃক্ত সত্তা' হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। সুতরাং হাইডেগারকে অনুসরণ করে বলা যায় মানবসত্তা হল 'জগত-সম্পৃক্ত সত্তা', যা এই জগতের মধ্যে রয়েছে। ফলত বোঝা যাচ্ছে হাইডেগার মানব অস্তিত্বের ক্ষেত্রে মানবসত্তার সাথে জগতের এক প্রকার সম্পর্ককে নির্দেশ করতে চেয়েছেন। এবার মনে হতে পারে এই সম্পর্ক কি প্রকারের সম্পর্ক? কেন তিনি মানব অস্তিত্বের সাথে জগতকে যুক্ত করলেন? এই সকল প্রশ্নের উত্তর আমরা পাব জগত সম্পর্কে হাইডেগারের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনার মাধ্যমে।

হাইডেগার বলেছেন মানব অস্তিত্বকে জানতে গেলে জগতকে জানা অপরিহার্য। তবে এই 'জানা' কোন জ্ঞানীয় অর্থে জানা নয়। তিনি বলেছেন জগত হল 'Dasein' এর অপরিহার্য কাঠামো। এবং এই জগত মানুষের অস্তিত্বের কাঠামোর মধ্যে

রয়েছে। তাই Solomon বলেছেন, " "The World," in this special sense, is an essential characteristic or structure (*an existential*) of Dasein."[1]। তাই তাঁর কাছে মানব অস্তিত্ব মানেই 'জগত-সম্পৃক্ত' মানব অস্তিত্ব। হাইডেগার বলেছেন মানুষের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে জগত হল অপরিহার্য কিন্তু জগতে অবস্থিত অন্যান্য সত্তা বা পদার্থগুলি মানুষের অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য নয়। তিনি বলেছেন তাঁর পূর্বে অন্যান্য দার্শনিকরা জগত সম্পর্কে জ্ঞানীয় সম্পর্কের (Cognitive relation) কথা বলেছেন। অর্থাৎ তাঁর পূর্বে মনে করা হতো জগত হল আমার জ্ঞানের বিষয় এবং জগতের সাথে আমার যে সম্পর্ক তা হল জ্ঞানীয় সম্পর্ক (Cognitive relation)। এবং তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিকদের জগত সম্পর্কে এই প্রকার ব্যাখ্যাকে তিনি ভুল ব্যাখ্যা বলে মনে করেছেন। তাই Solomon বলেছেন , "It has been the traditional mistake of philosophers to suppose that our *consciousness* of the world is primarily a knowing of the world (compare Descartes, Kant, and Husserl)."[2]। তাই হাইডেগার মানবসত্তাকে বোঝাতে 'Dasein' নামক শব্দটি ব্যবহার করেছেন যার দ্বারা এই বিষয়ী-বিষয় দ্বৈততা দূরীভূত হয়ে যায়। 'Dasein' শব্দটি ব্যবহার করে তিনি মূলত মানুষের সাথে জগতের আবশ্যিক ও প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক সম্পর্ককে বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন মানুষের সাথে জগতের প্রাথমিক বা মুখ্য সম্পর্ক কখনও জ্ঞানীয় সম্পর্ক হতে পারে না, তা হল ব্যবহারিক সম্পর্ক। 'Dasein' শব্দটি ব্যবহারের ফলে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে মানবসত্তা

[1] Robert C. Solomon, *From Rationalism to Existentialism* (New York: Haspers & Row Publishers, 1972), 202.
[2] Ibid., 203-204.

আত্ম-অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, সে নিজের এবং জগত সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। হাইডেগার বলেছেন মানুষ হল জগতে নিক্ষিপ্ত এক সত্তা। মানুষের অস্তিত্ব হল জগত সাপেক্ষ। বিষয়টিকে এভাবেও বলা যায়, জগতের সত্তার মাঝেও আমি আছি এবং আমার সত্তার মাঝেও জগত আছে। জগতকে বাদ দিয়ে মানুষের অস্তিত্ব অসম্পূর্ণ। কারণ জগতই একমাত্র ক্ষেত্র মানুষের সম্ভাবনাগুলি রূপায়নের জন্য। এই অর্থে 'Being-in-the-world' শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন। এবার মনে হতে পারে এখানে এই 'in' শব্দটি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? এই 'in' শব্দটি কি কোন বিশেষ তাৎপর্যকে সূচিত করে? এই 'in' শব্দটি তিনি কি অর্থে ব্যবহার করেছেন তা দুটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য আলোচনার মাধ্যমে বোঝা যেতে পারে। এই দুটি শব্দ হল- 'Being-in-the-world' এবং 'Apples are in the box'। এখানে দুটি ক্ষেত্রেই 'in' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু দুই স্থানে 'in' শব্দটি দুই রকম অর্থকে সূচিত করে। প্রথমত, প্রথম ক্ষেত্রে অর্থাৎ 'Being-in-the-world' এ 'in' শব্দটি আবশ্যিক সম্পর্ককে নির্দেশ করে কারণ জগত থেকে মানুষকে আলাদা করা যাবে না। অন্যদিকে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ 'Apples are in the box' এ 'in' শব্দটি আপতিক সম্পর্ককে নির্দেশ করে। আপেল এবং বাক্সের মধ্যে আপতিক সম্বন্ধ কারণ তাদের একটিকে অন্যটির থেকে আলাদা করা যায় এবং একে অপরের থেকে আলাদা থাকতে পারে।

দ্বিতীয়ত, 'Being-in-the-world' বাক্যে জগত ও মানুষের মধ্যে যে সম্পর্ক তা হল পূর্বতঃসিদ্ধ বা 'a priori' কারণ মানুষের অস্তিত্বের গঠনের মধ্যেই

জগত রয়েছে। সুতরাং জগতের অস্তিত্ব কোন অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝতে হয় না। আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হওয়া মানেই আমার জাগতিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। অপরদিকে আপেল ও বাক্সের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা হল অভিজ্ঞতা নির্ভর। কারণ আপেলগুলি বাক্সের মধ্যে রয়েছে কিনা তা দেখার জন্য আমার অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। সুতরাং 'Apples are in the box' বাক্যে যে প্রকার সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে তা পূর্বতঃসিদ্ধ বা 'a priori' নয়।

তৃতীয়ত, আপেলের অস্তিত্বের জন্য বাক্স অপরিহার্য নয়, কারণ বাক্সকে আমরা স্থগিত রাখতে পারি। কিন্তু অন্যদিকে মানুষের অস্তিত্বের জন্য জগত হল অপরিহার্য। তাই জগতকে কখনই বন্ধনীর মধ্যে রাখা যাবে না। জগত ও মানুষের মধ্যে সম্পর্ক হল অবিচ্ছেদ্যের সম্পর্ক বা 'Inalienable relation', এক্ষেত্রে এদের একটিকে অন্যটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তাই জগত ও মানুষের মধ্যে যে সম্পর্ক তা হল 'Primary relation' বা আদি সম্পর্ক বা মুখ্য সম্পর্ক। তিনি বলেছেন তাঁর আগে জগতের সাথে মানুষের জ্ঞানীয় সম্পর্কের কথা বলা হতো। এই জ্ঞানীয় সম্পর্ক বা 'Cognitive relation' হল একপ্রকারের তাত্ত্বিক সম্পর্ক, যেখানে বিষয়ী এবং বিষয় আলাদা। এই জ্ঞানীয় সম্পর্ক ছাড়াও তিনি আর এক প্রকারের সম্পর্ক স্বীকার করেছেন তা হল ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক সম্পর্ক। এই ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক সম্পর্কই তাঁর কাছে প্রাথমিক সম্পর্ক। ব্যবহারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিষয়ী এবং বিষয় আলাদা হতে পারে না, তারা পরস্পর সম্পৃক্ত। ব্যবহারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষ সব

সময় অবহিত। তাই তিনি বলেছেন এই ব্যবহারিক সম্পর্কটা হল মুখ্য এবং জ্ঞানীয় বা তাত্ত্বিক সম্পর্কটা হল গৌণ। তিনি জ্ঞানীয় সম্পর্ক বা তাত্ত্বিক সম্পর্ককে অস্বীকার করেননি, তিনি বলেছেন এটি হল গৌণ এবং এটিকে প্রাথমিক সম্পর্ক বা ব্যবহারিক সম্পর্ক থেকে পাওয়া যায়। এই জন্য হাইডেগার বলেছেন, "Man is practically bound up with the world."। এ বিষয়ে M. King বলেছেন, "The original disclosure of man's own being in a relational-whole constitutes the fundamental structure of his being as being-in-the-world."[3]

হাইডেগার বলেছেন জগতের প্রতি মানুষের যে প্রাথমিক মনোভাব তা হল ব্যবহারিক মনোভাব। এর ফলে মানুষ জগতের বিভিন্ন বস্তুর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে। এবং মানুষ তার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য জগতের অন্যান্য বস্তুগুলিকে ব্যবহার করতে শেখে। ফলে জগতের বস্তুগুলির প্রতি মানুষের একপ্রকার আগ্রহ তৈরি হয়। এ বিষয়ে Solomon বলেছেন, "Heidegger characterizes these general 'practical' attitudes as *concern* (*Besorge*)."[4]। হাইডেগার জগতের বস্তুগুলির প্রতি এই ব্যবহারিক মনোভাবকে *concern* বলেছেন। তিনি বলেছেন মানুষ জগতের মধ্যে যে সমস্ত বস্তুকে তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করে, সেগুলিকে নিছক বস্তু বা 'thing' বলা যাবে না। তিনি সেগুলিকে যন্ত্র বা 'equipment' বলেছেন। Solomon বলেছেন, "Being-in-the-world is primarily using entities, and

[3] Magda King, *Heidegger's Philosophy* (New York: The Macmillan Company,1964), 71.
[4] Solomon, *From Rationalism to Existentialism*, 204.

the entities thus encountered are not *things*: *we shall call those entities which we encountered in concern* 'equipment'."[5]। ফলে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে হাইডেগারের কাছে বস্তু বা 'thing' এবং যন্ত্র বা 'equipment' এর মধ্যে পার্থক্য আছে। Dreyfus বলেছেন, "Heidegger first notes that we do not usually encounter (use, talk about, deal with) "mere things," but rather we use things at hand to get something done. These things he calls "equipment" [*Zeug*], in a broud enough sense to include whatever is useful: tools, materials, toys, clothing, dwellings, etc."[6]। হাইডেগার বলেছেন তাঁর পূর্বে অধিকাংশ দার্শনিকই একটি বচনকে বিশ্লেষণাতীতভাবে সত্য বলে ধরে নিয়েছিলেন। বচনটি হল- "The world is full of things."। অর্থাৎ এই জগত হল অসংখ্য বস্তুর সমষ্টি। এবং এই বস্তুগুলিকে সরাসরি জানা যায়, অর্থাৎ এই বস্তু গুলির সাথে আমার সম্পর্ক হল জ্ঞানীয় সম্পর্ক। কিন্তু হাইডেগার বলেছেন এই সব বস্তুকে সরাসরি জানা যায় না, জানি সেগুলিকে ব্যবহার করার মাধ্যমে। তিনি বলেছেন একটি বস্তুকে ব্যবহার করার পর সেই বস্তু সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান হয়, এই জ্ঞান হল যন্ত্রের জ্ঞান। তিনি আরও বলেছেন এই 'বস্তুর' ধারণা হল একটি আরোহণমূলক ধারণা বা প্রাপ্ত ধারণা, যা আমরা আরোহণ করি 'যন্ত্রের' ধারণা থেকে। সুতরাং যন্ত্রের ধারণা থেকে আমরা বস্তুর ধারণা লাভ করি।

[5] Solomon, *From Rationalism to Existentialism*, 203-204.
[6] Hubert L. Dreyfus, *Being-in-the-World* (Cambridge: The MIT Press, 1972), 62.

তাই হাইডেগার বলেছেন, "The notion of *thinghood* is a derivative concept, derivative of the concept of the *equipment*."[7]

হাইডেগারের কাছে জগতটা একটা যন্ত্র বা 'equipment' বা 'tool', যা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহৃত হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি বস্তু বা 'thing' এবং ব্যবহার যোগ্য যন্ত্র বা 'equipment' এর মধ্যে তফাৎ করেছেন। পার্থক্যগুলি এভাবে আলোচনা করা যায়-

প্রথমত, বস্তু বা 'thing' এর কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ থাকে বা লক্ষণ দেওয়া যায়। যেমন- দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, বিস্তৃতি, আকার ইত্যাদি হল বস্তু বা 'thing' এর লক্ষণ। এই লক্ষণগুলির সাহায্যে আমরা বস্তুকে চিনে থাকি, পরিচয় দিয়ে থাকি। অপরদিকে যন্ত্র বা 'equipment' এর এইরকম কোন লক্ষণ দেওয়া যায় না বা নিজস্ব কোন লক্ষণ নেই। যন্ত্রকে শুধুমাত্র নিজস্ব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করা হয়। যন্ত্রের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য হল একটিই কোন উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহৃত হওয়া। তাই যন্ত্রের উপরে কোন লক্ষণ আরোপ হয় না, লক্ষণ আরোপ হয় বস্তুর উপর। তাই হাইডেগারের কাছে যন্ত্র মানেই ব্যবহার যোগ্য যন্ত্র।

[7] Solomon, *From Rationalism to Existentialism*, 204.

দ্বিতীয়ত, বস্তু বা ‘thing’ হল “context free”, অর্থাৎ ‘প্রসঙ্গ নিরপেক্ষ’। প্রসঙ্গ নিরপেক্ষতা বস্তুর একটি লক্ষণ। ‘প্রসঙ্গ নিরপেক্ষ’ কথাটির অর্থ হল কোন বস্তুকে চিনতে গেলে বা সংজ্ঞা দিতে গেলে কোন কিছুর প্রসঙ্গ প্রয়োজন হয় না। যখন আমরা কোন বস্তু টেবিল এর কথা বলি তখন অন্য কোন প্রসঙ্গের প্রয়োজন হয় না বরং ওই টেবিল নামক বস্তুটিকে কতকগুলি গুনের সাহায্যে ব্যাখ্যা করি। তাই বস্তু বা ‘thing’ হল “context free”। অন্যদিকে ‘equipment’ বা যন্ত্র হল “context dependent” বা প্রসঙ্গ সাপেক্ষ। যন্ত্র মানেই ব্যবহার যোগ্য যন্ত্র, যা বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহৃত হয়। এখন কোন অবস্থায়, কোন পরিস্থিতিতে একটি যন্ত্র কোন উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহৃত হবে তা প্রসঙ্গের উপর নির্ভর করে। একটা যন্ত্রকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করতে পারি। জগতের সাথে আমার ব্যবহারিক সম্পর্ক তাই অনেক রকম পরিস্থিতির মুখোমুখি আমাদের হতে হয়। সেই কারনে যন্ত্র হল “context dependent” বা প্রসঙ্গ সাপেক্ষ।

তৃতীয়ত, বস্তু বা ‘thing’ হল নৈর্ব্যক্তিক, যা ব্যক্তির উপর নির্ভর করে না। যেমন- টেবিলের সাধারন ধারণা সবার কাছে সমান। কারণ ব্যক্তির সাথে বস্তুর কোন সম্পর্ক নেই। টেবিল নামক বস্তুর সাথে ব্যক্তির কোন সম্পর্ক নেই, বস্তু টেবিল হল ব্যক্তি নিরপেক্ষ। অপরদিকে যন্ত্র যেহেতু প্রসঙ্গ সাপেক্ষ তাই তা ব্যক্তি সাপেক্ষ। কারণ যন্ত্র নিজে ক্রিয়া করতে পারে না। যন্ত্রকে ব্যবহার করতে হয় উদ্দেশ্য পূরণের জন্য। যখন আমি একটি পেনকে ব্যবহার করি কিছু লিখতে তখন পেনটি আমার কাছে

যন্ত্ররূপ। এবং এর পেনটির সাথে আমার একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তা হল ব্যবহারিক সম্পর্ক। তাই যন্ত্র হল ব্যক্তি সাপেক্ষ।

চতুর্থত, বস্তুর সাথে আমার বাহ্যিক সম্পর্ক বা 'external relation'। জগতকে যখন বস্তু হিসেবে দেখবো তখন জগতের সাথে আমার বাহ্যিক সম্পর্ক। এবং জগতকে আমি ব্যাখ্যা করবো কতকগুলি লক্ষণ দিয়ে। হাইডেগার বলেছেন পাশ্চাত্য দর্শনে জগত বিষয়ে বা জগতের সাথে আমাদের সম্পর্ক বিষয়ে যে সব তত্ত্বগুলি আছে সেখানে জগতকে বস্তু হিসেবে দেখা হয়েছে বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে। তিনি বলেছেন তাঁর পূর্বে সবাই বস্তুরূপী জগতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু জগতের সাথে আমাদের কোন বাহ্যিক সম্পর্ক নেই। যন্ত্ররূপী জগতের সাথে আমাদের আন্তঃসম্পর্ক বা 'Internal relation'। কারণ যন্ত্রকে বাদ দিয়ে আমরা আমাদের কর্মের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারিনা। যেমন- যে চসমাটা দিয়ে আমি দেখি, যা আমার বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করে সেটি আমার কাছে বস্তু নয়, যন্ত্র। এবং এই চসমাটা আমার থেকে আলাদা নয়। এইরূপ যন্ত্ররূপী জগতও আমার থেকে আলাদা নয়, আমার অস্তিত্বের মধ্যেই তার অবস্থান।

পঞ্চমত, বাহ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিষয়ী-বিষয় সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ জগতটা যখন আমার কাছে বস্তু তখন জগত আমার কাছে বিষয় এবং আমি

হলাম বিষয়ী। কিন্তু যন্ত্রের সাথে আমার বিষয়ী-বিষয় সম্পর্ক নয়। যন্ত্র আমার কাছে কোন বিষয় নয়। অর্থাৎ জগত যখন যন্ত্র তখন তা আমার কাছে কোন বিষয় নয়, বরং তাকে বাদ দিয়ে আমি অসম্পূর্ণ।

ষষ্ঠত, হাইডেগারের মতে বস্তুগুলি বস্তু হিসেবে পরস্পর একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন। যেমন- বস্তুরূপী চেয়ার, বস্তুরূপী টেবিল থেকে পরস্পর ভিন্ন। এদের নিজেদের মধ্যে কোন আন্তঃসম্পর্ক নেই। অন্যদিকে যন্ত্রগুলির মধ্যে কিন্তু আন্তঃসম্পর্ক আছে। কারণ একটি যন্ত্র অপর একটি যন্ত্রের উপর নির্ভর করে। এভাবেই তারা একে অপরের সাথে যুক্ত। এভাবে জগতে যন্ত্রজালের সৃষ্টি হয়।

সুতরাং মূল কথা হল হাইডেগার তাঁর দর্শনে জগতকে যন্ত্র বা ‘equipment’ রূপে দেখেছেন। এই যন্ত্রের সাথে মানুষের সম্পর্ক হল ব্যবহারিক সম্পর্ক। এই অর্থে একটি কলম যেটি দিয়ে আমি লিখি সেটি হল যন্ত্র। কারণ এই কলমটি দিয়ে আমি কিছু লিখতে চাই, এবং এই কারণে আমি কলমটিকে ব্যবহার করি আমার বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য। এই ব্যবহারিক সম্পর্ককে বোঝাতে বলা যেতে পারে- “I deal with the pen” অথবা “I use the pen”। কিন্তু আমাকে যদি এই কলমটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় তাহলে আমার উদ্দেশ্য পূরণ ব্যাহত হবে। তিনি বলেছেন জন্মের পর থেকে মানব সত্তা এই জগতের সম্মুখীন হয় এবং কোন না কোন

উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জগতকে যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে চলে। হাইডেগার বলেছেন এই জগত শুধু যন্ত্র নয়, এই জগত হল যন্ত্র জাল। এই জগতের প্রতিটি বস্তু অন্য বস্তুকে নির্দেশ করে। Dreyfus বলেছেন, "Equipment always refers to other equipment...An "item"of equipment is what it is only insofar as it refers to other equipment and so fits in a certain way into an "equipmental whole"."[8]। এভাবেই সৃষ্টি হয় যন্ত্রজালের। যেমন- কলম দিয়ে লিখতে গেলে কলম, খাতা, কালি, টেবিল ইত্যাদি যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। এভাবেই জগতে একটি যন্ত্র অন্য যন্ত্রকে নির্দেশ করে- "Equipment–in accordance with its equipmentality—always is in term of its belonging to other equipment: inkstand, pen, ink, paper, blotting pad, table, lamp, furniture, windows, doors, room."[9]। হাইডেগার বলেছেন তাঁর পূর্বে জগতকে বস্তু হিসেবে দেখা হতো। কিন্তু তিনিই প্রথম বললেন জগত হল যন্ত্ররূপ তাই জগতের সাথে মানুষের সম্পর্ক হল ব্যবহারিক সম্পর্ক। তিনি বলেছেন একমাত্র মানুষই জগতকে যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। এজন্যই মানুষের সাথে অন্যান্য সত্তার পার্থক্য আছে। একমাত্র মানুষেরই 'Ontological existence' আছে। একমাত্র মানুষই নিজের সম্পর্কে এবং জগত সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে পারে, জগতকে পরিবর্তন করতে পারে এবং জগতের সাথে তার ব্যবহারিক সম্পর্ক বিষয়ে অবহিত হতে পারে। তিনি বলেছেন আমাদের জগতের এই ব্যবহারিক জ্ঞান সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করতে

[8] Dreyfus, *Being-in-the-World*, 62.
[9] Ibid., 62.

হবে। অর্থাৎ আমাদের জগতকে ব্যবহার করার বিষয়ে সাবধান হতে হবে। এই ব্যবহারিক সাবধানতাকে তিনি বলেছেন 'Circumspection'। জগত সম্পর্কে এই ব্যবহারিক সাবধানতা অবলম্বন না করলে জগতের মধ্যে থাকা যন্ত্রগুলি নিছক বস্তুতে পরিণত হতে পারে। তিনি বলেছেন তিন ধরনের বাঁধা পেলে যন্ত্র কোন কোন সময় বস্তুতে পরিণত হয়। এই তিন ধরনের বাধা হল- i) Conspicuousness, ii) Obtrusiveness, এবং iii) Obstinacy।

i) Conspicuousness: এটা হল একপ্রকারের বাধা। যখন কোন যন্ত্র ব্যবহারিক দিক থেকে অনুপযোগী হয়ে পড়ে বা অযোগ্য হয়ে পড়ে তাহলে ওই যন্ত্রটি নিছক একটি বস্তুতে পরিণত হয়। Dreyfus বলেছেন, "Conspicuousness presents the available equipment as in a certain unavailableness."[10]। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে- ধরাযাক একটি কলম দিয়ে আমি লিখছিলাম, হঠাৎ করে কলমের নিপটি নষ্ট হয়ে গেল। এই অবস্থায় আর কলমটি দিয়ে লেখা যাচ্ছে না। অর্থাৎ কলমটিকে আমি যে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছিলাম, কলমটি দিয়ে সেই উদ্দেশ্য আর পূরণ হচ্ছে না। এই অবস্থায় কলমটি যন্ত্র থেকে নিছক বস্তুতে পরিণত হয়ে যায়।

ii) Obtrusiveness: যে কলমটি দিয়ে আমি লিখছিলাম সেটি যদি হারিয়ে যায় তাহলে ওই কলমটি আর আমার কাছে ব্যবহার যোগ্য কোন বস্তু নয়। কারণ পরে

[10] Dreyfus, *Being-in-the-World,*71.

যখন আমি সেই কলমটিকে খুঁজবো অর্থাৎ কলমটির কথা মনে করবো তখন আমি কলমটির কতকগুলি গুনের কথা মনে করবো। মনে করবো কলমটি একটি বিশেষ রঙের ছিল, বেশ বড় ছিল, এবং খুব ভালো লেখা যেত। এগুলি সবই হল বস্তু কলমের বর্ণনা। এক্ষেত্রে কলমটির ব্যাখ্যা আমি তাত্ত্বিক দিক থেকে দিই। কলমের ব্যবহারিক দিকটি আর সামনে আসে না। ফলে কলমটি যন্ত্র থেকে নিছক বস্তুতে পরিণত হয়।

iii) Obstinacy: হাইডেগার বলেছেন যন্ত্রের জগতে যা আমার বাধার সৃষ্টি করে বা করছে তা আমার কাছে বস্তুরূপে গৃহীত হয়। অর্থাৎ যন্ত্রের জগতে যা আমার উদ্দেশ্য সাধনে বাধা দিচ্ছে তা বস্তুরূপে গৃহীত হয় আমার কাছে। এ বিষয়ে Dreyfus বলেছেন, "Heidegger claims that when things are functioning smoothly, "the assignments themselves are not observed; they are rather 'there' and we concernfully submit ourselves to them. But when an assignment has been disturbed—when something is unusable for some purpose—then the assignment becomes explicit."[11]। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে- ধরাযাক একটি বই দীর্ঘদিন ধরে আমার কম্পিউটার টেবিল এ আছে, যেটির বিষয়ে আমার কোন নজর নেই। কিন্তু যে মুহূর্ত থেকে বইটি আমার কম্পিউটারটিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করাতে বাধার সৃষ্টি করবে, সেই মুহূর্ত থেকে সেটি আমার কাছে নিছক একটি বস্তু বলে গন্য হবে।

[11] Dreyfus, *Being-in-the-World,*72.

এই প্রসঙ্গে Solomon তাঁর *From Rationalism to Existentialism* বই এ দার্শনিক Gilbert Ryle এর দুই প্রকার জ্ঞান- 'knowing how' এবং 'knowing that' এর সাথে হাইডেগারের যন্ত্রের ধারণা এবং বস্তুর ধারণার মধ্যে একপ্রকার সাদৃশ্য দেখাতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে প্রথম প্রকার জ্ঞানটি অর্থাৎ 'knowing how' হল কর্মকৌশল অর্থে জানা বা জ্ঞান। অন্যদিকে 'knowing that' হল বাচনিক অর্থে জানা বা জ্ঞান। প্রথম প্রকার জ্ঞানটিকে অর্থাৎ 'knowing how' কে যন্ত্র বা 'equipment' এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় কারণ যন্ত্রের প্রতি আমাদের যে জ্ঞান তা হল ব্যবহারিক জ্ঞান বা 'practical knowledge'। অন্যদিকে দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞানটি অর্থাৎ 'knowing that' কে বস্তু বা 'thing' এর প্রতি ব্যবহার করা যায়। এই প্রকার জ্ঞান হল বস্তুর বর্ণনামূলক জ্ঞান, যা বস্তুর স্বরূপকে বর্ণনা করে। হাইডেগার বলেছেন যন্ত্রের ক্ষেত্রে তার স্বরূপের বর্ণনা আদৌও প্রযোজ্য নয় কারণ যন্ত্রের একটিই বৈশিষ্ট্য তা হল ব্যবহার ক্রিয়া। ক্রিয়া বা ব্যবহার না থাকলে একটি যন্ত্রকে আর যন্ত্র বলা যায় না। তাই যন্ত্র মানেই ব্যবহারযোগ্য যন্ত্র। হাইডেগার বলেছেন যন্ত্রের যে ব্যবহারিক জ্ঞান তা হল মৌলিক জ্ঞান অন্যদিকে বস্তুর যে বর্ণনামূলক জ্ঞান তা হল অমৌলিক বা উৎপন্ন জ্ঞান। Solomon বলেছেন, "...we have also claim (that is, Heidegger has claimed) that equipment and 'knowing how' are primitive, while things and 'knowing that' is

derivative."[12]। হাইডেগার আরও বলেছেন আমরা বস্তুর ধারণাকে যন্ত্রের ধারণা থেকে পেতে পারি কিন্তু যন্ত্রের ধারণাকে বস্তুর ধারণা থেকে পাওয়া কখনই সম্ভব নয়- "One can derive a thing view from an equipment concern, but one cannot derive equipment concern from a thing view."[13]।

সুতরাং স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে হাইডেগার বলেছেন এই জগতে দুই প্রকারের বস্তু আছে- ব্যবহার যোগ্য বস্তু বা যন্ত্র (equipment) এবং সাধারন বস্তু (thing)। এই দুই প্রকারের বস্তুর মধ্যে তিনি প্রথম প্রকারের বস্তু অর্থাৎ ব্যবহার যোগ্য বস্তু বা যন্ত্রের প্রতিই বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই ব্যবহার যোগ্য বস্তু বা যন্ত্রকে তিনি বলেছেন 'ready-to-hand' (Zuhanden) বা হাতের কাছে তৈরি সত্তা। অন্যদিকে নিছক বস্তুকে (thing) তিনি বলেছেন 'present-at-hand' (Vorhanden) বা হাতের কাছে উপস্থিত সত্তা। তিনি বলেছেন যে কলমটি দিয়ে আমি লিখছি, সেটি হল হাতের কাছে তৈরি ব্যবহার যোগ্য বস্তু বা 'ready-to-hand-equipment', যা আমার ব্যবহারিক প্রয়োজন সাধন করে। কিন্তু এই কলমটি যদি কোন কারনে তার যান্ত্রিকতা হারিয়ে ফেলে তাহলে এই কলমটি নিছক বস্তুতে পরিণত হবে। তখন কলমটিকে নিছক বস্তু বা 'present-at-hand' বা হাতের কাছে উপস্থিত সত্তা হিসেবে দেখা হবে। হাইডেগার বলছেন এই 'ready-to-hand', 'present-at-

[12] Solomon, *From Rationalism to Existentialism*, 206.
[13] Solomon, *From Rationalism to Existentialism*, 206.

hand' এ পরিণত হতে পারে। তাই জগত বিষয়ে, জগতকে ব্যবহার করার বিষয়ে আমাদের বিশেষ সাবধানতা অবলম্বল করতে হবে।

পরিশেষে এটাই বলা যায়, জগত সম্পর্কে হাইডেগারের মূল কথা হল- জগত কোন বস্তু নয়, জগত হল যন্ত্ররূপ। এই জগত মানুষের অস্তিত্বের কাঠামোর মধ্যে রয়েছে। জগতকে বাদ দিয়ে মানুষের কোন অস্তিত্ব হয় না। এই জগতের সাথে মানুষের সম্পর্ক হল ব্যবহারিক সম্পর্ক, কোন জ্ঞানীয় সম্পর্ক নয়। জগতে অবস্থিত বিভিন্ন ব্যবহারযোগ্য বস্তুগুলিকে মানুষ ব্যবহার করে তার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য। এই ব্যবহার যোগ্য বস্তুগুলিকে তিনি যন্ত্র বলেছেন। তিনি বলেছেন বিশেষ কতকগুলি কারনে যন্ত্র বস্তুতে পরিণত হতে পারে। তাই জগত সম্পর্কে আমাদের ব্যবহারিক সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এভাবেই তিনি মানব অস্তিত্বের সাথে জগতের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করেছেন।

এবার দেখা যাক জগত সম্পর্কে হাইডেগারের যে অভিমত তা তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিক হুসার্লের মত অপেক্ষা কতটা পৃথক। তাই এবার জগত সম্পর্কে হুসার্লের মতটি জেনে নেওয়া যাক। হুসার্ল ছিলেন 'Phenomenology' দর্শনের প্রধান জনক। 'Phenomenology' হল আমাদের চেতনাই যা কিছু প্রকাশিত হয় বা প্রকাশিত হওয়ার যোগ্য সে সব কিছুর আলোচনা। এককথাই 'Phenomenology'

হল বিশুদ্ধ চেতনার দর্শন। হুসার্ল দর্শনে তিনটি উল্লেখযোগ্য বিভাগের কথা বলেছেন, সেগুলি হল- 'Epistemology' বা জ্ঞানতত্ত্ব, 'Ontology' বা সত্তাতত্ত্ব, এবং 'Metaphysics' বা অধিবিদ্যা। হুসার্লের 'Phenomenology' সত্তাতত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে। তাদের কাছে কোন বিষয়ের সত্তা বা অস্তিত্ব আছে কিনা তা হল গৌণ। অন্যদিকে হুসার্লের এই 'Phenomenology' হল কঠোর বিজ্ঞান (Rigorous Science)। আবার একেই তিনি বলেছেন সকল প্রকার পূর্বস্বীকৃতিবিহীন অনুসন্ধান। তিনি বলেছেন এই বিশুদ্ধ চেতনার প্রকাশ ঘটাতে গেলে আমাদের স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে নিষ্ক্রিয় করতে হবে। তিনি বলেছেন এই স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি হল আমাদের একপ্রকার পূর্বস্বীকৃতি। এবার মনে হতে পারে এই স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি কি? এই সম্পর্কে হুসার্ল তাঁর *Ideas* (Vol-I) গ্রন্থে 'Natural Stand Point' বা প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গির বর্ণনা দিয়েছেন। প্রাকৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি হল জীবনের প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ প্রাকৃতিক জীব হিসেবে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি। একে স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি বলা হচ্ছে কারণ জীবনের প্রথম দিক থেকে আমরা এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাস করি, তার জন্য আমাদের কোন বিশেষ সচেতনতা থাকে না।

এই প্রাকৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি হল একপ্রকার সহজাত দৃষ্টিভঙ্গি, যার বিষয় হল জগত। বলা হয় যে এই প্রাকৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি হল জগতের প্রতি আমার আদি দৃষ্টিভঙ্গি বা জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গি সব কিছুর পূর্ববর্তী। আমরা আমাদের স্বাভাবিক

বা প্রাকৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দিয়ে যে জগতকে পাই তা হল স্বাভাবিক জগত। এই স্বাভাবিক জগত কোন কিছুকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনা, এই জগত হল প্রদত্ত জগত।

এবার এই স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জগতকে হুসার্ল কীভাবে দেখেছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করছি। প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক জগত হল স্থায়ী ও সর্বব্যাপী জগত। আমি আমার কল্পনা থেকেই বিশ্বাস করি আমার জন্মের আগেও এই জগত ছিল এবং আমার মৃত্যুর পরেও এই জগত থাকবে। আমার থাকা বা না থাকার উপর জগতের থাকা বা না থাকা নির্ভর করে না। বরং জগতের কোন অস্তিত্ব না থাকলে আমারও কোন অস্তিত্ব থাকবে না, এমনটাই সুনিশ্চিত। এই জগত আমাকে সবদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। এই জগতে আমি আছি এবং আমার মতো আরও অনেকে আছে। আছে অসংখ্য রকমের জীব ও বস্তু। তাদের সাথে আমার এক প্রকার সম্পর্ক আছে। তাই জগতকে কোনভাবে অস্বীকার করা যায় না।

এই স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আমার সাথে জগতের সম্পর্ক কি রূপ হবে? এই সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন আমি এই জগতের অন্তর্গত, জগতের এক কোণে অবস্থিত এবং অতিঅল্প সময়ের জন্য অতিথি। আমার সমস্ত জ্ঞান, বুদ্ধি, ইচ্ছা, ভালোবাসা ইত্যাদি সবকিছুই জগতের সাথে যুক্ত। জগত হল চূড়ান্ত কিন্তু আমি নিজে ক্ষুদ্র ও শর্তাধীন। এই জগত শুধু আমার কাছে বাস্তব তাই নয়, এই জগত হল

সকলের কাছে বাস্তব। এই জগতকে আমি প্রত্যক্ষের মাধ্যমে পাই, বিচারের মাধ্যমে নয়। জগতের বিচার হতে পারে কিন্তু তা প্রত্যক্ষ পরবর্তী। জগতের মধ্যে থেকে জগতকে আশ্রয় করে আমার সমস্ত কিছু সাধিত হয়।

সুতরাং সার কথা হল আমার চেতনার বাইরে জগত অবস্থিত। জগত হল এক স্বনির্ভরশীল সত্তা। এই বিশ্বাসের মধ্যে কোন অনিশ্চয়তা বা দ্বন্দ্ব নেই। জগতে অবস্থিত যে কোন বিশেষ বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে আমার মনে কোন সন্দেহ দেখা দিতে পারে কিন্তু সামগ্রিকভাবে জগতের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ নেই। অন্য যে কোন বিশ্বাসের চেয়ে এই বিশ্বাস অনেক বেশি সুদৃঢ়। এই প্রকার বিশ্বাস যে কোন স্বতঃসত্যের চেয়েও স্বতঃসত্য। এ হল একপ্রকার জীবন্ত বিশ্বাস। তর্কের খাতিরে জগতকে আমরা অস্বীকার করতে পারি কিন্তু জীবনের খাতিরে জগতকে কখনই অস্বীকার করা যায় না। অর্থাৎ এই জগত হল যথাসর্বোচ্চ, স্বমহিমায় অবস্থিত এবং আমার অস্তিত্বের ধারক ও বাহক।

হুসার্ল বলেছেন জগত সম্পর্কে আমাদের যে স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি সেখানে পরাচৈতন্য অপ্রকাশিত বা সুপ্ত থাকে, কেবলমাত্র এই জগতই প্রতিভাত হয়। এই স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি কোন কারনে নিস্ক্রিয় হলে তবেই পরাচৈতন্য প্রকাশিত হবে। তাই জগত সম্পর্কে আমাদের এই স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গিকে কোন ভাবে নিষ্ক্রিয় করতে হবে।

জগত সম্পর্কে এই স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গিকে নিষ্ক্রিয় করার পদ্ধতিকে তিনি বলেছেন 'Phenomenological Epoch' বা 'Phenomenological Reduction'। এই 'Epoch' হল একটি গ্রীক শব্দ। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকরা এই 'Epoch' শব্দটি ব্যবহার করতেন। এই শব্দটির অর্থ হল 'বিচার থেকে বিরত থাকা'। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকরা তাদের দর্শনে সন্দেহযুক্ত জায়গাগুলির বিচার থেকে বিরত থাকতেন। হুসার্লও তেমনি তাঁর দর্শনে জগতের আলোচনা থেকে বিরত থাকতে 'Epoch' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এখানে তিনি 'Epoch' শব্দটির দ্বারা জগতকে বন্ধনীযুক্ত করাকে বুঝিয়েছেন। তিনি তাঁর দর্শনে প্রথমেই জগতকে বন্ধনীভুক্ত করেছেন। এই বন্ধনী জগতকে আটকায় না, বরং জগতের প্রতি আমাদের যে স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি সেগুলিকে বন্ধনীভুক্ত করে। অর্থাৎ তিনি জগত সম্পর্কে স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিরত থেকেছেন। ফলে হুসার্লের দর্শনে জগত সম্পূর্ণ ভাবে অনুপস্থিত। জগতকে বন্ধনীভুক্ত করেই তিনি পরাচৈতন্যের স্বরূপ আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সুতরাং হুসার্লের দর্শনে জগতের কোন ভূমিকাই নেই।

এই আলোচনা থেকে দুই দার্শনিকের মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়। প্রথমত, হুসার্ল প্রথমেই জগতকে বন্ধনীর মধ্যে রেখে তাঁর দর্শনে জগতের নিষ্ক্রিয় ভূমিকাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং চেতনার সারসত্তা আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। ফলত তাঁর দর্শনে উপেক্ষিত হয়েছে অস্তিত্বের দিকটি এবং প্রকটিত হয়েছে সারসত্তার দিকটি। কিন্তু অস্তিবাদীরা অস্তিত্বকে সারসত্তার পূর্ববর্তী বলেন। তাই হাইডেগারের কাছে অস্তিত্ব

বা সত্তাতত্ত্বই হল প্রধান। এবং হাইডেগার মনে করতেন মানুষের অস্তিত্ব মানেই তা ‘জগত-সম্পৃক্ত’ অস্তিত্ব। এই জগত মানুষের অস্তিত্বের কাঠামের মধ্যে আছে। এই জগতকে কখনই বন্ধনীর মধ্যে রাখা যাবে না। ফলে আমরা জগত সম্পর্কে আমাদের স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গিকে কখনই নিস্ক্রিয় করতে পারবো না। তাই হাইডেগার বলেছেন জগতের সাথে মানুষের অস্তিত্ব অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দ্বিতীয়ত, হুসার্ল প্রদত্ত জগতকে বন্ধনীর মধ্যে রেখে তাঁর দর্শন শুরু করেছেন, অন্যদিকে হাইডেগার প্রদত্ত জগতের উপর ভিত্তি করেই তাঁর দর্শন শুরু করেছেন। তাঁর দর্শন থেকে জগতকে কখনই আলাদা করা যাবে না। কিন্তু হাইডেগারের কাছে এই প্রদত্ত জগত কোন জ্ঞানীয় জগত নয়, এই প্রদত্ত জগত হল ব্যবহারিক জগত। তৃতীয়ত, হুসার্ল মনে করেছিলেন এই পরিবর্তনশীল, বিচিত্র জগতের মধ্যে থেকে কখনই পরাচৈতন্যের আবিষ্কার সম্ভব নয়। অন্যদিকে হাইডেগার মনে করেছিলেন এই জগতের মধ্যেই মানুষের অস্তিত্বের সার নিহিত। ফলে এই জগতকে কখনই অবহেলা করা যাবে না।

সবশেষে আমার মনে হয়েছে হাইডেগারের দর্শনের যে অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য ও অভিনবত্ব তা তাঁর পূর্ববর্তী কোন দার্শনিকের মধ্যেই দেখা যায়নি।

সিদ্ধান্ত

সিদ্ধান্ত

হাইডেগারের দর্শন খুবই দুর্বোধ্য। কারণ নতুন নতুন শব্দের প্রয়োগ এবং প্রথাগত দার্শনিক গণ্ডিকে অতিক্রম করে সম্পূর্ণ এক নতুন ভাবে দর্শন রচনা আমরা তাঁর মধ্যে দেখতে পাই। এই কারণে হাইডেগারের দর্শনের চর্চা বর্তমানে তুলনামূলক কমই দেখা যায়। হাইডেগার যেভাবে তাঁর সমগ্র বই জুড়ে মানব অস্তিত্বকে নিয়ে আলোচনা করেছেন, সেই আলোচনার একটি ক্ষুদ্র অংশকে আমি আমার গবেষণামূলক প্রবন্ধটিতে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি এবং বোঝার চেষ্টা করেছি। আমি আমার এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে হাইডেগারকে যেভাবে বুঝেছি এবং এই স্বল্প পরিসর থেকে আমার যা যা মনে হয়েছে তা সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

হাইডেগারের কাছে প্রধান হল মানবসত্তা। এই মানবসত্তা হল অস্তিত্বশীল মানবসত্তা। যে মানবসত্তা এই জগতের মধ্যে অস্তিত্বশীল। তাই তাঁর কাছে মানবসত্তার অর্থই হল জগত-সম্পৃক্ত মানবসত্তা। এই মানবসত্তাই কেবলমাত্র আত্ম-অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ নিজের স্বরূপকে জানতে চায়। এক্ষেত্রে তিনি মানবসত্তার ‘Understanding’ বা ‘বোধশক্তি’র ভূমিকাকে স্বীকার করেছেন। এই ‘Understanding’ হল তাঁর কাছে অস্তিত্বের একটি আকার। এই ‘Understanding’ বা ‘বোধশক্তি’ বলতে আমি যা বুঝেছি তা হল- এই বোধশক্তি হল জগত-সম্পৃক্ত মানবসত্তার সমস্ত সম্ভাবনাগুলির সম্যকভাবে উপলব্ধির বোধশক্তি। অর্থাৎ যে

বোধশক্তির দ্বারা মানুষ নিজের সাথে জগতের অবশ্যিক সম্পর্ক সম্বন্ধে অবহিত হয়। এই বোধশক্তি মানবসত্তার অস্তিত্বের মধ্যেই নিহিত। এই বোধশক্তি কেবলমাত্র মানুষের মধ্যেই আছে, এই কারনেই মানবসত্তার সাথে অন্যান্য সত্তার পার্থক্য বিদ্যমান। আমি আমার এই প্রবন্ধে হাইডেগারের দর্শন সম্বন্ধে যতটুকু আলোচনা করেছি এবং হাইডেগারকে যেভাবে বুঝেছি তাতে আমার মনে হয়েছে হাইডেগারের মানব অস্তিত্বের আলোচনাই মানব অস্তিত্বের সাথে জগত যেমন সম্পৃক্ত হয়ে আছে, ঠিক তেমনই নৈতিকতাও সম্পৃক্ত হয়ে আছে। অর্থাৎ তাঁর দর্শনের মধ্যেই নৈতিকতা জড়িয়ে রয়েছে। কারণ তিনি মানব অস্তিত্বের দুটি প্রধান দিকের কথা বলেছেন- i) যথার্থ বা সার্থক অস্তিত্ব (Authentic existence) এবং ii) অযথার্থ বা অসার্থক অস্তিত্ব (Inauthentic existence)। সাধারণত এই শব্দ দুটি- 'যথার্থ' বা 'সার্থক' এবং 'অযথার্থ' বা 'অসার্থক' নৈতিকতা সমৃদ্ধ। কিন্তু শুধুমাত্র এই কারণেই তাঁর দর্শন যে নৈতিকতা সম্পৃক্ত দর্শন তা বলা যায় না। বরং তা এই দুই প্রকার অস্তিত্বের আলোচনা থেকেই বোঝা যায়। যথার্থ বা সার্থক অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি বলেছেন যখন ব্যক্তি নিজের সকল সম্ভাবনাকে(Existenz) স্বীকার করে, নিজের বাস্তব অবস্থানকে(Facticity) স্বীকার করে, এবং মৃত্যুকে স্বীকারের মাধ্যমে তার সম্বাব্য সম্ভাবনাগুলি রূপায়নের জন্য যথাযথ উপায় অবলম্বন করে তখন ব্যক্তি নিজের জীবনে সার্থক অস্তিত্বকে বেছে নেয়। এই অবস্থায় ব্যক্তি তার স্বস্বরূপে অবস্থান করে। অন্যদিকে ব্যক্তি যখন নিজের সম্ভাবনাগুলি সম্পর্কে সচেতন নয়, নিজের বাস্তব অবস্থান সম্পর্কে সচেতন নয় তখন ব্যক্তি অসার্থক অস্তিত্বময় জীবনকে বেছে নেয়। অর্থাৎ মানুষের কাছে তার সম্ভাবনাগুলি

সর্বদাই রয়েছে, কিন্তু মানুষ সেই সম্ভাবনাগুলিকে স্বীকারের মাধ্যমে সার্থক অস্তিত্বকে যাপন করতে পারে অথবা সম্ভাবনাগুলিকে অস্বীকারের মাধ্যমে অসার্থক অস্তিত্বকে যাপন করতে পারে, তা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তাই হাইডেগার মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাকে ভীষণভাবে প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু তিনি বলেছেন মানুষের কর্তব্য হল স্বাধীন নির্বাচনের মাধ্যমে যথার্থ অস্তিত্বকে বেছে নেওয়া। এখানেই নৈতিকতার ছাপ স্পষ্ট। তিনি আরও বলেছেন মানুষ নিজের মৃত্যুর চিন্তার মধ্যে দিয়েই অযথার্থ অস্তিত্বময় জীবনকে ত্যাগ করে। কারণ মৃত্যুর উদ্বেগ মানুষকে একা করে দেয়। তিনি বলেছেন এই মৃত্যুকে স্বীকার করাই হল যথার্থ অস্তিত্বের একটি বড় লক্ষণ। তাই তিনি বলেছেন আমাদের সকলের নিজের মৃত্যুকে স্বীকার করে নেওয়া উচিত। সুতরাং এখানেই একপ্রকার নৈতিকতার ছাপ স্পষ্ট। তিনি ব্যক্তির জীবনে স্বাধীন নির্বাচনকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ব্যক্তি তার স্বাধীন নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে অসার্থক অস্তিত্বময় জীবনকে বেছে নিতে পারে কিন্তু এই অসার্থক অস্তিত্বের স্তরে ব্যক্তির নিজস্বতা, স্বাধীনতা বলে কিছু থাকে না। তাই হাইডেগার বলেছেন ব্যক্তিকে অসার্থক অস্তিত্বের মোহজাল কাটিয়ে সার্থক অস্তিত্বের স্তরে উত্তীর্ণ হতে হবে। ফলে এখানেও একপ্রকার নৈতিকতার ছাপ স্পষ্ট। এছাড়াও তিনি বলেছেন জগত হল যন্ত্ররূপ। জগতে প্রতি যন্ত্র অন্য যন্ত্রকে নির্দেশ করে অর্থাৎ একপ্রকার সম্পর্কে আবদ্ধ। জগত হল যন্ত্রজাল। এই জগতকেই আমরা ব্যবহার করি আমাদের অস্তিত্বকে যথার্থভাবে যাপন করার জন্য। তাই এই জগতরূপ যন্ত্রকে তিনি সাবধানে ব্যবহার করার কথা তিনি বলেছেন। তিনি বলেছেন জগতের প্রতি আমাদের ব্যবহারিক

সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। ফলত এখানেই নৈতিকতার ছাপ স্পষ্ট। এছাড়াও নিজের সাথে জগতের সম্পর্ক বিষয়ে অবহিত হওয়া, নিজের সম্ভাবনাকে স্বীকার করা, নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া, প্রকৃত অস্তিত্বকে যাপন করা ইত্যাদি সবকিছুই নৈতিক বোধ সমৃদ্ধ। তাই আমার মনে হয়েছে হাইডেগারের দর্শনে মানব অস্তিত্বের সাথে নৈতিকতাও সম্পৃক্ত হয়ে আছে। এই নৈতিকতা কোন তাত্ত্বিক নৈতিকতা নয়, বরং ব্যবহারিক নৈতিকতা। তাই আমার মনে হয় হাইডেগারের দর্শন থেকে নৈতিকতাকে আলাদা করা যায় না, বরং বলা যায় তাঁর আলোচনায় প্রকৃত মানবসত্তাকে বোঝার অর্থই হল নৈতিকতা-সম্পৃক্ত মানবসত্তাকে বোঝা।

এই আলোচনা থেকে আর একটি বিষয় আমার মনে হয়েছে তা খুব সংক্ষেপে আলোচনা করছি। হাইডেগার বলেছেন ব্যক্তি যখন নিজের সম্ভাবনাগুলিকে অস্বীকার করার মাধ্যমে নিজেকে অস্বীকার করে তখন ব্যক্তি অযথার্থ অস্তিত্বকে বেছে নেয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজের থেকে নিজে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় অর্থাৎ ‘self alienation’ বা ‘স্ববিচ্ছিন্নকরন’। অন্যদিকে ব্যক্তি যখন নিজের সম্ভাবনাগুলিকে স্বীকার করে এবং সেগুলির বাস্তব রূপায়নের জন্য পদক্ষেপ নেয়, এককথায় নিজের স্বরূপকে উপলব্ধি করতে চায় তখন ব্যক্তি যথার্থ অস্তিত্বকে যাপন করে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজের স্বরূপে অবস্থান করে, নিজের থেকে নিজে বিচ্ছিন্ন হয় না। এই নিজের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং নিজের স্বরূপ উপলব্ধির চেষ্টা অর্থাৎ নিজের স্বরূপে অবস্থান এই দুই এর সাথে অর্থাৎ অযথার্থ ও যথার্থ অস্তিত্বের সাথে ‘Personal Identity’ বা ‘ব্যক্তিগত

অভিন্নতা'র যে দার্শনিক সমস্যা তার হয়তো কোন সম্পর্ক থাকতে পারে বলে আমার মনে হয়েছে। তাই পরবর্তীকালে গবেষণার সুযোগ পেলে এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করবো।

এছাড়াও হাইডেগার যেভাবে 'Dasein' এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে তাঁর দর্শনের কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার হয়েছে। প্রথমত, বিষয়ী ও বিষয়ের দ্বৈততা দূরীভূত হয়। দ্বিতীয়ত, মানুষের সাথে জগতের একপ্রকার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক প্রকাশিত হয়। তৃতীয়ত, এই সম্পর্ক হল ব্যবহারিক সম্পর্ক, কোন জ্ঞানীয় সম্পর্ক নয়। এগুলিকে হাইডেগারের বৈশিষ্ট্য ও অভিনবত্ব বলা যেতে পারে। এই সকল বিশিষ্টের উপর নির্ভর করে তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিকদের দর্শন অপেক্ষা তাঁর দর্শনের অভিনবত্ব আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন দেকার্তের দর্শনে 'I' বা 'Pure consciousness' হল বিষয়ী এবং জগত হল তার বিষয়। ফলে জগতের সাথে মানুষের জ্ঞানীয় সম্পর্ক। কিন্তু হাইডেগারের দর্শনে আমরা দেখেছি জগতের সাথে মানুষের ব্যবহারিক সম্পর্ক। আবার গ্রীক দার্শনিক প্লেটো যেভাবে দুটি জগতের কথা বলেছেন। একটি হল পরাজগত, যা প্রকৃত জগত এবং এই জগত যা ওই প্রকৃত জগতের ছায়া। কিন্তু হাইডেগারের কাছে জগত একটাই এবং এই জগতই মানুষের অস্তিত্বের জন্য আবশ্যক। পরবর্তীকালে গবেষণার সুযোগ পেলে এই বিষয়গুলি সম্পূর্ণভাবে আলোচনার চেষ্টা করবো।

সবশেষে এটাই বলা যায় হাইডেগার যেভাবে মানব অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে মানব অস্তিত্বের বাস্তব রূপটি ফুটে উঠেছে, ফুটে উঠেছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাগুলি। শুধু তাই নয়, তাঁর দর্শনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যথার্থ অস্তিত্বকে যাপন করা, যা বর্তমান সমাজের জন্য ভীষণ প্রয়োজন। কারণ বর্তমানে অধিকাংশ মানুষই নিজের প্রকৃত স্বরূপকে উপলব্ধি করার চেষ্টাই করে না, বরং অপরকে অনুসরণ করে। তাই আমার কাছে এটা শুধুমাত্র দর্শনতত্ত্ব নয়, এটি চূড়ান্ত বাস্তব। পাশ্চাত্য দর্শনে দার্শনিক কান্টের যেমন প্রভাব আছে এবং থাকবে, ঠিক একইভাবে হাইডেগারের ও প্রভাব দর্শনের জগতে থাকবে বলে আমার মনে হয়।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Barrett, Willam. ***Irrational Man***. London: Heinemann, 1961.

2. Bhattacharyya, Sailesh Ranjan. ***An Enquiry into Fundamentals of Existentialism***. Calcutta: Firma KLM Private Limited, 1979.

3. Delly, John. N. ***The Traditional Via Heidegger***. Netherlands: Martinus Nijhoff, The Hague, 1971.

4. Dreyfus, Hubert L. ***Being-in-the-World***. Cambridge: The MIT Press, 1972.

5. George, Siby. k. ***Existential Authenticity***. Delhi: Abhijit Publications, 2004.

6. Grene, Marjorie, ***Introduction to Existentialism***. Chicago, U.S.A: The University of Chicago, 1948.

7. Grene, Marjorie, ***Martin Heidegger***. London: Bowes & Bowes Publisher Limited, 1957.

8. Guignon, Charles B., ed., ***The Cambridge Companion to Heidegger***, Cambridge: University Press, 1993.

9. Heidegger, Martin. ***Being and Time***. Trans. John Macquarrie & Edward Robinson. New York: Hasper & Row Publishers, 1962.

10. Heidegger, Martin. ***Existence and Being***. Trans. Werner Brock. London: Vision Press, 1968.

11. King, Magda. ***Heidegger's Philosophy***. New York: The Macmillan Company, 1964.

12. Macquarrie, John. ***Existentialism***. New York: Penguin Press, 1972.

13. Masih, Y. ***A Critical History of Western Philosophy***. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 2016.

14. Mulhall, Stephen. ***Heidegger and Being and Time***. New York: Routledge, 1997.

15. Solomon, R. C. ***From Rationalism to Existentialism***. New York: Haspers & Row Publishers, 1972.

16. Warnock, Mary. ***Existentialism***. New York: Oxford University Press, 1978.

17. সরকার, স্বপ্না. *অস্তিবাদী দর্শন ও প্রতিভাস বিজ্ঞান.* কলেজস্ট্রীট, কলকাতা ৭৩: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৩.

18. ঘোষ, সঞ্জীব. *প্রতিভাসবিজ্ঞান ও অস্তিবাদ.* কলেজ রো, কলকাতা ৭০০০০৯: ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ২০০৮.

19. সরকার, সুনীল কুমার. *অবভাস-বিজ্ঞান ও অস্তিবাদ.* কলকাতা ৬: অ্যাকাডেমিক এন্টারপ্রাইজ, ১৯৬৫.

STATE LEVEL SEMINAR

ON

RELEVANCE OF PHILOSOPHY IN MODERN SOCIETY : DEBATE AND CHALLENGE

5th April, 2019

Organised by :

Dept. of Philosophy
Egra S.S.B. College
Egra, Purba Medinipur

This is to certify that Prof./Dr./Mr./Mrs./Miss. SOUVIK GHOSH

of JADAVPUR UNIVERSITY *attended the one day State Level Seminar on* **"RELEVANCE OF PHILOSOPHY IN MODERN SOCIETY : DEBATE AND CHALLENGE"**, *Organised by The Department of Philosophy, Egra S.S.B. College, Purba Medinipur. He / She presented a paper entitled* MANAV ASHTITWA PRASANGE HEIDEGGER

Moumita Das
Joint Secretary
Seminar Organising Committee
Egra S. S. B. College

Indrani Majhi (Shit)
Joint Secretary
Seminar Organising Committee
Egra S. S. B. College

Dr. Dipak Kumar Tamili
Principal
President, Seminar Organising Committee
Egra S. S. B. College